রাসলীলা নাটক।

(A Melo-Drama.)

শ্রীমনোমোহন বসু-কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

কলিকাতা ২০২ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট, দেব-যন্ত্রে

শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ সাল। শকাব্দা ১৮১১।

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃষ্ণ, বলরাম, ছিদাম, সুবল, অন্যান্য রাখালগণ, দেমো, ভেমো, আয়ান, আয়ানের ভৃত্য ভেকো।

স্ত্রী।

রাধা, বৃন্দাদূতী, ললিতা, বিসখা, চকিতা, চম্পকলতা, মদনলেখা, চিত্রলেখা, অঞ্জনী, শ্যামা, অন্যান্য সখীগণ, কালিন্দী-বৈষ্ণবী, জটিলা, কুটিলা, আয়ানপুরীর পরিচারিকা জা'ন্‌কী, প্রতিবাসিনীগণ।

(সখীগণের প্রদর্শিত অভিনয়ের পাত্র পাত্রী)

পুরুষ।

নন্দ, উপানন্দ, অন্যান্য গোপগণ, কৃষ্ণ, বলরাম, ছিদাম, সুবল, অন্যান্য রাখালগণ, নলকুবর, মণিগ্রীব।

স্ত্রী।

যশোদা, রোহিণী, নব্যা প্রতিবাসিনীদ্বয়, ব্রাহ্মণী-রূপিণী পুতনা, যশোদার পরিচারিকা সুগন্ধা, কুড়ুনী মাসী প্রভৃতি প্রতিবাসিনীগণ।

রাসলীলা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের ভবন।

[কুটিলা উপস্থিত]

কুটি। (স্বগত) দেখ একবার বৌ ছুঁড়ীর আস্পদ্দাটা দেখ! এই খানিক আগে কতই না ব'কিছি! মাও কত বোঁজালেন! ও মা, সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো! শাশুড়ী ননদের এত কথা, সব বাঁ পায় ঠেলে চ'লে গেল! ইরি মধ্যে কখন্ বাঁশী বা'জ্‌লো, কখন্ চ'ট্‌কে বেরুলো, কিছুই তো টের পাইনি! আমি আর পারিনে--কি কুক্ষ্যাণে নচ্ছান্নী বৌ ঘরে এলো, আমার হাড় গোড় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মা'ল্লে! মা ভা'বেন ছোঁড়া ছেলে মানুষ, খেলা ক'ত্তে বৌ গেলই বা! দাদার মনেতেও বুঝি অম্নি একটা ভাব আছে, নৈলে আর শাসন করে না! কিন্তু আমি বেস জানি, ওটা সব্বনেশে ছেলে—যারে বলে এঁচড়ে পাকা! এই বয়েসে না ক'ল্লে কি? ও বাবা! ও আবার ছেলে মানুষ! ছেলে মানুষ চুলোয় যা'ক্, ওটা মানুষই নয়—ও ছোঁড়া নিশ্চয়ই দত্যি দানো অপদেবতা টপদেবতা কি একটা এসে নন্দের ঘরে মায়া ক'রে জুটেছে! নৈলে কচি বয়েসেই অমন ভয়ানক রাক্ষসী পুত্‌নোকে মাই টেনে মা'ত্তে পারে? শুন্তে পাই, আরো কত অসুর টসুর নাকি মেরেছে—কালী দমনও ক'রেছে! ছেলে বেলাতেই গোবৰ্দ্ধন

গিরি ধ'রে কি ভেল্কীই না দেখালে! আবার কি না একটা বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে আবাল-বৃদ্ধ সব্বাইকে মজালে! ঐ বাঁশীতেই ওর কি গুণ করা আছে—হয় তো ওটা যাদু বিদ্যের বাঁশী—হয় তো কোনো মায়াবী ওরে দিয়েছে—নৈলে বাঁশীর রব শুনলেই ছুঁড়ীরে অগ্যান হ'য়ে ছুটে যাবে কেন? ভাল ক'রে দেখিছি, তখন আর তাদের গুরুভয়, লজ্জা শরম, সংসার ধর্ম্ম কিছুই মনে থাকে না! সেইটে একবার পাই তো চানা-ভাজার চুলোয় দে সব জ্বালা চুকিয়ে ফেলি! (ক্ষণচিন্তার পর) হুঁ! তাই ক'ত্তে হ'লো -কোনো দুঃখী দুষ্টু ছোঁড়াকে জুটিয়ে রাখাল সাজিয়ে গোঠে পাঠিয়ে সেই বাঁশীটে হাত ক'ত্তেই হবে! সেই যে দেমো ভেমো দু ছোঁড়া আছে, তারাই বেস হবে! ওরে, কুটিলের বুদ্ধিতে না হ'তে পারে কি? এ তো সামান্যি কথা, অমন যে কালিন্দী, যারে উদাসিনী মহা বষ্ণুমী ব'লে লোকে ভাবে ঢল ঢল গ'লে যায়, আমি তারেও হাত ক'রিছি—কালামুখীরে কালাকে নে যখন যেখানে যে রঙ্গ ক'র্ব্বে, কালিন্দী এসে সব ব'লে দেবে, আর আমি দাদাকে সঙ্গে নে গে পেত্যক্ষি সব দেখিয়ে দেব! পেত্যক্ষি না দেখালে দেখ্‌ছি তার পেত্যয় হবে না! পেত্যয না হ'লেও শাসনের উপায় নেই!—ঐ যে, নাম ক'ত্তে না ক'ত্তেই তার একতারার রব -ঐ যে—

[একতারার বাদ্য সহিত গীত গাইতে গাইতে
কালিন্দীর প্রবেশ]

গীত।

(কীর্ত্তনের সুর)

কুঞ্জে, দেখে এলেম্, কি মাধুরী, যুগল কিশোর কিশোরী!
ও গো নাগরি গো! তাদের ঘিরে আছে কত সহচরী!
বামে হেলা, ডাইনে হেলা, অঙ্গে অঙ্গে রসের মেলা,
কদম্‌তলা রয়্ আলা করি!

তাদের্ একটী কালো, একটী ধলো—মেঘের কোলে
চাঁদের আলো—
সেই চাঁদ, বঁধু বলে তারে—ওগো নাগরি!
বঁধুর বিম্বাধরে, মধুর্ স্বরে, বাজে মোহন্ বাঁশরী! ১।

ধড়া চূড়ায় রাখাল্-সাজ্, প'রেছে গায়্ কিশোর্-রাজ্,
কিশোরীর্ সাজ্ মণিময় হেরি!
দোলে যুগল্ গলে মোহন্ মালা, কটাক্ষে মন্ মোহে কালা,
ও তার্ হাস্য সুধামাখা—ওগো নাগরি!
চূড়ায় ময়ূর্-পাখা—নাম্‌টী লেখা তাতে শ্রীরাধা প্যারী! ২।

কুটি। অ্যাঁ! কি ব'ল্লে? দেখে এলে? কালার সঙ্গে মিলে কালা-মুখীরে রঙ্গ ক'চ্ছে, দেখে এলে? এখন?

কালি। দেখে এলেম্ কালোরূপে বন্ ক'রেছে আলো!
(ও সেই) রূপ্ সাগরে প্রেমের্ নদী রাই মিলেছে ভালো!
প্রেম্ পাথারে ঢেউ উঠেছে, ডুবিয়ে দেছে কূল্;
ঢেউ খাবেতো কোমর বেঁধে ছেড়ে এস কুল্!

কুটি। খাই না খাই, দেখ্‌তে চাই—কিরূপ কাণ্ডটা দেখে এলে, ভাল ক'রে বল দেখি?

কালি। মধুর হাসি, মধুর বাঁশী, সেই কদম তলায়,
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে কালা, বাকা চ'কে চায়!
বামে রাধা স্থির বিজলী, যেন মেঘের গায়;
সখী সঙ্গে, রস রঙ্গে, কি ভ্রূভঙ্গে চায়!
বধুর সনে মধুর খেলা, মধুর লীলা হায়!
ভাবুকের ভাব্ কদম্ কলি, ফুটিয়ে দিচ্ছে তায়্!
সে মাধুরী, বারেক হেরি, পাসরি কি আর?
তার্ বুঝে তার, তর্ হ'য়েছে একতারা আমার্!

(নৃত্য)

এই একতারা আমার!
নাচে এক্‌তারা আমার!
গায় এক্‌তারা আমার!

(নৃত্য করিতে করিতে গমনোদ্যতা)

কুটি। রও রও, কালিন্দি, যেয়োনা যেয়োনা—শোনালেতো, ভাল ক'রেই শোনাও—কোন্ খানে? এ রঙ্গ রস হ'চ্ছে কোন্ খানে? তারা এখন কোন্ খানে?

কালি। যেখানে মাধবী লতা, (তাদের) মাথায় ফোটায় ফুল!
ঝুম্‌কালতা ঘিরে যথা (তাদের) কানে দোলায় দুল্!
তমাল ডালে আর রসালে কোকিল হাঁকে কুহু!
সারী শুকে মনের সুখে ডা'কৃছে মুহুর্মুহু!
রাই দামিনী সনে যথায় নবঘনে দেখি,
শাখী মূলে পাখা খুলে নাচে ময়ূর পাখী!
ঝিঝ্‌ঝির রবে* ফটিক্ জলের ঝর্ণা যথা বয়!
ঝুঝ্‌ঝুর ক'রে বেড়ায় পবন, ফুলের গন্ধ গায়!
গুণ্ গুণ্ স্বরে ফুলে ফুলে ভোম্‌রা বেড়ায় ঘুরে!
সেই কুঞ্জে রাই, শ্যামকে নিয়ে কুঞ্জ বিহার করে!

কুটি। বলি হ্যাঁ কালিন্দি, সে দিন তো ব'ল্লি "নবনারীকুঞ্জর" না কি ছাই ভস্ম ক'রেছিল, এখন আবার ছুঁড়ীরে কোনো নতুন আমোদের গোচ্ গাচ্ ক'চ্ছে না কি?

কালি। হ'য়ে প্রেমের্ অধীন্, তারা রা'ত্‌দিন্, সাজাচ্ছে পুলিন্—
ও সেই যমুনা পুলিন্!
শুভ পূর্ণিমাতে, এই শরতে, মহারাসে লীন্—
হবে মহারাসে লীন্!
যখন্, চাঁদের্ আলো, এম্নি ধলো, রেতে যেন দিন্—
হবে রেতে যেন দিন্,

তখন্, তা ধিনা ধিন্, তাক্ ধিনা ধিন্, তবল্ বাঁশী বীণ্—
বা'জবে তবল্ বাঁশী বীণ্!
ল'য়ে, কালশশী, সব্ রূপসী, হ'য়ে উদাসীন্;
গৃহে হ'য়ে উদাসীন্;
রসের্, লতাকুঞ্জে, রাসের্ মঞ্চে, মহারাসে লীন্—
হবে মহারাসে লীন্!
হবে, সেই ভাবে ভোর্, একতারা মোর্, ধ'র্ব্বে ভাব্ নবীন্—
ও সে ধ'র্ব্বে ভাব্ নবীন্!
সে রবেনা মলিন্, আর্ সে রবে না মলিন্, দেখ্‌বে চরণ-নলিন্—
যুগল্ চরণ-নলিন্!
মিশে, মহারাসে, প্রেমের্ বশে, উল্লাসে নবীন্—
হবে উল্লাসে নবীন্!
নবীন্ রবে চিরদিন্—যেন নারদের্ সেই বীণ্—
যেন নারদ ঋষির বীণ্!

কুটি। আর একটু রও কালিন্দি, যেয়োনা, কিছু খাবার দিই খাও, আর আমায় পথ দেখিয়ে সেই কুঞ্জে নিয়ে যাও—

কালি। কুঞ্জে যাবার সোজা পথ গো, মনোরথ যার যেতে!
সে পথে যার মন গিয়েছে যায়না সে কুপথে!
যেতে চাও তো সোজা এস, (এই) একতারার রব শুনে;
খাবার চাইনা, ক্ষুধা গেছে, অন্ন সুধা পানে!

গীত।

(কীর্ত্তনের সুর)

একতারা গাওরে গাও!
রাসের্ উল্লাসে মিশে, মিঠে তান্ লাগাও!
রাধাশ্যাম্ প্রেমের্ বিলাস, চিরদিন্ যার্ অভিলাষ্,
হবে রে সেই মহারাস্—যে রসের্ ঢেউ চাও!

আয়না বীণা নাচি আয়না, নেচে ব্রজাঙ্গনার মন নাচানা,
মাতিয়ে সব কৃষ্ণপ্রাণা, আপনি মেতে যাও!

[প্রস্থান।

কুটি। (স্বগত) বটে! এত বড় বুকের পাটা! মার্ ঝাঁটা! এততেও আশ্ মেটেনা, আবার রাস—মহারাস—সর্ব্বনাশ! কারে বলে রাস, তাও ছাই জানিনে! দেখ্‌বো কেমন রাস, মুখে দেব পাঁশ, বুকে ড'ল্‌বো বাঁশ, আনুক আগে বাঁশী—যাতে নাগায় ফাঁসি! যাই তার যোগাড় দেখিগে—

[প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

[রাধা ও বৃন্দা দূতী উপস্থিত]

দূতী। আর তো দিন নাই ব্রজেশ্বরি! এখন আর অমন গোলযোগের কাজ নয়—এক এক জনকে এক এক কাজের অধ্যক্ষতার ভার দেও, তা হ'লেই হবে, নৈলে কিছুতেই ঠিক হবার নয়। সত্য বটে, সকলেই প্রাণপণে লেগেছে, সকলেই দিন্ রাত্ খেটে ম'চ্ছে, কিন্তু কাজের হেলা গোচা নেই—কে কি ক'চ্ছে তার ঠিক নেই—তাই বলি কাজ ভাগ ক'রে দেও!

রাধা। (সহাস্তে) আমায় বলা কেন? তুমিই আমার সব, তুমিই আমার প্রধান মন্ত্রী—প্রধান তন্ত্রী, যা ক'র্ত্তে হয় তুমিই ব্যবস্থা ক'রে দেও!

দূতী। তা হ'লে কি হয়, ভাব দেওয়া আমার কাজ নয়—একো ধিঙ্গী একো জন, কে কোন্ ভার পেয়ে মন ভার ক'র্ব্বে, সে বড় বিষম উৎপাত— তুমি নিজে ব্যবস্থা ক'র্লে কারোর কোনো কথা থা'ক্‌বে না!

রাধা। তা, তারা সব কৈ?

দূতী। ঐ যে ঐ দল বেঁধে গাইতে গাইতে আ'স্‌ছে—

[গাইতে গাইতে ললিতা বিসখাদির প্রবেশ]

গীত।

সবে হরষিতে, প্রেমময় চিতে, চল চল চল বিপিনে!
জয় রাসেশ্বরী, জয় রাস-বিহারী, বল বল বল বদনে!
নাচিয়ে নাচিয়ে, উল্লাসে মজিয়ে, মিলিয়ে ধর তান্—
মঙ্গলো কর গান্—জুড়া'ক্ প্রাণ্ শ্রবণে! ১।
সুখপূর্ণ নিশি, শুভ পৌর্ণমাসী, মধুময় হবে সব্—
বঁধুয়ার্ রাসোৎসব্, যমুনা পুলিনে! ২।

দূতী। এখন নাচন কোঁদন রাখ, উজ্জুগ সুজ্জুগের মত্‌লব আঁটো— আমি বলি, কাজ ভাগ ক'রে নেও—

সকলে। দেও, দেও, (দূতীকে বেষ্টন) তা হ'লেই বেস হবে!

দূতী। না, না, ভাই, আমি না—যিনি কর্ত্রী, তিনি স্বয়ং ভার দেবেন্!

ললি। বেস, বেস, তাই বেস—

দূতী। এখন তো সব বেস বেস ক'চ্ছো, শেষ থা'ক্‌লে হয়!

সকলে। অবিশ্যি থা'ক্‌বে! কেন থা'ক্‌বে না?

ললি। যত্ন যেখানে, রত্ন সেখানে, কেনই বা থা'ক্‌বে না—নব-নারীকুঞ্জরের সময় থাকিনি?

দূতী। সে অল্প ব্যাপার, এ বড় বৃহৎ কাজ্, এর ভাব এখনও পাওনি!

ললি। তা হ'ক্, রাধা কৃষ্ণের চরণ প্রসাদে আমরা কি না পারি? বলতো রাই, কার উপর কি ভার?

দূতী। শ্রীরাধার বল্‌বার আগেই ব'লে রাখি, শ্রীমুখ থেকে যার উপরে যে কাজের ভার দেওয়া হবে, তিনিই সেই কাজের অধ্যক্ষ হবেন—তিনি অবশ্য একাই কিছু তা ক'রে উঠ্‌তে পা'র্ব্বেন না—কাজ নির্ব্বাহের জন্য অন্য সঙ্গিনী যত প্রয়োজন, তিনি নিজেই সেই সব সহকারিণী বেছে নেবেন—নিয়ে এখনি সব কাজে লা'গ্‌তে হবে—আর সময় নেই, সব চট্‌পট্‌ চাই, স্বধু ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ালেই হবে না! বল রাধে, এখন বল?

রাধা। (সহাস্যে) ভাই ললিতে, তোমার উপর লতার—ভাই বিসখা, তোমার উপর শাখা পল্লবের ভার—যেখানে যেখানে যত লতা পাতা শাখা পল্লব যে ভাবে সাজাতে বসাতে হবে, তার অধ্যক্ষ তোমরা—সব যেন ভাই সুললিত হয়।

ললি ও বিস। বেস, বেস, আমরা সন্তুষ্ট!

রাধা। সখি কুসুমের উপর স্থলজ পুষ্পের, আর সখী সরোজিনীর উপর জলজ পুষ্পের ভার—কিন্তু যেন মনে থাকে, এ কাজে পর্ব্বত প্রমাণ রা'শ্‌ রা'শ্‌ ফুল চাই! সখী মালিনীকে ফুলের মালা আর ফুলের অলঙ্কারের ভার দেও! সখী কুঞ্জবতীর উপর কুঞ্জ সাজাবার ভার—

দূতী। একটী আদ্‌টী নয়, অনেক কুঞ্জ চাই, তা যেন মনে রাখে—

ললি। কিন্তু দূতি, কোথায় কিরূপ কুঞ্জ, কোথায় কত লতা পল্লব, কোথায় কত ফুল ফল, কোথায় কিরূপ সাজ সজ্জা শোভা প্রভা চাই, তা ভাই, তোমাকে আর রাধাকে আগে থা'ক্তে ঠিক ক'রে দিতে হবে!

দূতী। তা হবে—তোমাদের মত নিয়েই তা হবে!

রাধা। সখী চিত্রলেখার প্রতি চিত্রের ভার! আমি জানি, সে কৃষ্ণ-লীলার বড় বড় পট চিত্র ক'রে রেখেছে, রাস স্থলের মাঝে মাঝে যেখানে যেমন সাজে, সে সব সাজিয়ে দেবে! সখী কদম্বিকা আর তমালিকা যেন বঁধুর সাধের সব কদম্ব আর তমাল তরু সাজাবার ভার নেয়! সখিরে, কদম্ব-বিহারী বংশীধারীর লতারূপিণী আমরা যত গোপিনী আছি, গণনায় ঠিক ততগুলি লতা যেন সেই সব তরুকে আশ্রয় ক'রে থাকে!

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) জয় জয় রাধাশ্যামকি জয়!

রাধা। প্রিয়সখী কাঞ্চনমালা আর রত্নমালার উপর কি ভার জানো—

তোমাদের মতে যদি এই মহারাসে রত্নকাঞ্চনাদির আবশ্যক বোধ হয়, তবে তাদের উপর সেই সব মণি কাঞ্চনময় সজ্জা অলঙ্কারাদির ভার থা'ক্‌লো—তোমাদের নিজের সাজ সজ্জার ভারও তারা নেবে! সখী কালিন্দীকে ব'লো কালিন্দী নদীর তীরে নীরে যা কিছু ক'র্ত্তে হবে, সে ভার তার! আর প্রিয় সখী দামিনীর উপর আকাশের ভার—

বিস। আকাশে কি ক'র্ব্বে?

রাধা। রাসস্থলের উপরে চন্দ্রাতপ খাটাবে—তার নীচে ভূচর, খেচর, জলচরাদির প্রতিরূপ যেন থাকে!

[কালিন্দীর প্রবেশ]

কালি। তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!
চাঁদোয়াতে আঁধার হবে, চাঁদের আলো ঢাকা রবে,
সোনার রাসে সোনার চাঁদ্‌কে না দেখ্‌লে প্রাণ্ বাঁ'চ্‌বেনা!
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!

চাঁদ্‌মুখী সব্ রাস ক'র্ব্বে, না দেখে চাঁদ কেঁদে ম'র্ব্বে,
রাই চাঁদের পায় দশ্‌টা হ'য়ে কিরণ দিতে পাবে না!
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!

আবার, ইন্দ্র আদি দেব্‌তা সর্ব্বে, স্বর্গে থেকে উঁকি মা'র্ব্বে,
চাঁদোয়া দিলে তা কি পা'র্ব্বে?
(আবার) পুষ্পবৃষ্টি, সুধাদৃষ্টি, তাওতো ঢা'ল্‌তে পা'র্ব্বেনা!
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!

রাধাশ্যামের রাসের খোলা, সব্‌দিগেই রয় যেন খোলা,
একিগো সামান্য মেলা, ভেবেছ কি ছেলে খেলা?
জগতে যে সবাই চেলা, উচিত নয় কারুকে হেলা,
তাওকি বুঝ্‌তে পা'র্ল্লে না?
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!

সে ঢাকা কি কেউ মা'ন্‌বে? দেবরাজকে সবাই ধ'র্ব্বে,
কাজেই দেবরাজ বাজ মা'র্ব্বে, বাজে পুড়িয়ে ফুটো ক'র্ব্বে,
(নয়্‌তো) ত্রিশূল-খোঁচা শিব্‌ মা'র্ব্বে, না দেখে কি শিব ছা'ড়্‌বে?
(নয়্‌তো) ভূত পেত্নী সব্‌ লেলিয়ে দেবে, তারা এলেই দফা সা'র্ব্বে,
দক্ষ যজ্ঞ ক'রে তুল্‌বে, তাও কি মনে ভা'ব্‌লে না?
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না!

(আবার) নাগ্‌লোকে সব্‌ খেপে যাবে, বাসুকী কি অগ্নি ছা'ড়্‌বে?
হাজার ফণায় ফোঁস্‌ফোঁসাবে, বিষঢেলে, ইস্‌! জ্বালিয়ে দেবে,
(আবার) প্রধান ভক্ত গরুড় রা'গ্‌বে, পাখায় যখন ঝাপ্‌টা মা'র্ব্বে,
চাঁদোয়া উড়ে কোথায় যাবে!
তাই বলি হায় শেষ মজাবে, এমন কাজটী ক'রো না!
তা হবে না, তা হবে না, রাস্‌ ঢাকা হবে না!

গীত।

জগৎপতির মহারাস, জগৎ জুড়ে চাই উল্লাস!
জগতে যে চক্ষু ধরে, দেখ্‌তে সবাই ক'র্ব্বে আশ!
ভক্তজনে ত্যক্ত না হয়, মুক্ত যেন রয় আকাশ!
বাঞ্ছাকল্পতরু, নাম্‌টী চারু, জগৎগুরু শ্রীনিবাস—
দয়াল হরি, আহা মরি, পূরাণ্‌ সবার অভিলাষ!
একতারার আশ, এই রাসবিলাস, ব্রহ্মাণ্ডময় হয় বিকাশ!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

ললি। কালিন্দী ঠিক ব'লেছে—রাসেশ্বরীর মহারাস, রাসবিহারীর মহারাস, ব্রহ্মাণ্ডময় চাই উল্লাস, সে রাসকে ঢেকে রা'খ্‌লে প্রেমানন্দকে যেন চেপে রাখা হয়—তাই বলি চাঁদোয়াতে কাজ নেই!

দূতী। রও, রাসেশ্বরী কি বলেন শুনি—

রাধা। (সহাস্যে) সখি, ভক্তজনে ত্যক্ত হয়, এমন কাজ কি উচিত? কৃষ্ণই বা তা ক'র্ত্তে দেবেন কেন? এক কর্ম্ম কর, সব দিগ্ থা'ক্‌বে—

দূতী। যা কর, তা কর, কিন্তু শ্রীমুখ থেকে চন্দ্রাতপের উল্লেখ যখন হ'য়েছে, তখন আর একেবারে তার অন্যথা হবার নয়—না হয় কতকটা তার ভাব রেখে যা হয় কর!

রাধা। তাই হ'ক্, কিন্তু ইন্দ্রজালময় হ'ক্—প্রিয় সখী মায়াকে বল, ইন্দ্রজালময় এমন চন্দ্রাতপ করুক, যার নীচে ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি যা যা ব'লিছি, সে সবও হ'তে পা'র্ব্বে, অথচ জালের মত বড় বড় ছিদ্র থাকাতে বিমান হ'তে দৃষ্টির ব্যাঘাত কিছু মাত্র হবে না!

সকলে। জয় রাসেশ্বরীকি জয়! বেস ব্যবস্থা!

[চকিতার প্রবেশ]

চকি। সখি! সখি! স্বর্গ হ'তে দেবরাজের দূত এয়েছেন—রাসের নিমিত্ত কি অলৌকিক উপহার সামগ্রীই সব এনেছেন!

দূতী। চল রাধে, তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সমুচিত অভ্যর্থনা ক'র্ব্বে চল!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান পুরীর বহির্ভাগ।

[আয়ানের প্রবেশ]

আয়া। (পাদচারণ কালে স্বগত) কুটিলে করে কি? যখন তখন রাধার নামে যা তা ব'লে আমার মনের শান্তি আর সংসারের সুখ, দুয়েরি ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে! ও যা বলে তাও কি সম্ভব? শ্রীরাধার শ্রীমুখখানি দেখ্‌লে, তার মধুর বাক্যগুলি শুন্‌লে, তার প্রশান্ত ধীর গম্ভীর দেবী-ভাব চাক্ষুষ ক'র্লে, স্বয়ং কমলার আবির্ভাব ব'লেই জ্ঞান হয়! কিন্তু আবার, এটাও মাঝে মাঝে মনে আসে যে, কুটিলে মুখরা প্রখরা যাই হ'ক্, ওর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—ওর সব দিগেই দৃষ্টি—আমার প্রতি ভয় ভক্তিও যথেষ্ট—বংশের মান মর্য্যাদা রা'খ্‌তেও ওর বিশেষ যত্ন—ওকি আপনাদের ঘরের এত বড় কুচ্ছটা বিনা কারণে তুল্‌তে পারে? অবশ্যই এর কিছু সূত্র থা'ক্‌বে! আবার ভাবি "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ!" এ বিষয়ে ওর ভুল হবারি বা আশ্চর্য্য কি? হুঁ! বোধ করি ভুলই হ'য়েছে—তার সাক্ষী সে দিন কালা দেখাবে ব'লে বনে নে গেল, দেখ্‌লেম গে কালী! কোনো বিরুদ্ধ ভাব দূরে থা'ক্, রাধা আমার গভীর ভক্তিভরে শক্তিপূজা ক'র্চ্ছে! না, না, দারুণ বিষরূপী বিষকে আমার মনে স্থান দেব না! সহসা কারুকেই মন্দ ভা'ব্‌তে নাই—এতো যার বাড়া নেই দেবীরূপিণী জায়া—নামেও তো অর্দ্ধাঙ্গ বটে! ধর্ম্মতঃও তাই! মন্দ ভেবে সন্দ করা প্রেমের কাজ নয়! যাই কাত্যায়নীর শ্রীমন্দিরে যাই—মা অভয়ার চরণে প্রাণ খুলে সব নিবেদন করিগে—

প্রাণভ'রে ডা'ক্‌লে মা অবশ্যই মনের ধাঁধা ঘুচাবেন—কাতর সন্তানকে কখনই আঁধারে রেখে অশান্তি রাক্ষসীর ভয় দেখাবেন না !

[ধীরে প্রস্থান।

[রাখালগণের সহিত কানাই বলাইয়ের গলাগলি প্রবেশ]

রাখালগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) দে, দে, দে, ব'ল্‌ছি—দে কুটিলে, মোদের মোহন বাঁশী দে—

বলাই। বাড়ীর চৌদিগ্‌ ঘেরাও হয়েছে তো ?

ছিদাম। একটী পিঁপ্‌ড়েও যাবার জো নেই—ঐ দেখনা সব গাছে গাছে পর্য্যন্ত রাখালের দল—বানরগুলোও বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে !

[ছুই জন প্রতিবাসিনীর প্রবেশ]

১ম প্রতি। বলি হ্যাঁ র‍্যা ছিদেম, কি হ'য়েছে ?

ছিদা। ওগো বাঁশী চুরি ক'রে এনেছে !

১ম প্রতি। কে এনেছে ? কৈ, এবাড়ীতে তো ছেলে পিলে নেই—

ছিদা। আছে গো মাসি আছে—দেমো ভেমো ব'লে ছুছোঁড়া চোর আছে—তাদের দে মোহন বাঁশী চুরি ক'র্ব্বে ব'লে কুট্‌লে তাদের পুষ্‌ছে ! ছুচাট্টে গরু বাছুর দে রাখাল সাজিয়ে কদিন তাদের গোঠে পাঠাচ্ছে—এখন সব টের পাচ্ছি !

সুবল। (চিৎকার স্বরে) দে, দে, দে কুটিলে, বাঁশী দে, আর চোর ছোঁড়াদের বা'র্‌ ক'রে দে—নৈলে ঘর দোর সব ভেঙে চুরে, খুঁজে দেখ্‌বো !

ছিদা। আয়না ভেতরে যাই—ভয় কি ?

[দ্বারে ঝাঁটা হস্তে কুটিলার প্রবেশ, পশ্চাতে জটিলা]

কুটি। তাই আয়না—আয়না একবার—এই মুড়ো খ্যাংরা মুখে পূরে দিই—

জটি। (কুটিলার হস্তাকর্ষণ) আয় মা, ঘরে আয়—রাখালের মাঝে থেকে কাজ নেই—মেলাই ছোঁড়া—

কুটি। হ'ক্ না মেলা, এত বড় আস্পদ্দা! ওদের রাখাল-রাজকে আ'জ্ ছ্শো থ্যাংরা মেরে যত ড্যাংরার শোধ নেবো! ঐ যে পাড়ার আবাগীরেও এয়েছে রঙ্ দেখ্‌তে! গোল্লায় যা'ন্ সব গোল্লায় যা'ন্!

২য় প্রতি। আমর্ মাগি, থামকা গা'ল্ দেয়—তুই আপ্‌নি গোল্লায় যা, আমরা যাব কেন?

ছিদা। ওর গোল্লায় যাবার আর দেরি নাই—যে কাজ আ'জ্ ক'রেছে, আমরাই দেব অকন্!

২য় প্রতি। দে, দে, আচ্ছা ক'রে দে—থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দে—যে নোলা নেড়ে মিনি দোষে নোক্‌কে গা'ল্ দেয়, দে, দে, বুকে ব'সে সেই নোলাটা ছিঁড়ে ফেলে দে!

কুটি। আয়না গতর-খাগিরে, আয়না—আস্‌কনা পুতখাগীর বেটারা, আস্‌কনা—থ্যাংরার আগায় কেমন ক'রে যমের বাড়ী পাঠাতে হয়, তা দেখিয়ে দিই!

ছিদা। আয়্‌তো সুবল, ঐ থ্যাংরা ওর আপনার মুখে পুরে দিয়ে, ওরে বেঁধে রেখে বাড়ীর ভেতর হল্লা করিগে!

সুব। দিবিনে? বাঁশী দিবিনে? বার বার এইবার শেষ জিজ্ঞেসা করি—চোর ছোঁড়াদেরও দিবিনে?

কুটি। কোথায় তোদের বাঁশী—কোথায় তোদের ছোঁড়া—আম'লো, এখানে কেন ম'ত্তে এয়েছিস্? দেখ্‌গে যা সেই যমের বাড়ী—তারাও সেখানে গেছে, তোরাও যা!

বলা। (অতি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) দে ব'ল্‌ছি, বাঁশী বা'র্ ক'রে দে নৈলে লাঙল দে বাড়ী খানা উপ্‌ড়ে যমুনায় ফেলে দেব! (গমনোদ্যত)

কৃষ্ণ। (ধারণ পূর্ব্বক সহাস্যে) দাদা! কোন্ তুচ্ছ কাজে এত উচ্চ রাগ ক'চ্ছো? চিন্তা কি? এখনি চুরি ধরি দেখ—

বলা। ভাই রে! মানেই না, ধ'র্ব্বে কি ক'রে? বল্ ক'রে না খুঁজ্‌লে আর উপায় কি?

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) এই দেখনা দাদা, মানাই—বাঁশী ওর ঘরে আছে কি না, জগৎকে তা শোনাই! (অলৌকিক সুমধুর উচ্চঃস্বরে)

মোহন মুরলি! বাজ্‌তো!
আমার রাধানামে-সাধা বাঁশি! একবার বাজ্‌তো!
যথায় থাকিস্, জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে একবার বাজ্‌তো!

[কুটিলার সিন্দুক হইতে পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি]

ছিদা। শুনগো গোকুলবাসি! শুনগো জগৎবাসি! কানুর সেই মোহন বেণু চোরের ঐ সিঁদুক থেকে বেজে উঠ্‌লো!

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বলা। অদ্ভুত! অদ্ভুত! ভাইরে! আয়, এক্‌বার কোল দে, প্রাণ্ জুড়াই! (আলিঙ্গন)

রাখালগণ। ভাইরে কানাই! তোরে আমরা চিনি নাই! (কৃষ্ণ-পদ-তলে পড়িয়া ও পরক্ষণে উঠিয়া) জয় জয় ব্রজকানাইয়াকি জয়!

২য় প্রতি। দেখ দেখ আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হ'চ্ছে! ঐ দেখ শূন্যে কত জ্যোতির্ম্ময় দেহ দেখা যা'চ্ছে! ঐ শুন দুন্দুভি-ধ্বনি হ'চ্ছে!

১ম প্রতি। আবার দেখ্‌লে না, কুটিল-হৃদয় কুটিলাও বাঁশী শুনে আচম্‌কা এম্নি চ'ম্‌কে উঠেছিল যে, জটিলে বুড়ী না ধ'ল্লে পা'ত্‌কোর ভেতর হয়তো প'ড়ে যেতো!

[দেমো ভেমোর বেগে প্রবেশ ও কৃষ্ণপদে লুণ্ঠন]

রাখালগণ। মার্ মার্ চোর এয়েছে—সেই দুছোঁড়া চোর এই যে—

কৃষ্ণ। না না মেরোনা—ওরা আর চোর নেই—এখন পরম ভক্ত—পরম সাধু! (দুই হস্তে দুই জনকে উত্তোলন)

দেমো। (সজল নেত্রে করযোড়ে) দয়াময়! রক্ষা কর! মোরা অনাথ মোদের আর কেউ নেই!

ভেমো। আমরা প্রভু! কুসঙ্গে কাল কাটিয়েছি, পথ হারিয়েছি—ঐ (কুটিলাকে নির্দ্দেশ) উনি আমাদের আরো কুপথে নে গেলেন—একে আমরা নষ্ট, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, মোদের আরো নষ্ট ক'ল্লেন—কত লোভ দেখিয়ে বাঁশী চুরিতে মজালেন—তোমাদের সাড়া পেয়ে মোদের ঘুঁটের মাচায় লুকিয়ে রা'খ্‌লেন—

দেমো। দয়া কর দয়াময়! দয়া কর! মোদের আর কেউ নেই, কৃষ্ণ, কেউ নেই—তুমিই বাপ্, তুমিই ভাই, তোমার পদ্ম-হস্ত পর্শ মাত্রেই জ্ঞান পেয়েছি—চিনেছি মোরা চিনেছি! ঐ রাঙা চরণ জন্মে আর ছা'ড়্‌বো না—আর কুপথে যাব না—কানাই, কানাই, পায় রাখ! সাথে নেও! সুমতি দেও! সুপথ দেখাও! গোষ্ঠের সাথী কর—তোমার রাঙা পা দেখ্‌তে দেখ্‌তে, সাথে সাথে ঘুর্‌বো—আর মোরা কিছুই চাইনে!

(কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উভয়কে অভয় ও আলিঙ্গন দান)

দ্বি, প্র। দেখ দেখ চোরের মত সে নষ্ট দুষ্টু চেহারা আর ওদের নেই! যেই কৃষ্ণ ওদের হাত ধ'রে তুল্লেন, আর পদ্ম-হস্ত গায় বুলালেন, অম্নি ওদের চ'কে মুখে ভয় ভক্তি প্রেম যেন ভেসে উঠ্‌লো—সেই বিশ্রী মুখ এখন কেমন সুশ্রী হ'লো—পদ্মফুলের মতন ফুটে উঠ্‌লো!

প্র, প্র। আ মরি মরি, চ'কের জলে দেখ বুক ভেসে যা'চ্ছে, সত্যিই ওদের দিব্য জ্ঞান জ'ন্মেছে—চাউনিতে ভণ্ডামি ঘুচে শান্তি যেন বিরাজ ক'চ্ছে! ধন্য গোপাল! ধন্য যশোদা, এমন ধন কোলে পেয়েছে!

ছিদা। (বলাইয়ের প্রতি) ও দাদা, ঐ যে কুটিলে চ'লে যায়—বাঁশী দে গেল না?

জটি। দে মা সিঁদুকের চাবি দে—আমি বাঁশী এনে দিই, সকল জ্বালা ঘুচে যা'ক্! (কুটিলার অঞ্চল হইতে চাবি গ্রহণ)

[জটিলা কুটিলার প্রস্থান।

[কালিন্দীর প্রবেশ]

কালিন্দীর গীত।

(গানের সময় কানাই বলাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক রাখালগণের নৃত্য)

কিবা সুধাময়, জয় শ্রীরাধা জয়, ব'লে বাঁশী আপ্‌নি বাজিল!
প্রেমের কাজে, সরল বেজে, কুটিল বুকে শেল হানিল!

অধম্ পাপী ত'রে গেল, কুজন্ ছিল স্বজন্ হ'লো,
কি দয়া-মাধুরী, আমরি, আমরি, নেহারি জীবন জুড়ালো!

সকলে। জয় কানাইয়ালালকি জয়!

[জটিলার পুনঃ প্রবেশ ও বংশী প্রদান]

(রাখালগণের বংশীগ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশীদান কালে গান)

গীত।

জয়্ কানাইয়ালাল্, নন্দদুলাল, ব্রজের গোপাল্, রাখাল্-রাজ্!
জয় কালশশী, করে মোহন বাঁশী,
স্বরে প্রেম্-উদাসী, জগৎবাসী সবে আ'জ্!

[কৃষ্ণ বলরামের সহিত রাখালগণের প্রস্থান।

প্র, প্র। ভেলা মেয়ে যা হ'ক্!

দ্বি, প্র। অমন নচ্ছার মেয়ে যেন অতি বড় শত্তুরের ঘরেও না হয়—ও ডাকিনী, ওর অসাধ্যি কি?

প্র, প্র। চুপ্ কর—কালিন্দীর গান শুনি—

কালিন্দীর ভজন গীত।

কিবা, পীতাম্বর, মনোহর, নটবর বর সাজে!
কিবা, শ্যামসুন্দর, মধুর অধরোপর, মধুর মুরলীবর বাজে!
কিবা, নিন্দিত নীরধর, তনুরুচি তমোহর,
কালরূপে আলো বন মাঝে!
কিবা, ত্রিভঙ্গ ঠাম চারু, অনঙ্গচাপ ভুরু,
অপাঙ্গ-শরে চিত মজে! ১।

কিবা, পিতাম্বর্ পীঠে দোলে, চঞ্চলা মেঘে খেলে,
কটিতটে পীত ধটি রাজে!
কিবা, বিচিত্র নব ছাঁদে, ময়ূর-পুচ্ছ-চাঁদে,
চূড়াটী বাঁধা বাঁকা সাজে! ২।
কিবা, অলকা মনোলোভা, নাসিকা ভালে শোভা,
নাসাগ্রে গজমতি রাজে!
কিবা, কুণ্ডল মণিময়, মণ্ডিত শ্রুতিদ্বয়,
দীপ্যতি দিনমণি তেজে। ৩।
কিবা, চন্দ্রাস্য অনুপম, সুহাস্য সুধা সম,
প্রকাশ্য সদা মুখাম্বুজে!
কিবা, নিকুঞ্জ বনসার, কণ্ঠেতে বনহার,
গোপবধূ-রঞ্জন কাজে! ৪।
কিবা, শ্রীপদে ঘুঙ্গুর, হিরণ্য নুপূর,
রুনু ঝুনু মধুর ঝাঁজে!
কিবা, কালিন্দী-নদী-কূলে, কদম্ব তরুমূলে,
বিহরতি গোপিনী সমাজে! ৫।
কিবা, বঙ্কিম শ্যামতনু, সঙ্গিনী বৃকভানু
নন্দিনী বামেতে বিরাজে!
কিবা, প্রফুল্ল শতদল, অতুল্য পদতল,
মধুপ মন তাহে মজে! ৬।

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আয়ানপুরীর একাংশ।

[ভেকোর প্রবেশ]

ভেকো। (স্বগত) আ'জ্ আবার একটা ভাঁড় ভাংলেম, মাগী কতই না ব'ক্‌বে অকন্। আগে থা'ক্তেই মিঠে বোলে আদর ক'রে ডাকি। (কিছু উন্নত স্বরে) পিসিমা! ও পিসিমা! বলি পিসিমা গা, কোতায় গেলে গা মা?

[কুটিলার প্রবেশ]

কুটি। ক্যান্‌র্‌যা ভেকো, ডেকে ম'চ্ছিস্?

ভেকো। বলি, পিসিমা, বাচুর ধরে কে?

কুটি। এখনও তোর গাই দোওয়া হয় নি? কোথায় তোরে আ'জ্ সাথে ক'রে এক জায়গায় যাব মনে ক'রে আছি, তাই কোথায় সকাল্ সকাল্ তোর কাজ সারা হবে, না এখনও তোর গাই কটাও দোওয়া হ'লো না?

ভেকো। হবে কম্‌নে থেকে? তোমার বকুনির চোটে জা'ন্‌কি গেল হ'টে, গোসা ক'রে কোন্ দেশে যে চ'লে গেল, তার ঠিকই নেই! তা গেলেম মুংলীর বাছুর বেঁধে বাঁট টা'ন্‌তে, বিটী একেবারে নাপিয়ে ঝাঁপিয়ে, চা'ট্ মেরে—এই দেখ ভাঁড়টা পর্য্যন্ত ভেঙে দিলে—

কুটি। অ্যাঁ! আবার একটা ভাঁড় ভেঙেছিস্—তাই বুঝি "পিসিমা, পিসিমা" ক'রে অমন মিঠে আদরের ডাক ডা'ক্‌ছিলি?

ভেকো। (স্বগত) বিটী পেটের কথা চিরে নেয়! (প্রকাশ্যে) খুই বুঝি ভাংলুম্—এই বুঝি ধম্ম! নোক নেই, জোন্ নেই—এক্‌লা এক্‌লি বাছুর সাম্‌লাবো, এক্‌লা এক্‌লি দোবো—উনি আ'প্‌নি দেবেন জা'ন্‌কীকে রাগিয়ে ভাগিয়ে—দোষ হবে মোর!

কুটি। কেন, কুন্‌কীকে ডা'ক্‌লি নে কেন ?

ভেকো। কুন্‌কীর কাজ্? কুন্‌কীর গুণ কি জান না? সে কি চ'কে দেখ্‌তে পায়, না কানে শুন্তে পায়? হালা কালা বুড়ো, তার কাজ নয়! কেন, তোমার ধম্মছেলেরা দেমো ভেমো কোথায় ?

কুটি। ভেকো, মুখ সা'ম্‌লে যা ব'ল্‌ছি!

ভেকো। তোমার মাথার কিরে পিসিমা, মুই তার কিছুই জানিনে— যে দিন বাঁশী চুরির কাণ্ড হয়, সে দিন কি মুই হেতাকারে ছিনু ?

কুটি। আর জ্বা'লাস্‌নে ব'ল্‌ছি—জা'নিস্‌নে তো জা'ন্‌লি কেমন ক'রে ?

ভেকো। সে কেবল মোট মাট সাদা সিদে জানা—তার পর ছোঁড়া ছুটো কোথায় গেল, তা তো জানি নে!

কুটি। চুলোয় গেল—তোর সে কথায় কাজ্ কি? এখন যা বলি তাই কর্—গাই কটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছুয়ে নে, আমার সাথে আ'জ্ যেতে হবে!

ভেকো। কোতায় ?

কুটি। চুলোয়!—আমার সাথে যাবি যেখানে কেন হ'ক্ না!

ভেকো। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) মোর এই কাঁচা বয়েসে চুলোর নাম ক'রোনা পিসিমা! মোর মা যদি শোনে, তবে তোমার কাচ্‌কে মোকে আর আ'স্‌তে দেবে না! ব'ল্‌বে "তোর পিসিমার বয়েস পেকেচে— সাদ আল্লাদ সব ঘুচেচে—তিনি যাবেন যা'ন্, সে সাতে তুই কেন চুলোয় যাবি ?"

কুটি। আরে ছোঁড়া, সত্যি সত্যিই কি চুলোয় নে যাবো, না তোরে পাঠাবো ?

ভেকো। তবে খুলে খেলেই কেন কওনা, কোথায় যাবে ?

কুটি। যদি খুলে খেলে নাই বলি ?

ভেকো। তবে মুইও যদি নাই যাই ?

কুটি। তবে ব'ল্‌তেই হবে ?

ভেকো। হাঁ্যা পিসিমা, তা ব'ল্‌তেই হবে! না জেনে না শুনে এই রেতের বেলা কোতায় যাব ? কিসে কি হয় কে জানে ?

কুটি। তবে শোন্—কাউকেও ব'লিস্‌নে!

ভেকো। (মুখে আঙুল দিয়া জিভ কাটিয়া) এই মুই ঠোঁটে কপাট আঁট্‌লুম! কও এখন কোতায়?

কুটি। রাসখোলায়!

ভেকো। ইট্‌খোলা তো জানি, রাসখোলা? সে কোতা?

কুটি। সেই যে রে, পিয়াল বন, আর তমাল বনের মাজ্‌খানে—ছেলে বেলায় তুই যেখানে গরু হারিয়েছিলি!

ভেকো। সেখানে রাসখোলা আবার কবে খোলা হ'লো?

কুটি। হইনি এখনো, আ'জ্ হবে! (দন্ত কড়মড়ি) স্বধু রাস নয়, মহারাস!

ভেকো। রাস, মহারাস, কারে বলে? কিছুই তো বুজ্‌তে পা'ল্লেম না—

কুটি। বুঝ্‌তে? তুই দেইনি তোর চোদ্দপুরুষও পা'র্ব্বেনা—আমিও পারিনি—আমারও চার চোদ্দোং তেয়াল্লিস পুর্‌ষে পা'র্ব্বেনা—সত্যি সত্যি যে কি কাণ্ড ক'র্ব্বে, তা এখনও—

ভেকো। কে ক'র্ব্বে? কারা ক'র্ব্বে?

কুটি। (কড়মড় দন্তে) যত সব কালামুখী খ্যাংরাখাগীরে!

ভেকো। ওঃ! তবে বুজ্‌চি—তবে এখন বেস বুজিচি পিসিমা—এ কথাটা শুনিচি বটে—এখন মনে এলো—নদীর ধার ঘেঁসে তো?

কুটি। হবে—হ্যাঁ তাই বটে!

ভেকো। তবেই ঠিক মিল্‌চে—রাখাল ছোড়ারা যা ব'লে বেড়াচ্চে, তোমার কথার সাতে ঠিক মিল্ খা'চ্চে!

কুটি। কিসের মিল খাচ্চেরে? রাখালদের মুখে কি শুনিছিস্? তারা কতকটা জাস্তে পারে বটে—কি বল্ দেখি?

ভেকো। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) পিসিমা! স'রে এসো, চুপি চুপি বলি—চেঁচাবার কতা নয়—রাখালেরা যাদের কতা ব'ল্‌চে—চেঁচিয়ে তাদের নাম ক'ত্তে ভয় করে—ভয় করাই ভাল—কখন কারে খায়!

কুটি। (অগ্রসর হইয়া) কি বল্ দেখি শুনি?

ভেকো। ডাইনের চাতর!

কুটি। (নিরাশার নিশ্বাসের সহিত) সে কিরে ?

ভেকো। ছিদেম, সুবল চুপি চুপি ব'লে বেড়াচ্চে, আ'জ্ পূন্নিমের নিশিরেতে নদীর ধাবে বনের মাজে বড় একটা ডাইনের চাতর হবে! তাই সবাইকে সে দিগে যেতে মানা ক'চ্চে!

কুটি। উঃ কি কারখানা! কি সেয়ানা! কি চতুর-চূড়োমণি! ছেলে বেলা থেকে চোর কি না—ননীচোব, কুলচোর, শীলচোর, বসনচোর—আ'জ্ আবার একটা ঘোর ডাকাতি কাণ্ড ক'র্ব্বে, তাই আগে থাক্তেই আট ঘাট, খিড়কী সদর, ঘাঁটি আঁ'ট্‌ছে—ভেলা চতুরালির চাতর যা হ'ক্—ঘরের সব্ব-নাশ না ঘ'ট্‌তো তো তারিপ ক'ত্তেম!

ভেকো। হ্যাঁগো পিসি মা, তারিপ করাই ভাল—নিন্দে বান্দা কিছু নয়—তারা না পারে কি? আমি আগে জাস্তেম কেবল ছেলে পিলের রক্ত চোর—এখন তোমার মুখে শুন্‌চি, তা ছাড়া ননীও চুরি ক'রে খায়, কাপড় চোপড়ও হ'রে নিয়ে যায়, কুদিষ্টির জোরে গাছের কুল গুনোও চুষে খায়, আবার রান্নাঘরের শিল নোড়াও ছাড়ে না! হ্যাঁগা পিসিমা, শিল নিয়ে কি করে গা? শুনিচি, কাঁচা সরা আর জাঁতার ওপর তারা ঘোরে, শিলের ওপরেও কি তাই করে?

কুটি। (অন্যমনস্ক ভাবে) সে যা হ'ক্, চল্ দেখি কাণ্ড কারখানাটা কি, আ'জ্ ভাল ক'রে দেখে আসি!

ভেকো। না পিসিমা, ওকথা ক'য়োনা—ও সাদ্ ক'রোনা—তার তীর্‌সীমাতেও যেয়োনা—মুই তো বাবা যেতে না'র্‌বো—যাওয়া থা'ক্, ঘরের ছেঁচ্ থেকেও আ'জ্ বের হব না!

কুটি। ওরে সাধে কি যাই? না গেলে যে নয়—

ভেকো। (চমকিয়া) ওঃ! এতক্ষণে তলিয়ে তালিয়ে বুজ্‌লেম—তুমিও তবে একজন! (রোদন) দৈ পিসিমা, সাত দৈ তোমার! মুই একা মার একা ছেলে—ছেলে বেলা থেকেই তোমার দাসের দাস তস্য দাস! মোর মাও তোমাদের চরণের চেরদাসী—মোর ঠা'ক্‌মাও ছেলো—মোর বাপ দাদাও কেঙ্কর ছেলো—পুরুষে পুরুষে মেয়ে মরদে তোমাদের দয়া বাচ্ছুল্যেই মোরা বেঁচে বেড়াই পিসিমা—তোমাদের হ'তে মোদের কোনো

মন্দ কোনো কালেই তো হইনি গো পিসিমা—আ'জ্ যদিও তুমি একটা কুবিদ্যে শিকেচ পিসিমা—আর যদিও নোকে বলে "ডাইনের কোলে পো সমপ্পণ"—আর যদিও মোর মা তোমার কোলে তার পো সমপ্পণ ক'রেচে, কিন্তু পিসিমা, দীন দুঃখীর ছেলে ব'লে তুমি দয়া মায়াই তো ক'রে থাক পিসিমা—মুই যে তোমার কাঙাল ভাইপো পিসিমা—মোর মার যে আর কেউ নেই পিসিমা—দৈ পিসিমা, মোর পানে যেন সেই রক্ত-চোষা কুদিষ্টিতে চেয়োনা পিসিমা! ওমা! ঐ যে তোমার চ'ক্ ঘোরে পিসিমা—ঐ যে তোমার চ'ক্ মুখ আগুন পারা রাঙা হ'লো পিসিমা—ওমা ভয় করে যে—ওমা! ঐ যে যেন বিষপোরা নয়ন—মা গো! কোতায় রৈলি? হায় পোড়াকপালি, তোর বুকের ক'ল্জে পরাণের ভেকো আ'জ্ বেটক্করে মারা যায় গো মা—নিদেন কালে একবার তোরে দেক্তেও পেলেম্ না মা! ও পিসিমা, অমন ক'রে চেয়োনা—রাম রাম, দুগ্গা দুগ্গা, হরি হরি, ভয়ে মরি, পায় ধরি—আর চ'ক্ ঘুরিও না পিসিমা! রাম রাম, হরি হরি! এ তো চক্কর নয় পিসিমা! এ যে তোমার আপন্কাদ্দের নিজ বাড়ী—তোমার আপনার দাদার বাড়ী ঘর, এখানে ওসব কেন? এখানে সে মুত্তি কেন? দৈ পিসিমা, সাঁত দৈ—রাম রাম, হরি হরি, পায় ধরি, হায় মরি, রাম রাম—

কুটি। মর্ ড্যাক্রা অমন ক'রে ম'চ্চিস্ কেন? এত বড় আস্পদ্দা, যা মুখে আ'স্চে, তাই ব'ল্চিস্—আমি ডা'ন্! এত বড় বুকের পাটা, নচ্ছার পোঁটাচুন্নির বেটা!—

ভেকো। না, না, রাগ ক'রোনা—না তুমি না, না তুমি না—কৈ কে ব'ল্লে ডা'ন্ (স্বগত) রাম রাম, হরি হরি, কেঁপে মরি! (প্রকাশ্যে) কে ব'ল্লে? না, তুমি না—তা নাই হও পিসিমা—নাই যেন হও! (রাম রাম) তাই কেন বলনা! তা হ'লেই তো বাঁচি পিসিমা—তবে কিনা—তবে কিনা—

কুটি। তবে কিনা, কিরে ড্যাক্রা?

ভেকো। তবে কিনা যেতে চা'চ্ছিলে—তবে কেন সেই ভয়ানক সব্ব-নেশে চাতরে যেতে চা'চ্ছিলে? মোর যে এখনো বুক কাঁ'প্চে—এই দেখ ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্চে—এখনো যে ভয় ভাংচেনা—বিশ্বেস হ'চ্চেনা! ঐ যে জোর নিশ্বেস এখনো তোমার প'ড়্চে? (রাম রাম) সে মন্তর তো কেউ

কানে ঢেলে দেই নি ? (রাম, রাম) শুনিচি, একবার নাকি কানে গেলে আর ভোল্‌বার জো নেই ! (রাম, রাম) তবে নাকি ভোলে, যদি মুড়কীর সঙ্গে একটা অখাদ্যি খায়, নয় তো সাত দিন সাত র'ত্ ব'সে ব'সে কড়ি গোণে ! যদি পিসিমা, কানের এক কোণেও সে মন্তর কি মন্তরের ছিটে ফোঁটাও গিয়ে থাকে—গোসা ক'রোনা পিসিমা, মুই আপনার জন, পেটের সন্তান, ভালর তরেই ব'ল্‌চি—যদিই কোনো দৈব গতিকে তার বিন্দু বিসগ্‌গও কানে ঢুকে থাকে, তবে সেই তাই মাখানো মুড়কী খাও, নয় কড়ি গোণো, মুই মথুরার হাট থেকে ব'য়ে ব'য়ে এনে দেব—কাক পক্ষীও কেউ টের পাবেনা !

কুটি। শোন্ ভেকো, তোরে পষ্ট বলি, এ যদি আর কেউ হ'তো, এখুনি কেটে কুচি কুচি ক'ত্তেম—তুই নেহাত হাউড়ো ব'লে, আর তোর বাপ দাদা চিরকেলে নেমকের চাকর ব'লেই আ'জ্ রক্ষে পেলি—তাই এখনো তোর মুখ দেখ্‌ছি ! ভাল চা'স্ তো এখনো ক্ষ্যান্ত হ্ ব'ল্‌চি—এমন শক্তকথা মুখে আর আনিস্ নে—মনের কোণেও তা ভাবিস্ নে !

ভেকো। তা তো আ'ন্‌বোনা—ভা'ব্‌বোনা, কিন্তু পিসিমা, তবে কি ব'লে—যাদের নামে যমেরও জর আসে—তাদের চাতরে যেতে চাচ্ছিলে ?

কুটি। (স্বগত) না বোঝালে ছোঁড়া দেখ্‌চি ভয়ানক কুনাম রটাবে ! একে তো আমার নামে গোকুলময় ডঙ্কা বাজে, পায় পায় শত্তুর—গোল্লায় যা'ন, সব গোল্লায় যা'ন—মরেন কেবল আমার পেছনে নেগে—একে নোকে ছিদ্দির খুঁজে মরে, তার ওপর এই একটা কথা র'ট্‌লে কি আর ভিটেয় টেঁক্‌তে দেবে ?

ভেকো। রাম, রাম ! ও পিসিমা, ওই যে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি আওড়াচ্চো ? (রোদন) মোর যে ভয় করে—মোর মার যে আর কেউ নেই ! রাম রাম !

কুটি। আরে ছোঁড়া, চাতর নয়—সেখানে চাতর টাতর কিছুই হবে না—কেবল ভয় দেখিয়ে গুরুজনকে হটিয়ে দেবার তরেই পোড়ারমুখী ছুঁড়ীরে মিছে কথা রটিয়ে দিচ্ছে !

ভেকো। ছুঁড়ী কেন ? ছোঁড়ারা—রাখাল ছোঁড়ারা ব'ল্‌চে !

কুটি। ওরে ছোঁড়াদের মুখেই ছুঁড়ীরে রটাচ্চে—তার মানে কি না,

নোকে ভয় পেয়ে তার তিরসীমাতেও যাবেনা—তখন মজা ক'রে নিরাপদে রাস ক'র্ব্বে!

ভেকো। রাস কি পিসিমা?

কুটি। ঐ যে রে নন্দঘোষের একটা বিষম ঠেঁটা কেলে বেটা আছে, জানিস্‌নে?

ভেকো। জানি, বেস্ জানি—যার মোহন বাঁশী তোমার সিঁদুকে বেজেছিল, সেই তো? না, না, রাগ ক'রো না—আর ব'ল্‌বো না!

কুটি। ওরে সেই বাঁশীইতো সব্বনাশ ঘটাচ্চে—সেই বাঁশী শুনেইতো পাগল হ'য়ে প্রেমদাসী সেজে যত ছুঁড়ী ছুটে যায়—কুলে কালী ঢেলে তার সনে বনে বনে বেড়ায়—আমাদের কালামুখী বৌ তাদের সবার প্রধান!

ভেকো। কে? মোর মা? মা যে খুব সতী নক্কী গা?

কুটি। চল্—এখুনি স্বচক্ষে দেখ্‌বি কেমন সতী নক্কী! সেই কেলে ছোঁড়াকে মাঝে নিয়ে সেই সতী নক্কীর দল আ'জ্ কি একটা কাণ্ড কারখানা ক'র্ব্বে, তারেই তারা বলে "রাস"—আর আমি বলি সব্বনাশ—আর তুই ব'ল্‌চিস্ ডাইনের চাতর! ডাইনের চাতরই বটে! উঃ! ঝ্যাটা পেটা ক'রে যত ডাইনীর আর সেই ভূতো ছোঁড়ার মুখ থেঁতো ক'রে আ'স্‌তে পারি, তবেই এ দুঃখু ঘুচ্‌বে! আগে তো আড়াল থেকে দেখ্‌বো, তার পর যা মনে আছে ক'র্ব্বো! তাই তোরে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি—যা তুই শীগ্‌গির শীগ্‌গির গাই কটা দুয়ে আয়, কোঁচড় পূরে জলপান দেবো, খেতে খেতে সাথে যাবি, কোনো ভয় ডর নেই!

ভেকো। এতক্ষণ তা ভেঙে চূরে ব'ল্‌তে হয় পিসিমা, তা হ'লে কি চাতর চাতর ক'রে বুক্‌টো এত পাতর চাপা হ'তো? না, পিসিমা, আর এখন মোর ভয় ডর কিছুই নেই! বা! এ চাতর যে বেস মজার চাতর—এ চাতর দেখ্‌তেও খাসা, শুন্তেও খাসা! যাই কুন্‌কীকে নিয়েই গাই দুয়ে আসি!

[প্রস্থান।

কুটি। (স্বগত) আমিও যাই, দেখি যদি কাপুরুষ বোকা দাদাকে

একটু বুঝিয়ে পড়িয়ে তাতিয়ে রাগিয়ে তুলতে পারি! দেখি যদি আ'জকের রাতটেও কালামুখীকে আ'টকে রাখবার বুদ্ধি দিয়ে উঠতে পারি! (উৎকর্ণ) ঐ যে কালামুখী রাধার পোড়ারমুখী সখীরে ইরি মধ্যেই এসে জুটেচে—ঐ যে রাসের উল্লাসেরই গান হ'চ্চে—

নেপথ্যে গীত।

প্রকাশিত শশী, উদিত সুখ-নিশি, উল্লাসী কুঞ্জবাসী সকলে!
এস রাই রূপসি, সুবেশে সাজো আসি,
তব প্রত্যাশী আছে সব রাস-স্থলে,
সবে প্রফুল্ল, অতুল্য সুখে ভাসি;
দেখসে আসি সে রাস্-মণ্ডলে! ১!

যাই আগে, উল্লাসের মুখে পাঁশ দেব অকন!

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান-পুরী—শ্রীরাধার গৃহ।

[শ্রীরাধার সম্মুখে সজ্জা-হস্তে বিসখা উপস্থিত]

রাধা। সখি! সাজ্‌বার কথা ব'ল্‌ছো, কিন্তু তোমরা কি জাননা যে, অঙ্গরাগের দিগে—বেশভূষা সজ্জার দিগে কখনই আমার বিশেষ দৃষ্টি নাই?

[ললিতার প্রবেশ]

ললি। ওরে ভাই, বড়ই বিপদ—কমলে কণ্টক—বড় সাধে বড় প্রতিবন্ধক—সর্ব্বনাশী ননদী সর্ব্বনাশের ফাঁদ পেতেছে!

বিস। কেন কি ক'রেছে?

ললি। আ'স্‌ছিলেম, আড়াল থেকে শুন্তে পেলেম, ভেকোর সঙ্গে মাগী পরামর্শ আঁ'ট্‌ছে!

রাধা। ভেকোর সঙ্গে? ভেকোর সঙ্গে কি পরামর্শ?

ললি। সে নানান কথা, এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে, ঘরসন্ধানী ডাইনী রাসের সকল সন্ধানই পেয়েছে—ডাইনের চাতরের ছলও বুঝ্‌তে পেরেছে—ভেকোকে সঙ্গে নিয়ে রাসমণ্ডলে গিয়ে কি একটা কাণ্ড বাঁধাবে, তারির পরামর্শ আঁ'ট্‌লে! আমি তাতেও তত ভয় পাইনি, কেননা সেখানে আমরা দলে পুরু, আর সেই পুরুদল আ'জ্‌ যেরূপ মত্ত, তাতে আবাগী তথায় গে কি ক'ত্তে পারে? বরঞ্চ দেখা দিলে আস্ত শরীর নে আর ফির্‌তে হবে না—তা হ'লে তারে সশরীরে স্বর্গেই বা যেতে হয়! কুটিলেও এত বোকা নয় যে একা গিয়ে দেখা দিতে সাহস পাবে! বড় জোর আড়াল থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে উঁকি মেরে দেখে শুনে আ'স্‌বে; শেষে কা'ল প্রাতঃ সেই

কথা নে ব'কে ঝ'কে ঝকৃড়া ক'র্ব্বে! এই বৈ আর কি পা'র্ব্বে? তায় তত ভয় রাখিনে, ভয় ভাবনার কথা আর একটা!

বিস। কি সেটা?

ললি। তার দাদাকে লাগিয়ে ভাঙিয়ে রাগিয়ে দে রাধাকে আ'জ্ আ'টুকে রাখ্‌বার চেষ্টায় গেল!

রাধা। তার বা সাধ্য কি?

বিস। তা হ'লেই বাঁচি—ভয়ে প্রাণ উড়ে গিছ্‌লো!

রাধা। কোনো চিন্তা নাই সখি, কোনো চিন্তা নাই!

ললি। নাই বা কিসে? সত্যই যদি তার দাদা তোমায় ধর্ পাকড়্ ক'রে আ'টুকেই রাখে, তখন উপায়?

রাধা। উপায় দয়াময়! সখী বিসখাকে এই মাত্র ব'ল্‌ছিলেম, সজ্জায় আমার সাধ নাই, কিন্তু ঐ উপায়ের জন্যই আ'জ্ সজ্জার প্রয়োজন হ'চ্ছে! কিন্তু সখি, যে সাজ এনেছ, এ সাজ নয়—যাতে আ'জ্ আবার সেই গোলোকের মত সজ্জা হয়, তাই কর—অন্ততঃ মাথার মুকুট আর ছটা যেন সেইরূপ উজ্জ্বল ছটা দিতে পারে—সে সাজ মনে পড়ে কি?

[দূতীর প্রবেশ]

দূতী। পড়ে, পড়ে, ওদের পড়ে না, আমার মনে পড়ে—চল, আ'জ্ সেই সাজেই সাজাই—অনেক দিনের পর দেখে চক্ষু জুড়াই!

বিস। কিন্তু তেমন মুকুট আর ছটা কৈ?

দূতী। এক কর্ম্ম কর রাধে, খগপতিকে স্মরণ কর, গোলোক-সজ্জা এখনি এনে দেবে!

ললি। দূতী উত্তম ব্যবস্থা ব'লেছে—তবে রাধে আর বিলম্ব না, তাই কর—পক্ষিরাজ গরুড়কে স্মরণ কর, গোলোক হ'তে বসন ভূষণ আ'স্তে তার কতক্ষণ!

রাধা। তাই কর্ত্তব্য! (ধ্যানমগ্না)

ললি। দেখ দূতি দেখ, শ্রীঅঙ্গ হ'তে কি এক প্রকার আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ এখন বিকীর্ণ হ'চ্ছে!

দূতী। সখি! শুন ঐ পক্ষিরাজের পক্ষ-শব্দ! যে শব্দে ত্রিজগৎ নিস্তব্ধ —যেন প্রলয়ের মহা ঝড়—গাছ পালা ঘর বাড়ী মড়্ মড়্ ক'চ্ছে—স্মরণ মাত্রেই আ'স্‌ছে!

(শূন্যে গভীর ধ্বনি—কেন, মহাদেবি, এ দাসকে স্মরণ?)

রাধা। (ঊর্দ্ধমুখে) বৎস খগেন্দ্র! গোলোক-সজ্জার প্রয়োজন—কিন্তু বাছা শীঘ্র চাই—এখনি এনে পার্শ্বের গৃহে রক্ষা কর!

(শূন্যে—যে আজ্ঞে!)

দূতী। নিমেষে এলো, নিমেষে গেল, নিমেষেই আ'ন্‌বে!

রাধা। বঁধু কোথায়? কুঞ্জে কি দেখে এলে?

দূতী। তুমি না গেলে কি দেখা দেবেন? সময় হ'য়েছে—চাঁদ উঠেছে —আহা চাঁদের আ'জ্ কি শোভা! চল চল, গোলোকের সাজে সাজিয়ে এই বদন-চাঁদের প্রভা বাড়িয়ে, হৃদয়-চাঁদ ধর্ব্বার ফাঁদ পাতিগে!

সখীগণের গীত।

চল্ গো সব্ রসবতি, রসময়ী হ'য়ে!
রসময়্ রাস-নিলয়ে রসময়্ ল'য়ে!
রাসলীলার রস সুধা আশে, হায় কি রসে হৃদয় রসে,
চকোর যেমন রসে ভাসে, রসের চাঁদ পেয়ে! ১।
প্রেমের রসে ভেসে ভেসে, সুখের রসে হেসে হেসে,
বঁধুর পাশে ঘেঁসে ঘেঁসে, ম'জ্‌বো প্রাণ্ দিয়ে! ২।

দূতী। চল রাধে সাজাই গে—এতক্ষণে সজ্জা এসেছে!

রাধা। চল সাজিগে, কিন্তু বনে যাবার কিছু অপেক্ষা আছে!

ললি। অপেক্ষা! আবার অপেক্ষা কেন?

রাধা। বিদায় ল'য়ে যাব—

ললি। বিদায়! সেকি? কার কাছে?

রাধা। (সহাস্যে) কুলবতী স্ত্রীর পতির আদেশ ভিন্ন কি কোনো কাজ

আছে? পতির অনুমতি না নিলে কোনো ব্রতেই অধিকার নাই—আ'জ্ যে এই মহারাস ক'র্ত্তে যাচ্ছি, এ যে আমার মহা মহা ব্রত—এত বড় ব্রতে কি পতির অনুমতি চাই না?

ললি। (সহাস্যে) পতি তো জগৎপতি!

রাধা। তিনি তো অনন্যগতি—তবু এ জন্মে যে আয়ানও পতি!

ললি। হরিবোল হরি! ওকি কথা! এ সময় ও নাম কেন?

রাধা। ও নামের কারণ তো ব'ল্লেম, অনুমতি চাওয়া!

ললি। আয়ানের কাছে রাসের অনুমতি! বল কি শ্রীমতি! আগুনের কাছে জল চাওয়া!

রাধা। কেন সখি, আগুনের ধোঁয়াতেই তো জল—আমিও তাই পাব—সেই আগুনই আমায় আ'জ্ জল দেবেন! তাঁর কাছে যাব ব'লেই তো আ'জ্ গোলোকের সজ্জা, নৈলে গোকুলে গোলোক-সজ্জার ফল কি?

বিস। কি বলে ক্ষেপী, কিছুই যে বুঝ্তে নারি—হ্যাঁ দূতি, এ কথার ভাবখানা কি?

ললি। ভাবখানা আর কি—বুঝ্তে পা'চ্ছোনা? আয়ান ওঁরে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস ক'র্ত্তে অনুমতি দেবে, উনি সেই অনুমতি চাইতে যাবেন! ব'ল্ছেন শুন্লেনা, পতির আদেশ বৈ কুলস্ত্রীর কোনো কাজে অধিকার নাই—রাস ওঁর মহাব্রত, সে ব্রত আয়ান পতির অনুমতি ভিন্ন সিদ্ধ হবেনা, তাই পতিব্রতা ঠা'ক্রুণ সেজে গুজে পতির অনুমতি ভিক্ষায় যা'চ্ছেন! গিয়ে ভিক্ষে চেয়ে তো পতির অঙ্গ একেবারে জুড়িয়ে দেবেন! অবাক্! অবাক্! অবাক্ ক'র্লে যা হ'ক্! বেঁচে থা'ক্লে আরও কত দেখ্বো, কত শুন্বো!

বিস। নে, নে, এখন ঠাট্টা তামাসা ছেড়ে দে, ভাল লাগেনা! যখনকার যা, তখনকার তা, ঠাট্টার সময় অনেক আছে, এখন বিপদকালে একটু স্থির হও, ধীর হও, গম্ভীর হও, উপায় ঠাওরাও!

রাধা। তোমরা ঠাট্টা তামাসা যা কর সখি, আমি কিন্তু সত্যই বিদায় নিতে চ'ল্লেম!

ললি। সে তোমায় বিদায় দেবে?

রাধা। এই দেখনা, দেন্ কি না দেন্!

ললি। হ্যাঁ গা দূতি, রাই বল্লে কি—তুমি চুপ ক'রে রৈলে যে—আমরাই বা কোন্ মুখে কোন্ বুকে ওরে যেতে দিই?

দূতী। সে জন্য চিন্তা নাই—ওকি খুকী? ওকি আপনার ঘরের তত্ত্ব আর আপনার শক্তি সামর্থ্য আপনি বুঝ্‌তে পারে না? এত কালের পর এই গোকুলে আ'জ্ যখন গোলোকের রূপ ধ'চ্ছে, তখন অবিশ্যি নিগূঢ় আছে—ভেবো না—অবিশ্বাস ক'রোনা—মহাশক্তির শক্তির অতীত কি আছে?

রাধা। ভেবো না সখি, ভেবো না—দেখনা কি হয়—নিশ্চিন্ত থাকো, বিপদ-বারণ মধুসূদনকে স্মরণ কর, সব শুভ হবে! তোমরা একটু পরেই পথে গে দাঁড়াও, আমি যত শীঘ্র পারি কার্য্য শেষ ক'রে তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিল্‌বো! (দূতীর প্রতি) এস বৃন্দে, সজ্জা-গৃহে যাই, শীঘ্র সাজিয়ে দেবে এস—

[দূতীর সহিত রাধার প্রস্থান।

ললি। সখি, আর কি, এখন এস, মঙ্গলকামনায় সেই মঙ্গলময়কে ডাকি!

গীত।

লজ্জা-নিবারণ, হে রাধা-রঞ্জন, হরি বিপদ-ভঞ্জন!
ওহে কালশশি, বড় ভয় বাসি, রাধার লজ্জা আসি, কর বিমোচন!
ননদিনীর বাধায় হ'তে রাধা জয়ী,
পতিপাশে গতি করিতেছে অই;
আয়ান অনুমতি, দিলেই যায় দুর্গতি,
দিয়ে তায় সুমতি, পূরাও আকিঞ্চন! ১।
গোলোক-মাধুরী, ভূলোকে আ'জ্ ধরি,
গোকুল্ আলো করি, চলে ব্রজেশ্বরী,
রাসের তরেই হেন, অসাধ্য সাধন,
নিরাশা তায় যেন, হয় না সংঘটন! ২।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আয়ান-পুরী—আয়ানের গৃহদ্বারের বাহিরে।

[জটিলা ও জানকী উপস্থিত]

জান্‌। তুমি আমায় ডেকে পাঠালে ঠা'কুমা, তাই এলেম; নৈলে পিসিমার বচনগুলো হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে—দুঃখী ব'লে কি এতটা অপমান ক'ত্তে হয়? কি ঘেন্নার কথা, বলেন কি না বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা, নৈলে হাড়ী দে তাড়িয়ে দেব!

জটি। কিছু মনে করিস্‌নে ব'ন্‌, জানিস্‌ তো রাগী মানুষ, রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না—আমাকেই ধুয়ে দেয়! গুণের মধ্যে তখনি অম্নি রাগ প'ড়ে যায়, আর যেন সে মেয়ে নয়! তখন যদি কেউ উল্টে রাগ ক'রে দশটা বকে, তাতেও আর কথা কয় না!

[কুটিলার প্রবেশ]

কুটি। এই যে জান্‌কী, এয়েছিস্‌, বেস ক'রেছিস্‌—

জটি। না মা, ও আপ্‌নি আসিনি, আমি ডাকিয়ে এনেছি—তোমার ওপর ওর বড় অবিমান, আর কিছু যেন ব'লো না!

কুটি। কুট্‌কুটে বচন ছাড়ুক্‌, তা হ'লেই ন্যাটা চুকে যায়—

জান্‌। সাপের খোলস-ছাড়া আর আমার বচন-ঝাড়া এক দিনেই ঘুচ্‌বে! বছর বছর খোলস না ছা'ড়্‌লে সাপ যেমন বাঁচে না, অন্যায় দেখ্‌লে কুট্‌ ক'রে যা হয় একটা না ব'লে আমার মুখও থা'ক্তে পারে না!

কুটি। হ্যাঁ মা দাদা কোথায়?

জটি। ঐ যে তার ঘরে—

কুটি। কপাট বন্ধ যে—

জটি। বুঝি জপে ব'সেছে—

কুটি। জপে ব'সেছেন, তবেই হ'য়েছে, আমার যে বড় দরকার!

জটি। তবে একটু সবুর কর্—জানিস্‌তো জপ তপের সময় কারুর সঙ্গে কথা কয় না।

কুটি। আমার যে সবুর সবার কাজ নয়! নোকে বলে "সবুরে মেওয়া ফলে!" এ ছড়া যে বেঁধেছে, তার মুখে আগুন! আ'জ্‌কের সবুরে মেওয়া ফলা চুলোয় যা'ক্, বিষফলই যে ফ'লে ওঠে—

জান্। তবে নয় একবার দোরে ঘা মেরে দেখ—

কুটি। তাই করি—(দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত) কৈ সাড়াও নেই, শব্দও নেই, ঘরে যেন মানুষই নেই! (গবাক্ষে উঁকি) উঁ হুঁ হ'লোনা—বড়ই গোল দেখ্‌ছি—ঘরের মাঝখানে যোগাসনে ব'সে একেবারে থিরভাবে যোগ হ'চ্ছে—ওদিকে সব্বনাশ বাঁ'ধ্‌ছে, এখনো চেষ্টা পেলে থামানো যায়—এখনো বাড়ীর বাইরে যায়নি—এখনো আ'ট্‌কে রাখা যায়!

জটি। কথাটা কি? বৌর কথা?

কুটি। আর কার মুণ্ডু মাথা! আ'জ্ যে রাস—মহারাস—একেবারে মহা সব্বনাশ!

জান্। ঐ যে মা এই দিগেই আ'স্‌ছেন! আহা, মার আ'জ্ একি অদ্ভুত রূপ—চমৎকার সাজ গোজ—চমৎকার ভঙ্গী—এ দেখেও হায় দ্বেষ করে, দেশ মধ্যে এমন নোকও আছে!

কুটি। (খট্‌মটিয়া চাহিয়া) ঐ দেখ মা, জান্‌কী আবার ঠেস্ দে কথা কয়!

[রাধিকার প্রবেশ]

একি! সত্যি সত্যিই বৌ যে! এই রাত্তির কাল, এ সব সাজ গোজে সেজে এখন কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?

রাধা। কোথায়, তা কি দেখ্‌তে পা'চ্ছো না?

কুটি। দাদার ঘরে? একি আশ্চয্যি—পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠ্‌লো যে! চন্নেনের বাতাস মলয় পব্বত ছেড়ে সাগরে এলো যে! দাদা আ'জ্ উঠে কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেন, সেই ঘাটে পিত্যিই ধুতে ব'ল্‌বো! আ'জ্ সকালে উঠে কার মুখ দেখেছিলেন, তারে নয় ভোরের সময় দোরের গোড়ায় নিত্যিই দাঁড় করিয়ে রা'খ্‌বো!

জান্। কার মুখ দেখেছিলেন জানিনে ; কিন্তু নিত্যিই উঠে যাঁর মুখখানি দেখে থাকেন, তাঁর মুখ যে আ'জ্ দেখিন্ নি, তা জানি—কেননা, সে মুখ যাঁর, তিনি ভোরে আ'জ্ বাড়ী ছিলেন না !

কুটি। দেখ মা দেখ—দেখ একবার বুকের পাটাখানা কত বড় দেখ—যদ্দূর মুখ, তদ্দূর কথা—দেখ একবার ঠেসটা দেখ !

জটি। কৈ, কি ঠেস, কিছুই তো বুঝ্লেম না—

কুটি। বুঝ্লে না, আমি আ'জ্ ভোরে বাড়ী ছিলেম না, দাদা নিত্যিই উঠে আমার মুখ দেখেন, আ'জ্ দেখেন নি, তাই বৌ ঘরে এলো !

জটি। তুই বেরুলি ভোরে, বৌ এলো সাঁজে, এতে আর মন্দ কি হ'লো ?

কুটি। দূর মাগী সেকেলে নির্ব্বোধ বুড়ী—ঠেসের কথা একটাও বুঝে উঠ্তে পারে না—বুঝ্লে না, ঠেস দে আমায় অনামুখী বলা হ'লো—অন্য দিন দাদা এই অনামুখীর মুখ দেখেন ব'লেই বৌর চাঁদমুখখানি দেখ্তে পান্ না—আ'জ্ সেই অনামুখীর মুখ দেখেন নি ব'লেই এই সুমঙ্গল ঘ'ট্লো—বৌ ঘরে এলো ! আমি কি না ব'ল্লেম, দাদা আ'জ্ কার মুখ দেখেছিলেন—

জটি। তোমার বুঝি ওটা বৌকে ঠেস দেওয়া ?

কুটি। হ্যাঁ, তাতো স্বীকের ক'চ্ছি—আমি ননদ, আমাদের ননদ ভা'জে অবিশ্যি ঠেস ঠাস চ'ল্তে পারে ! ও কিনা চাক্‌রাণী হ'য়ে—হ'লোই নয় বড় গোচের চাক্‌রাণী—চাক্‌রাণী তো বটে ! আর হ'লেমই নয় আমি তোমার রাঁড় বেওয়া দুঃখিনী মেয়ে, তা ব'লে চাক্‌রাণী হ'য়ে আমাকে অনামুখী ব'ল্বে, এও কি সওয়া যায় ?

জটি। কে জানে মা, কত কালের পর হুড়্‌কো বৌ তোর ভেয়ের ঘরে এলো, দেখে কোথায় আমোদ ক'র্ব্বি, না কোঁদল কচ্‌কচি বাঁ'ধ্লো ! এই সাদা মাটা কথাটার ভেতর তোদের এত ঠেস ঠাস ! তোরা ঠেস ঠাস নে সুখ পা'স্ তো পেগে যা, আমি এতে থা'ক্তে চাইনে—আমরা বাপু সেকেলে মানুষ, অত শত বুঝে উঠ্তে পারিনে—বুঝ্তে চাইওনে !

জান্। ঠা'ক্‌মা, সে যা হ'ক্, মা রৈলেন দাঁড়িয়ে, তোমরা এখানে থা'ক্লে উনি কি বাবাকে ডা'ক্তে পারেন, না ঘরে যেতেই পারেন ?

জটি। তা বটে, চল্ চল্—আয় কুটি আয় মা—

কুটি। যাই—কিন্তু এবার দাদার ধ্যান গ্যান ভাঙে কি না, দেখে যাই!

জান্। তোমরা থা'ক্তে কি ধ্যান ভা'ংবে? তা হ'লে তুমি যখন চা'প্ড়ালে, তখনি ভা'ংতো! মার চাপড়ে আর তোমার চাপড়ে অনেক ভেন্ন পিসিমা! হয় তো মাকে চা'প্ড়াতেও হবে না—ইষ্টিদেব্‌তার আবির্ভাব সাধকেরা না দেখে না শুনে মনে মনেই অনুভব ক'র্ত্তে পারেন!

কুটি। বেটীর কথার ছিরি দেখ—বৌ বুঝি দাদার ইষ্টি-দেব্‌তা?

জান্। সতী স্ত্রী পতির কাছে দেব্‌তা বই কি!

কুটি। (সকোপে) অতটা বাড়া'স্‌নে জান্‌কি! যা মুখে আ'স্‌বে তাই ব'ল্‌বি, এত বড় আস্পদ্দা! কথায় কথায় শক্ত কথা—

জান্। ওমা আমি কোথায় যাব—কৈ কি শক্ত ব'ল্লেম?

কুটি। ব'ল্লিনে? সতী স্তিরি ব'ল্লি, আবার কি ব'ল্‌তে হয়? বৌ যেন না বুঝেই যার তার সঙ্গে বনে জঙ্গলে বেড়ায়, আর যত হিঁস্‌কুটে আবাগীরে যেন তার নামে যা তা রটায়, তাই ব'লে তুই ঘরের নোক হ'য়ে ঠেস দিবি! এ কথায় খালি কি বৌকে—আমাকে, মাকে, দাদাকে সব্বাইকেই ঠেস দেওয়া হ'লো—আমাকে আর মাকে, কেননা আমরা আট-কাইনে ব'লে; দাদাকে, কেননা, দাদা মারেন না, ধরেন না, সাজা দেন না, শাসন্ করেন না ব'লে! তোরে মানা ক'চ্ছি জান্‌কি, এমন ঠাট্টা আর জিবের আগাতেও আনিস্ নে!

জান্। আমি ঠাট্টা ক'রে থাকি তো চ'কের মাথা খাই! (সরোদনে) আমি আবার মাকে ঠাট্টা ক'র্ব্বো? মা সতী লক্ষ্মী কি না, তুমি তার কি জা'ন্‌বে—তুমিই ওঁরে মন্দ ভাব, সন্দ কর, আর ভালোতে মন্দ ঘ'টিয়ে তোলো, কিন্তু আমরা কেউ কখনো তা ভাবিনে—আমরা রাধা শ্যামকে যা জানি, তা যদি তুমি ঘুণাক্ষরে বুঝ্‌তে, তবে কখনই এত ঢোল-পেটা গোল হ'তো না—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!

জটি। থাম্ সব থাম্, আর না, অনেক হ'য়েছে, আয় জান্‌কি আয়—

[জান্‌কীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কুটি। (স্বগত অথচ রাধাকে শুনাইয়া) ব'ল্‌বে না তো কি—নোকের মুখে কি থাবা দে রাখা যায় ? মুখ পোড়াবার কাজ ক'ল্লেই নোকে মুখ পোড়ায়! এই সাজ আ'জ্ কিসের, তা কি আমি জানিনে! এতে যে "সতী" ব'লে নোকে মুখ পোড়াবে, তার আর আশ্চয্যি কি ? কি ব'ল্‌বো, দোর খোলা পেলেম না, নৈলে ভাল ক'রেই আ'জ্ কেষ্ট পাইয়ে দিতেম! বৌ মা'নুষের এত বড় বুকের পাটা, ভাতার নৈল ঘরে পোরা, ও কি না বাইরে যায় রাস ক'ত্তে! আবার ঠমক ক'রে আসা হ'য়েছে, যেন ভাতারের ঘরেই যা'চ্ছেন! মনে জানে জপের সময় এখন দোর খোলা পাবে না, এই ছুতোয় ফিরে গিয়ে (মৃদুস্বরে) উঁঃ! কি ব'ল্‌বোরে, পুরুষ হ'লো মেয়ের অদম! (স্বগত) যাই, ঐ আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখি। (পরিক্রমণ ও অন্তরালে অবস্থিতি)

রাধা। (স্বগত) সত্যই কি দ্বার মুক্ত পাব না ? অবশ্যই পাব—বিপদ-কাণ্ডারী হরি দাসীকে অবশ্যই দয়া ক'র্ব্বেন!

[দ্বারমোচন পূর্ব্বক দরদালানে আয়ানের প্রবেশ]

আয়া। আ! এই যে! যা ভা'ব্‌লেম তাই যে! হায়, আ'জ্ একি ভাগ্যবল—না চাইতেই মেঘের জল!—যেমন তেমন নয়, অমৃত-ধারা! আহা রাধে, তোমার সুধা-স্বর না শুনেই হৃদয় আমার, তোমার শুভোদয় অনুভব ক'রেছে, তাই জপ ছেড়ে উঠ্‌লেম, দ্বার মোচন ক'ল্লে'ম—একটু অপেক্ষা কর, সিংহাসন আনি! (পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ)

কুটি। (স্বগত) মুখে আগুন—মুখে আগুন! অমন মরদের মুখে লাখ বার জলন্ত আগুন! ছি, ছি, ছি, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, ব'ল্‌বো আর কি! মেগের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কৈতে হয়, হায় হায় বোকার রাজা তাও জানে না—সমবইসি পাঁচ পুরুষের মুখেও কি ডব্‌গা বয়েসে শোনে নি ? অবাক্ ক'ল্লে, ছি অবাক ক'ল্লে! যা হ'ক্, ছুঁড়ী এখন কি বলে, আড়ি পেতে শুন্তে হবে! কেমন ক'রেই বা শুনি—দরদালানেই বসা'লে—সুমুকে যাবার জো নেই! ঐ দিগ্ দে ঘুরে যাই, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবে না—পাশের জান্‌লায় কান দে দাঁড়াই গে! (পরিক্রমণ—গবাক্ষে স্থিতি)

আয়া। (সিংহাসন আনিয়া স্থাপন কালে) ব'সো ব'সো—দীনের কুটীরে দয়া ক'রে একবার এলে তো একটু ব'সো! এই রত্ন-সিংহাসনে ব'সো—এখানি তোমার তরেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছি! (বক্ষে মৃদু করাঘাত) এই পাপ-তাপ-ময় হৃদয়-সিংহাসন প্রস্তুত রা'খ্‌তে সাহস পাই না—কাজেই আত্মমত সেবার ব্যবস্থামতে ইইতেই বসাই—ব'সিয়ে চর্ম্ম-চক্ষে রূপ-মাধুরী দেখে জন্ম সফল করি—রাধে! সত্যই আ'জ্‌ অধম আয়ানের জন্ম কর্ম্ম সফল হ'লো—সাধনের ধন, সাধের রতন হাতে পেয়ে পূর্ব্ব-সাধন সিদ্ধ হ'লো!

কুটি। (স্বগত) ওমা, ছি, ছি, কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! জান্‌কী যা ব'লেছিল, সত্যিই যে তাই হ'লো—সত্যিই যে এ ইষ্টি ঠা'ক্‌রুণের আরাধনা! মা কেন এমন ছেলেকে নুন গিলিয়ে আঁতুড়েই খুন করে নি! পেটে যে এত গুণ, তাতো আগে জা'ন্তেম না! মাগ্‌কে নোকে সোয়াগ করে, আদর করে, যত্তন্‌ করে, এমন প্যাতন্‌পারা ছিষ্টিছাড়া দিষ্টিপোড়া গুরুভক্তি তো জন্মে কখনো শুনিনি! তায় আবার কি গুণের নারী! আর আর পোড়ার-মুখী তবু ঘরে যায়, কাছে শোয়, ঘরের মরদ না ঘুমুলে উঠে যেতে পারে না! এ তাও নয়, স্বোয়ামীর তিরসীমা মাড়ায় না—স্বোয়ামীকে পায় ঠেলে শিকেয় তুলে নাগর নিয়ে রা'ত্‌ কাটায়! উঁঃ! কি ব'ল্‌বো, হ'তেম আমি পুরুষ বাচ্ছা, আর দাদা হ'তো ছোট ভাই, তবে এক থাপ্পড়ে ওর দাঁতগুনো ভেঙে দে আক্কেল দিতেম—এম্নিতেই ইচ্ছে হ'চ্ছে, এক ঘা বসিয়ে দিই গে, যা থাকে কপালে!

(নেপথ্যে—ও কুটিলে, শীগ্‌গির আয়—কুটিলে কোথায় গেলি, শীগ্‌গির আয়, এঁড়ে তোর কেঁড়ে ভেঙে দিলে—সব দুধ প'ড়ে গেল!)

কুটি। (স্বগত) তবেই ছাই খেয়ো অকন—মায়ে ঝিয়ে পুন্নিমের উপোস ক'রে আছি, তা মাও খাবে ছাই, ঝিও তাই—যাই, দাঁড়াবার আর জো নেই—জ্ব'লে মলুম—জ্ব'লে মলুম!

[প্রস্থান।

আয়া। বুঝ্‌লেম রাধে, নিতান্তই আমার পূর্ব্ব জন্মের সাধন ছিল!

রাধা। (সহাস্যে) পূর্ব্ব জন্ম কি মনে পড়ে?

আয়া। আগে একটুও স্মরণ হ'তো না, আ'জ্ তোমায় দেখে অবধি আব্‌ছায়ার মতন পূর্ব্ব-কথা একটু একটু যেন মনে আ'স্‌ছে—তোমায় পেয়ে ঠিক যেন জেগে স্বপন দেখ্‌ছি—আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! হঠাৎ যেন আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠ্‌ছে—তুমিই যেন তার নব অরুণ—তুমিই যেন ফুটিয়ে দিচ্ছ! রাধে, সত্য বল, তুমি কে? আমার অন্তর জানে তুমি মহা-দেবী—কেন জানে তা জানি না—কিন্তু সে সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে আছে! এখন সেই স্থির অনুমান যেন মূর্ত্তিমান মহা-জ্ঞান রূপে প্রকাশমান হ'য়ে উঠ্‌ছে! রাধে, সত্যই কি তুমি মহা-শক্তি?

রাধা। (সহাস্যে) যদি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হ'য়ে থাকে, তবে সেই দৃষ্টিবলে ধ্যান ক'রেই কেন দেখ না!

আয়া। (ধ্যান) তাই তো বটে—এই তো দিব্যজ্ঞানের উদয় অনুভব হ'চ্ছে বটে! বুঝ্‌লেম্, তুমিই দিলে—এ জ্ঞান-চক্ষু তুমিই দিলে—তায় সন্দেহ আর নাই! দেখি, দেখি, ধ্যানে দেখি, তুমি কে? হা! একি দেখি! এ যে অপরূপ! ত্রিলোক যে দৃষ্টির আয়ত্ত! বিচিত্র দৃশ্য! অতি বিচিত্র! পবিত্র গোলোক ধামও দেখ্‌তে পা'চ্ছি—তা যে শূন্য! আহা, আমিই যে ধন্য! মহা-লক্ষ্মী কমলা যে রাধা রূপে আমার গৃহে—এই যে, এই পামরের সম্মুখেই উদয়!—অহো! কি ভাগ্য—কি ভাগ্য—কি আনন্দ! স্বয়ং গোলোকেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রূপে আমার জীবিতেশ্বরী! তবে কি আমিই সেই নারায়ণ? কৈ, না—দিব্যজ্ঞান তো তা দেখায় না! তবে তিনি কোথায়? এই যে দেখ্‌ছি ব্রজের মাঝে—নন্দের গৃহে—হা! এই যে রাখাল-বেশ—এই যে গোচারণ—এই যে যমুনাপুলিনে মোহন মুরলীধারী! আবার ও কি? বামে কে? হা এত দিনে ভ্রম ঘুচ্‌লো—রাধাকে আমার রাধা ব'লে নরাধমের ভ্রম ছিল! কিন্তু এতেও যে একটা বিষম সমস্যায় প'ড়্‌লেম—তবে কেন নারায়ণের বিশালাক্ষী পুরুষাধম আয়ানের অঙ্কলক্ষ্মী? যদিও অঙ্কলক্ষ্মী কেবল নামে, তথাপি কেন তাও হ'লো? বল বল প্রাণবল্লভে! সর্ব্বারাধ্যে! বল বল, কমলে, কি ছলে ব্রজমণ্ডলে এ লীলা—এ খেলা? বল বল, কি পুণ্য-বলে পাপ-পূর্ণ পাপিষ্ঠের ভবন ধন্য হ'লো? জ্ঞান দিলে তো পূর্ণ মাত্রায় দেও—অপূর্ণ রেখো না!

রাধা। ঐ জ্ঞানযোগেই ধ্যান ক'রে কেন দেখনা অন্য যুগে তুমি সিন্ধু-কূলের অরণ্যে কি ছিলে ?

আয়া। দেখ্তে পা'চ্ছি—এক ব্রাহ্মণ !

রাধা। কি ক'চ্ছি'লে ?

আয়া। তপ—তপ—কঠোর তপ—অতিশয় কঠোর তপস্যা !

রাধা। কার আরাধনা ?

আয়া। তোমার ?

রাধা। কত কাল ?

আয়া। প্রথম তো অযুত বর্ষ—

রাধা। সে তপের ফল ?

আয়া। পদ্মাসনা, পদ্মবর্ণা, পদ্ম-ধারিণী এক আশ্চর্য্য পদ্মিনীর আবির্ভাব !

রাধা। সে পদ্মিনী কে—চিন্তে পা'ল্লে ?

আয়া। তুমি ! তুমি ! স্বয়ং কমলা তুমি ! তুমি তথায় শুভাগমন ক'রেই "বরং বৃণু" এই মনোমোহিনী অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী বিকাশ ক'ল্লে !

রাধা। তুমি কি বর চাইলে ?

আয়া। হা এখন বুঝলেম্—আমি দুরাশয় পাপাধম, তোমায় মাতৃ-সম্বোধন না ক'রে তোমার সেই—বা তোমার (রাধার দেহ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এই অলোক-সামান্য অনুপম লাবণ্য দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে অসামান্য মূঢ়ের ন্যায় অনাসৃষ্টি কুদৃষ্টিতে দৃষ্টি ক'রে "লক্ষ্মী আমার অঙ্কলক্ষ্মী হও" ব'লে বর চাইলেম !

রাধা। পেলে ?

আয়া। না, তুমি মধুর হিত বাক্যে বুঝালে "রে পামর ! আমি নারায়ণী, জগজ্জননী, আমি কি নারায়ণ ভিন্ন অন্যের সহধর্ম্মিণী হ'তে পারি ? রে নির্ব্বোধ্ ! অন্য প্রার্থনা কর্, দেবত্ব ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত যা চা'স্ দিব !"

রাধা। তুমি সে প্রবোধ গ্রহণ ক'ল্লে ?

আয়া। না, মতিচ্ছন্ন দুর্ম্মতি আমি সেই বর ভিন্ন অন্য বর চাইনা ব'লে পুনর্ব্বার বার বার দূষিত দৃষ্টিতে তোমাকে দেখ্তে লা'গ্লেম ! তুমিও বারম্বার বুঝিয়ে অবশেষে নিরাশ-চিত্তে নিরুপায় হ'য়ে চ'লে গেলে !

রাধা। দেখ দেখি, তার পর তুমি কি ক'র্লে?

আয়া। আমি মনে মনে ব'ল্লেম্, যাওনা কেন, আমার তপঃ-বল থাকে তো আবার আ'ন্‌বো—আবার পাব! এই স্থির ক'রে পুনর্ব্বার বহু সহস্র বর্ষ অজস্র তপস্যায় ত্রিলোক তাপিত ক'রে তুল্লেম!

রাধা। তার ফল?

আয়া। আবার তুমি আ'স্‌তে বাধ্য হ'লে—আবার এসে সদয় ভাবে ব'ল্লে, "তোমার অসাধ্য সাধনে অস্থির হ'য়েছি, ক্ষান্ত হও, বর লও, ঘোর তপে সকল পাপে মুক্ত হ'য়েছ—দিব্য-দেহ পেয়েছ—পূর্ব্ব দুরভিপ্রায় অবশ্যই ত্যাগ ক'রেছ, অন্য অভীষ্ট বর যদৃচ্ছা চাও!"

রাধা। তুমি শুনে কি ব'ল্লে?

আয়া। তাই ব'ল্লেম—প্রথমে যা ব'লেছিলেম, বিনয় ক'রে আবার তাই ব'ল্লেম—তাই চাইলেম্! এমত কালে বীণাযোগে তোমার স্তুতি-গান গাইতে গাইতে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত!

রাধা। তার পর?

আয়া। আ! দিব্য-চক্ষে দিব্য দেখ্‌ছি, আমার কুবচন আকর্ণন ক'রে তোমার নলিন আনন তখন কি মলিন হ'লো! আহা মরি, নৈরাশ্য মাখা চন্দ্রাননে কিবা সলজ্জ ভাব! এমন যে প্রভাকরের প্রভা তুল্য শ্রীমুখের অতুল্য শোভা ছিল, সে মনোলোভা বিভা তখন বিলুপ্ত হ'য়ে গেল! কিন্তু রাহুগ্রস্ত শশধরের যেমন নব সৌন্দর্য্য, তোমার মালিন্য-মণ্ডিত মুখ বিধু-মণ্ডলে তেম্নি এক অভিনব সৌন্দর্য্য দৃষ্টি ক'রে আমি আরো অধীর হ'লেম—পতিত্ব লাভের সংকল্পটী আরো অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো! কিন্তু যা হবার নয়, তাও কি হয়? দেবর্ষির চাতুর্য্যে পতিত্ব পেলেম, নাও পেলেম! তিনি অনেক কষ্টে তোমায় বুঝিয়ে আমায় বুঝিয়ে যে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, তাই এই ঘ'টেছে—তাঁর ব্যবস্থামতেই বহু বহু জন্মের পর এই বৃন্দাবনে আমার সেই ভাগ্য-প্রসন্নতা ঘ'টেছে—তাঁর সেই ব্যবস্থায় অগত্যা তুমিও সম্মত হ'লে, আমিও সন্তুষ্ট হ'তে বাধিত হ'লেম—ভা'ব্‌লেম, ইন্দ্রিয়-তুষ্টি অতি তুচ্ছ পদার্থ—অতি জঘন্য—অতি সামান্য পাশব-বৃত্তির সার্থকতা মাত্র! স্বয়ং লক্ষ্মী যার অঙ্কলক্ষ্মী—নামেই বা হ'লো!—তার পক্ষে ইন্দ্রিয়ত্বই বা কি, আর

ইন্দ্রত্বই বা কি, সকলি অসার—ভূলোক, দ্যুলোক, ভবলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক পর্য্যন্ত সকলি তাব কবতলে!

রাধা। তবে তো এখন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সকলই তোমাব স্মবণ হ'লো, কিন্তু সেই ববদান-কালে আব একটী কথা যে ব'লে বেখেছিলেম, সেটীও ঐ ধ্যানযোগে মনে ক'রে দেখ—

আয়া। হাঁ, তাও দেখ্‌ছি—সর্ব্বশেষে তুমি ব'ল্লে "ব্রজলীলা-ছলে তোমাব পত্নী রূপে যখন বৃন্দাবনে বিবাজ ক'র্ব্বো, তখন সচ্চিদানন্দ গোলোকপতিও তথায় অধিষ্ঠিত হবেন্; মধুব বৃন্দাবনই আমাদেব গোলোক-ধাম হবে; তখন সেই বৃন্দাবনে আমাদেব যুগল-বিহার দেখে তুমি ঈর্ষাবশে স্বামীত্ব রূপ কোনো বাধা দানে সমর্থ হবে না!"

রাধা। ইটী তো তবে পবিস্কাব স্মবণ হ'চ্ছে?

আযা। হাঁ জীবিতেশ্ববি, তা হ'চ্ছে!

বাধা। তবে স্বামীত্ব স্বত্ব তুলে কোনো বাধা দানে তোমার শক্তি নাই?

আয়া। শক্তি তো নাইই—থা'ক্‌লেও যদি, তথাপি ইচ্ছা নাই! তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমাব যদৃচ্ছা, তুমি কব—এ অধীন ঐ চবণ-কমলে গুঞ্জনকারী ভ্রমব বৈ আর কিছুই না! তুমি দয়াতে আমাব ঘরে স্থিতি ক'রে এই পাপপুবীকে যে পবিত্র ক'চ্ছো—অসাধাবণ কারুণ্যগুণে প্রেয়সী ব'লে যে ডা'ক্‌তে দিচ্ছ—দিনান্তে অন্ততঃ দু একবাব মুখ-পদ্ম আব পাদপদ্ম দেখ্‌তে দিয়ে এ জন-জঘন্য ঘৃণ্য জীবনকে যে ধন্য ক'চ্ছো, আমি এত অবোধ অভাজন নই যে তাব চেয়ে অধিক দুরাকাঙ্ক্ষায় মত্ত হব! কেবল এইটী ক'বো, অন্তকালে একটীবার বা অন্তকালে অনন্তবার ঐ চরণে এই অধম অধীনকে স্থান দিও!

রাধা। তথাস্তু! তবে এখন বিদায় দেও—আ'জ্ শাবদীয়া মহা পূর্ণিমা—আ'জ্ আমাদের মহারাস—ত্রিভুবনময় মহা উল্লাস! কিন্তু ননদিনী কুসন্ত্রাস ক'রে মহা ত্রাস দিচ্ছেন—লোকতঃ আর মুনি-মন্ত্রে তুমি আমার পতি, তোমার অনুমতি হ'লে কারুকেই আব শঙ্কা থাকে না!

আয়া। কার সাধ্য তোমার কাজে কথা কয়? ব'ল্‌ছো অনুমতি! দাসানুদাসের কাছে অনুমতি চাওয়া রহস্য বটে! তুমি যেমন ত্রিসংসারের,

তেম্নি এ সংসারেরও হর্ত্রী, কর্ত্রী, সর্ব্ব-বিধাত্রী—তোমার ইচ্ছার উপর—তোমার কথার উপর—তোমার কার্য্যের উপর কথা কয়, কার সাধ্য? যাও, স্বচ্ছন্দে যাও—রাত্রি হ'লো, আর না! কেবল মাঝে মাঝে এম্নি বেশে এসে দেখা দে যেয়ো, তা হ'লেই হ'লো! চল, নয় আমিও সঙ্গে যাই—প্রহরী হ'য়ে রাস-স্থলে দিয়ে আসি গে! (উত্থান, কটিবন্ধন, যষ্টিগ্রহণ)

রাধা। না, না, তা যেতে হবে না—তা ভাল দেখাবে না—সঙ্গী, প্রহরী, কিছুরি আমার আবশ্যক নাই!

আয়া। যে আজ্ঞে! যথা অভিরুচি!

রাধা। (সহাস্যে) তবে আসি—

[প্রস্থান।

আয়া। আ! কি হাসি! (পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ)

[গৃহের বাহির-প্রাঙ্গণে কুটিলা ও জান্‌কীর প্রবেশ]

কুটি। কোথায় গেল? বেরিয়ে গেল নাকি?

জান্। কেন, তুমি কি দেখ্‌তে পেলে না? তোমার সা'ম্‌নে দিয়েই তো বাপের বেটী গড়্‌গড়িয়ে গজেন্দ্র-গমনে চ'লে গেলেন—কৈ, তুমি তো কিছুই ক'র্ত্তে পা'র্লে না! একবার যেন জিজ্ঞাসা ক'র্লে "কোথায় যাও?" তিনি উত্তরও দিলেন না—হয় তো শুন্তেই পান্‌নি!

কুটি। ওরে কি ব'ল্‌বো, দাদার তখন দোর খোলা পাইনি, পেলে আ'জ্ রাস টাস সব গোল্লায় দিতেম!

জান্। ঐ যে দোর খোলা র'য়েছে—এখনও তো মা বেশী দূরে যান্‌নি—সাধ্যি থাকে তো এখনো ফিরুতে পার!

কুটি। (দ্রুত গৃহাভিমুখে গিয়া উচ্চ রবে) ও দাদা! দাদা! বৌ যে বেরিয়ে গেল! (আরো উচ্চ রবে) ও দাদা, বৌ যে বেরিয়ে গেল! ও দাদা, এই রাত্তির কালে বৌ যে একা বেরিয়ে বনে যায়—

আয়া। কেন মিছে এক ঘেয়ে এঁড়ে গলায় চ্যাঁচাচ্ছিস্?

কুটি। বৌ যে বেরিয়ে গেল!

আয়া। যা'ক্!

কুটি। বল কি—ঘুমুচ্ছো নাকি? একবার দৌড়ে গে ধর না—কুলে কালী প'ড়্লো যে!

আয়া। পড়ুক!

কুটি। (স্বগত) নেসা ক'রেছে নাকি! (প্রকাশ্যে) বলি, কোথায় গেল, তা তো জান না?

আয়া। জানি!

কুটি। জা'ন্লে আর অমন ক'রে নাকে তেল দে ঘুমুতে না!

আয়া। জা'লাস্নে ব'ল্ছি!

কুটি। আ'জ্ যে ওদের রাস—সেই কেলোকে নে রাস ক'র্ব্বে!

আয়া। করুক!

কুটি। গালে যে চুণ কালী প'ড়্বে!

আয়া। পড়ুক!

কুটি। তোমায় ব'লে ক'য়ে গেল নাকি?

আয়া। গেল!

কুটি। কি ব'লে গেল?

জান্। হ্যাঁ গা পিসিমা! স্ত্রী পুরুষে কি বলা কওয়া হ'লো, তা আবার ছাই জা'ন্তে চা'চ্ছো কি? ছি ঘৃণার কথা—লজ্জার কথা!

কুটি। বলি, সব খুলে ব'লে গেল? শুনেও তুমি যেতে দিলে?

আয়া। দিলেম!

কুটি। (উঠানে আসিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া মেয়েলি মরা-কান্নার স্বরে ডাক ছাড়িয়া) ও বাবা! কোথায় রৈলে গো বাবা—একবার এসে দেখে যাও গো আ'জ্! ও বাবা, তোমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী প'ড়্লো গো বাবা—এ দুঃখু কারে আর কৈ গো বাবা! ও বাবা, মেয়ে হ'য়ে কত আর আগ্লাবো সাম্লাবো গো বাবা—পুরুষ যে মেয়ের অদম গো বাবা! তুমি যে কথায় কথায় ব'ল্তে গো বাবা! "মেয়ে মোর বেটা, আর বেটা মোর মেয়ে!" ঐ যে তোমার সেই মেয়ে-মুখো মেগের গোলাম কুলাঙ্গার বেটা গো বাবা!

[গৃহ হইতে কোঁৎকা-হস্তে বেগে আয়ানের প্রবেশ]

আয়া। আ ম'লো, তিষ্ঠুতে দিলে না—কেন অমন ক'রে এঁড়ে-কান্না কেঁদে ম'চ্ছিস—আবাগি! সর্ব্বনাশি!

কুটি। (পূর্ব্ববৎ স্বরে) ও বাবা, আমি মনের তাপ তুল্‌ছি গো বাবা—আমায় তেড়ে মা'র্ত্তে এলো গো বাবা! ও বাবা, এমন ষণ্ড এঁড়ে ছেড়ে দে গেছ গো বাবা—ঘেন্নায় জীউ যে আর রৈতে চায়না গো বাবা!

আয়া। ওট্ ব'ল্‌ছি—ঘরে চ'লে যা ব'ল্‌ছি, নৈলে এই কোঁৎকা ঝাড়ি—(প্রহারোদ্যত)

[বেগে জটিলার প্রবেশ]

জটি। (উভয় হস্তে আয়ানের উত্তোলিত হস্ত ধারণ) ছি বাবা, স্তিরিলোকের গায় হাত দিতে নেই বাবা!

আয়া। ও তবে উঠে ঘরে যা'ক্—

জটি। ওরে আমি নে যা'চ্ছি, যাও তুমি ঘরে যাও—

[আয়ানের প্রস্থান—গৃহ-দ্বার রোধ।

আয় মা, উঠে ঘরে আয়, আর ঢলাঢলি ক'রিস নে—আয়—(হস্তাকর্ষণ)

কুটি। (পূর্ব্ববৎস্বরে) ও বাবা! উল্টে আমিই দুষী হ'লেম গো বাবা—ধর্ম্মের এম্নি বিচের গো বাবা! ও বাবা, যার পেটে জন্ম দিছ্‌লে গো বাবা, সেই মাই ব'ল্‌ছে আমিই ঢলাচ্ছি গো বাবা! ও বাবা, কালনাগিনী বৌর দোষ কেউ ধরে না গো বাবা—যত দোষ আমারি গো বাবা!

জান্। তুমি অমন ক'রে মরা-কান্নার স্বরে ডাক্ ছেড়ে না চেঁচালে কি জানাজানি ঢলাঢলি হ'তো? না, পাড়ার লোক এমন ক'রে ছুটে আ'স্‌তো? ঐ চেয়ে দেখ, উঠোন পূরে গেল!

জটি। আয় মা আয়, আমার মাথা খা, ঘরে আয়—(হস্তাকর্ষণ)

কুটি। (উত্থান কালে মৃদুতর স্বরে) আর আমি ঘরে দোরে যাবনা গো মা, আমি যমুনায় আ'জ্ ডুবে ম'র্ব্বো!

জান্। যমুনাও তোমার সপক্ষ নয়, ঘোর বিপক্ষ, নৈলে তোমার বেলায়

সহস্র ঝারায় ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে প'ড়ে যায়, আর মার বেলায় একটী ফোটাও স'রে পড়ে না! তাই বলি, সে তোমায় কক্ষণোই ডুবাবে না—গর্ভে স্থানও দেবে না!

কুটি। (জটিলার আকর্ষণে গমন করিতে করিতে) দেখ দেখ মা, বেটি আমায় অসতী, আর বৌকে সতী ব'ল্‌ছে!

জান্‌। ও বাবা! ওকি কথা! সে দিন কুঁজী পিসীর কাছে এক্‌টু পানখাবার চুণ চেয়ে এম্নি বিপদে প'ড়েছিলেম!

(নেপথ্যে—কি বিপদ জান্‌কি?)

জান্‌। ওরে ভাই, যেই ব'লেছি, কুঁজি পিসি, এক্‌টু চুণ দেবে গা, অম্নি রেগে উঠে কেঁদে বলে কি "আমি বিধবা, আমার ঘরে চুণ! তবে যেন আমি পান খাই—তবে যেন আমি হবিষ্যি কবিনে—তবে যেন আমি অসতী—তবে যেন আমি দশ পুরুষকে ঘরে এনে পান খাওয়াই!" ওরে ভাই, এই ব'লে কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে পাড়া জড় ক'র্ল্লে! আমি অবাক্‌!

কুটি। দেখ মা, বেটীর দৃষ্টান্ত দেওযাটা দেখ—

জটি। আয় মা, ঘরে আয়, আ'জ্‌ আর না, আ'জ্‌ ঢের হ'য়েছে!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন।

[চম্পকলতার প্রবেশ]

চ, লতা। (স্বগত) এই তো সঙ্কেত স্থান, সেই মধুর নিধুবন!
কৈ প্রিয় সখীগণ? কারো যে নাই দরশন!

[চকিতার প্রবেশ]

চকি। এত ব্যস্ত কেন সখি?
সঙ্কেত মুরলী-ধ্বনি, এখনো তো হয় নি!

(নেপথ্যে বংশীরব)

চ, লতা। (করতালির সহিত) ঐ শুন, ঐ শুন, ঐ সে মুরলী,
মধুরবে সঙ্কেত জানায় লো!
"বেরো গো রাই চন্দ্রাননি, বেরো গো প্রিয় সঙ্গিনি!"
এই ব'লে কি সুধার তানে,
যত বাজে, ভাঁজে ভাঁজে, হৃদয় নাচায় লো!

[গাইতে গাইতে অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ ও সেই গানে সকলের যোগ]

গীত।

মোহন মুরলী গো সই, শুন ঐ বাজে! সখি, শুন, ঐ বাজে!
সঙ্কেত হ'লো, আর কি বলো, দেখ্‌তে চলো হৃদয়রাজে!
হায় কি মধুর বোলে, জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে,
সুধা ঢালে, পাষাণ গলে, ভুবন ভোলে, হৃদয় মজে! ১।

আর কি ধৈর্য্য সহে, আবেশে যে অঙ্গ দহে,
ঢেউ লেগেছে প্রেমের দহে, সাঁতার দিতে চল্‌গো সেজে ! ২।
আয় গো সহচরি, সবাই সবার গলা ধরি,
না'চ্‌তে না'চ্‌তে গমন করি, দেরি কি আর শুভ কাজে ! ৩।

[মদনলেখা ও চিত্রলেখার প্রবেশ]

উভয়ে। সখি, কি সুষমা আজ্‌ আহা মরি !
যত, প্রেমী জন-মনোলোভা, কিবা অভিনব শোভা,
দশ দিগে হেরি সহচরি !
আ'জ্‌, শ্রীরাধা-বল্লভ-রাসে, উল্লাসে জগৎ হাসে,
সুবেশে প্রকৃতি নিজে সাজে !
আ'জ্‌, শারদ পূর্ণিমা নিশি, নিরমল দশ দিশি,
পূর্ণ শশী তারকা সমাজে !
আহা, কি বিমল ধলো বেশে, আ'জ্‌ সে আকাশে এসে,
ধরণীরে করিছে ধবল !
আ'জ্‌, আরো যেন মুখে হাসি, আরো যেন সুখে ভাসি,
সুধা রাশি ঢালিছে কেবল !
কিবা, বিচিত্র নক্ষত্র ঘটা, পবিত্র মৃদুল ছটা—
বিমানে দর্শক যেন তারা !
আবার, মধ্য-পথ-দীপ্তি-কারী, জ্যোতির্ম্ময় দেহ-ধারী,
সারি সারি শূন্যে অই কারা ?
সখি, হেন হয় অনুভব, দেব ঋষি আসি সব,
বসিয়াছে মহা সভা করি !
তাই, গভীর দুন্দুভিধ্বনি, বিমানে বাজে সজনি,
সে নিনাদে মুগ্ধ তিন পুরী !
করি, রাগ মান মূর্ত্তিমান, গন্ধর্ব্বে গাইছে গান,
নাচিছে অপ্সরা প্রেমাকুল !

আ'জ্, মর্ত্ত্যে তেমি জলে স্থলে, সকলেই কুতূহলে,
রাসের উৎসবে অনুকূল!
যত, নদ নদী গিবি বন, কিবা আজু সুদর্শন,
নব বেশে রঞ্জিত সবাই!
যেন, আ'জ্ রে শবত সঙ্গে, সুখেব বসন্ত রঙ্গে,
রাজাই কবিছে এক ঠাঁই!
সখি, যে দিগে ফিবাই আঁখি, সকলি অপূর্ব্ব দেখি,
পল্লবিত শাখী গুল্ম লতা!
আ'জ্, সরসীতে সরসিজ, ত্যজিয়ে স্বভাব নিজ,
ভুলেছে হইতে প্রমুদিতা!
আবার, পতি সুখে প্রমোদিনী, ফুল্ল মুখে কুমুদিনী,
খুলে দেছে মধুর ভাণ্ডার!
দেখ, অতিথী মধুপগণে, পেয় মধু বিতরণে,
পরিতোষ করিছে সবাব!
তাদের, দেখা দেখি যত ফুল, রাধা কৃষ্ণ প্রেমাকুল,
দান ধর্ম্মে সবে মন দিল!
তারা, কালাকাল নাহি বাছে, অই দেখ গাছে গাছে,
অকালেই সকলে ফুটিল!
তাদের, দানাধ্যক্ষ সমীরণ, বিলায় সুরভি ধন,
মন্দ মন্দ শীতল বহিয়ে!
তাই, পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলি, কুঞ্জে কুঞ্জে যায় চলি,
ভুঞ্জে সুধা আসবে মাতিয়ে!
সখি, শুনি সে মধুর রব, তমালে কোকিল সব,
কুহু কুহু ডাকিয়া উঠিল!
তখন, শুনে সে স্বর পঞ্চম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
যত ছিল, সবাই মাতিল!
তারা, শাখী পরে মুদে আঁখি, স্বরে যেন সুধা মাখি,
যার যে কাকলি ছাড়ি দিল!

আহা, পাপিয়া বানিয়া বধূ,   কানে যেন ঢালে মধু,
বুলবুলি কি বুলি ছাড়িল!
কিবা, দ'য়েল বসাল হাঁকে,   চাতক চেঁচায় ঝাঁকে,
ভাব তার চমৎকার আজি!
থাকে, চির দিন উর্দ্ধমুখে,   আ'জ্ কিন্তু মহা সুখে,
অধোমুখে ডাকে বাগ ভাঁজি!
বুঝি, ভূমে দেখি ঘনশ্যামে,   ঘন ভ্রমে নব প্রেমে,
নব সুখে নত মুখ তার!
সখি, সুধু সে নহে একাকী,   অরণ্যে শিখিনী শিখী,
সেই রূপ তাদেরো ব্যাভার!
তাবা, জলদে করিয়ে তুচ্ছ,   নাচিছে ধরিয়ে পুচ্ছ,
শিরে গুচ্ছ কাঁপিছে সুন্দব!
যেন, পেখমে অযুত আঁখি,   আজি গো খুলেছে সখি,
নিরখিতে শ্যাম জলধর!
আবার্, তাদের নর্ত্তন দেখি,   নাচিছে খঞ্জন পাখী,
চকা চকী নাচে নদী কূলে!
তারা, দুই পারে দোঁহে বহে,   নিশাতে বিরহ সহে,
স্নেহে আ'জ্ মিলেছে তা ভুলে!
সখি, পাইয়ে রাসেব তত্ব,   প্রেমোল্লাসে হ'য়ে মত্ত,
কুঞ্জবাসী বিহরে কৌতুকে!
দেখ, কি ভঙ্গী! কুরঙ্গী নাচে,   কৃষ্ণসার ধায় পাছে,
গাছে লম্ফ দেয় কপি সুখে!
আবার্, কুঞ্জে যত পোষা পাখী, তারা আ'জ্ কি কৌতুকী,
সারী শুক ময়না কর্জ্জলী!
আর্, কাকাতুয়া চুরী টিয়া,   দেখ গো তাধিয়া ধিয়া,
নাচিয়া ডাকিছে কৃষ্ণ বলি!
আহা, পতঙ্গাদি পশু পাখী,   কৃষ্ণ সুখে এত সুখী,
আর সখি থাকিতে কি পারি?

চল, সঙ্গিনী সকলে মিলে, নেচে গেয়ে কুতূহলে,
অভিসারি আনি বংশীধারী!

চকি। (চ, লতার প্রতি) ওকি ভাই, তোর হাতে ও কি?

চ, লতা। ও ভাই এক জিনিষ!

চকি। কি জিনিষ ভাই? দেখি—

চ, লতা। এ ভাই একটী নূতন মোহন চূড়া এনেছি, রাসের সময় বঁধুকে পরাব!

চকি। আমিও ভাই এই নূতন পীতধড়া এনেছি!

চি, লেখা। আমি ভাই এই স্বর্ণ নূপুর দুগাছি এনেছি!

ম, লেখা। আমি ভাই তবে এই বালা, তাড়, কুণ্ডল আর মুক্তাহার দেব!

শ্যামা। আমি ভাই আর কিছু পারিনি, এই মোহন বনমালা আর গুঞ্জহার—

[একতারার বাদ্য সহিত গাইতে গাইতে কালিন্দীর প্রবেশ]

গীত।

সচন্দন তুলসী দল, এনেছি গো এই লও!
সচন্দন তুলসী দল,
দুখিনীর আর কি সম্বল?
অনাথিনী, কাঙালিনী, কোথা পাব অন্য সাজ!
দয়া ক'রে, আমার হ'য়ে, রাঙা পায়ে, দিও আজ্!
লও গো কেউ ধর ধর, দয়াবতী যদি হও!

চকি। কেন কালিন্দি, আমরা কেন, তুমি নিজে দিও!

কালি। ও কথা ব'লো না সখি, ও কথাটী ব'লো না!
হাতে হাতে শ্রীপদেতে দিতে আমি পা'র্ব্বোনা!
ভাল ক'রে কালো রূপটী দেখা আমার ঘটে না!
কাল রূপের আলো আমার, চ'কে ভালো সহে না!

হৃদয় মাঝে, বাঁকা সাজে, মনের চ'কে পাই দেখা!
চর্ম্ম চ'কে, রূপ্ ঝমকে, চেয়ে কি হায় যায় থাকা?
আড়াল থেকে, ধ্যানের চ'কে, যা দেখি, তায় সুখ পাকা!
সাম্‌নে গেলে, চ'কের্ জলে ভেসে যে সই হই বোকা!
(নৃত্য সহিত নেপথ্যাভিমুখে গমন করিতে করিতে)
একতারা তাই তারা মুদে দেখ্‌ত চায় হৃদয়সখা!
(বলে) প্রাণের চ'কে, ধ্যানের চ'কে, দেখাই তো পাকা দেখা!

[প্রস্থান।

চকি। (অঞ্জনীর প্রতি) ওলো, তুই এনেছিস্ কি?

অঞ্জ। আমি এনেছি (স্বীয় হৃদয়ে করাঘাত) এই—সুধুই এই—আর আমার কিছুই নেই—আছে কেবল এই—সুধুই এই হৃৎসিংহাসন!

সকলে। (ঐ রূপে আপন আপন হৃদয়ে করাঘাত) আমারও তবে তাই—আমারও তাই—

চকি। তবে খোলো, তবে পাতো, সবে হৃদয় সিংহাসন!
ঐ যে রাজার্ আগমন!
রাধা রাণীর সঙ্গে ঐ যে হৃদয়রাজার আগমন!

[ললিতা বিসখা ও দূতীর সহিত রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ]

সকলে। গাও সবে সুমঙ্গল!
বাজাও শাঁক্, বাজাও তবল!
বাজাও তূরী, বাজাও ঢোল!
কর মধুর গণ্ডগোল—
ছাড় জয় জয় রোল!

(উচ্চ রবে) রাধাকৃষ্ণকি জয়! রাসেশ্বরী-রাসবিহারী-কি জয়!

(রাধাকৃষ্ণকে কদম্ব তলে দাঁড় করাইয়া)

গীত।

সখি লো, আহা একি লো, আ'জ্ দেখিলো কদম্ তলে!
নিরখি আঁখি ভুলিল, মন্ মজিল সুখ্ সলিলে!

শ্যামের বামে কমলিনী, নিত্যই তো দেখি সজনি,
আ'জ্ যেন নীলকান্তমণি লো, মিলেছে সোণার্ কমলে ! ১।
গোরো অঙ্গে চিকণ কালো, যুগলরূপে বিপিন আলো,
কালো চাঁদ কিরণ দেয় ভালো, লো,
মিলে রাই-চাঁদের মণ্ডলে ! ২।

কৃষ্ণ। না সখি, রাই-চাঁদের মণ্ডলে আমি চকোর বৈ আর কিছুই নই, তোমরা ভালবাস ব'লেই কাল অঙ্গে আলো দেখ্‌তে পাও—তোমাদের রাধাই আমার সব !

গীত।

হৃদয়-মন্দিরে রাধা সদা প্রেমেশ্বরী !
ও তাই, সুধা মাখা রাধা নামে সাধা মোর বাঁশরী !
রাধা আমার অঙ্গ আধা, রাধার প্রেমে আছি বাঁধা,
আমি সর্ব্বদা—থাকি আমি সর্ব্বদা !
(আমার রাধা ভিন্ন, নাহি অন্য, রাধাই পরম ধন !)
(মীনের বারি যেমন আমার তেমন, রাধাতেই জীবন !)
(ও সই, জাগ্রত স্বপনে সদা সাধনের সেই ধন !)
রাই পদ্মিনী আমি ভৃঙ্গ, রাই লাবণ্য আমি অঙ্গ,
তিলেক ছাড়া হ'লে সঙ্গ, বাঁচেনা জীবন—
আমার বাঁচেনা জীবন !
রাধারূপ বিনে ভুবনে সকল আঁধার হেরি ! ১।

চকি। আ'জ্ তা হবে না—তা হবে না—কখনই তা হবে না !
চ, লতা। কি হবে না—কি হবে না—কি হবে না লো ?
চকি। একা রাধা পাবে না—বাঁকা আ'জ্, একাই তার হবে না লো !

চ, লতা। সত্য বটে, তাই বটে—সমভাগ—আ'জ্ সমভাগ—আ'জ্ থেকে শ্যাম সবারি সমান!

দূতী। ওরে পাগ্‌লীরে! কেমন্ ক'রে ভাগ ক'র্ব্বি, তা বল্?

চকি। তুমি গিন্নি, সিন্নি বাঁটো—গিন্নি হওয়া অন্নি নয়!

দূতী। ওরে, এ তো কাটবার্‌ও নয়—ছাটবার্‌ও নয়—কাজেই টুক্‌রো ক'রে বাঁট্‌বার্‌ও নয়—তবে কি ক'রে আমি বাঁট্‌বো লো? পারিস্ তো তোরা ধর্—যে অংশ যে ধ'র্ত্তে পারিস্, তাই ধর্—যে অংশ যে নিতে পারিস্, নে—

ম, লেখা। আমি ধ'র্ব্বো হাত!

দূতী। তবেই তো ঘোর উৎপাত! তুমি একা একখানি হাত নিলে, তবে এত শত শত সখীর তরে আর থাকে কি? তা হবেনা, আঙুলের একটী পর্ব্ব মাত্র পাবে—তাতেও সমান ভাগে সবার ভাগ্যে কুলায় কি না, ভা'ব্‌ছি! প্রতি হাতে পাঁচটী ক'রে দশ আঙুল বৈতো না—পর্ব্ব হলো ত্রিশ!

ললি। ত্রিশটীই বা কৈ? বুড়ো আঙুলে এই দেখ দুটো বৈ নয়!

দূতী। ভাল, নয় আটাশ্ জনের হ'লো—পায়ের আঙুলেও নয়, জন কুড়িকে ধ'ল্লে, তার পর কি হয়? (চিত্রলেখার প্রতি) তুই নিবি কি লো?

চি, লেখা। আমি ধ'র্ব্বো কোমর!

দূতী। সরু দেখে নাকি?—কোমরটী কি সব?

চি, লেখা। সব না তো কি? আমি কোমরটী জড়িয়ে থা'ক্‌বো!

চ, লতা। আমি চাই পা—পা খানি জড়িয়ে থা'ক্‌বো!

চকি। দূতি! ও ব'ল্‌ছে পা খানি, তবে আর একখানি বাকী, আমি সেই খানি ধ'র্ব্বো—সেই খানি জড়িয়ে প'ড়ে থা'ক্‌বো!

দূতী। ভাল হ'লো, বঁধুর আর চলৎশক্তি থা'ক্‌লো না—দু পাই বাঁধা!

ললি। আবার কোমরও বাঁধা, পাশ ফের্ব্বারও জো নেই!

শ্যামা। আমি চাই বুক!

দূতী। এ যে বড়ই সুখ! বুক ছুঁয়ে, না বুকে প'ড়ে থা'ক্‌বি?

শ্যামা। আমার জিনিষ, আমি যা ইচ্ছে তাই ক'র্ব্বো!

চ, লতা। আমি চাই পদ্ম-পলাশ আঁখি!

দূতী। চ'ক্ নিয়ে কি ক'র্ব্বি লো? চ'কে আঙুল দে রা'খ্‌বি নাকি?

চ, লতা। কেন, আমাকেই কেবল দেখ্‌বেন, অন্য কোনো দিগেই চাইতে পা'র্ব্বেন না!

দূতী। তবে একটা নিয়েই তুষ্ট হ—আর একটা থা'ক্‌লে তবু করুণার দৃষ্টিতে সৃষ্টি বাঁ'চ্‌বে! নৈলে সব যে জ্ব'লে পুড়ে যাবে রে!

বিস। সে প্রেম-সুধা-মাখা দৃষ্টি নৈলে আমরাই বা বাঁ'চ্‌বো কিসে?

ললি। সুধু কি তাই? একটা চ'ক্ গেলে তো কাণা হয়—নিদেন এক বেগো দৃষ্টি, তা হ'লেই তো টেরা বলে—আমরা সে টেরা চ'কের ঢেরা দৃষ্টি চাইনে—ওলো বঁধুর চ'ক্ থা'ক্‌বে সবারি—চ'ক্ কেউ পাবে না!

চ, লতা। তবে চাই কান!

দূতী। এইবার আসলে দিলি টান!—কান নিয়ে কি ক'র্ব্বি? কান ভাঙাভাঙি?

চ, লতা। কেবলি তাতে প্রেম কথা ঢা'ল্‌বো!

চকি। আমি তবে চাই অন্য কান!

দূতী। তবেই বঁধুর যাবে প্রাণ! এক কানে প্রেম, আর কানে বিষ, দুটোয় মিলে হবে বিষ—ইস্!

ললি। না দূতি, চ'কের মতন কানও কেউ পাবে না—সবারি সাধের কথা আছে—সবারি প্রেমতত্ত্ব আছে—শোনাতে সবাই চায়!

চ, লতা। চ'ক্ পেলেম না, কান পেলেম না, তবে মধুর অধর দুখানি—

দূতী। একাই দুখানি?

চকি। না, না, ওর হ'ক্ উপরের ওষ্ঠ—আমি অধরেই তুষ্ট!

ললি। ওরে আমার আদর রে—অধর গেল, ওষ্ঠ গেল, মোহনবাঁশী বাজানোও তবে উঠে চ'ল্লো—সাধ দেখে যে আর বাঁচিনে! স্পষ্ট কথা বলি শোন; চ'ক্, মুখ, কান, এ তিনটী কেউ পাবে না—নিতে হয় তো নিগে যা নাক আর গাল!

চ, লতা। নাক নিয়ে কি ক'র্ব্বো লো?

ললি। কি ক'র্ব্বি তা তুই জানিস—তোর পদ্ম মুখের পদ্ম-গন্ধময় ফুঁ ফুকে ফুকে দিবি!

বিস। আর তামাক-পোড়ার গন্ধে বঁধু অম্নি প্যাঁচর্ প্যাঁচর্ ক'রে মধুর হাঁচি গুলিন হাঁ'চ্‌বেন! আর তুই "জীব জীব" ব'লে কল্যাণ কামনা ক'র্ব্বি!

(সকলের হাস্য)

চকি। ভাল, নাক নিয়ে যেন ঐ হ'লো, গাল নিয়ে কি ক'র্ব্বে?

ললি। কেন, পাকা তাল আর গাল নিয়ে কি ক'র্ত্তে হয়, জানিস্ নে? বুড়ীরে ব'সে ব'সে তালের নুড়ি চোষে দেখিস্ নি?

চকি। সে যা হ'ক্ ভাই, আমার বেশী আশা কিছুই নাই—আমি চাই কেবল শ্রীঅঙ্গ!

দূতী। সব্‌টা? (সহাস্যে) অতি ক্ষুদ্র আশা বটে! ভাল, শ্রীঅঙ্গ নে ক'র্ব্বি কি?

চকি। কেন, নাওয়াব ধোয়াব; খাওয়াব পরাব; সাজাব গোজাব; বসাব শোয়াব; আর ব'সে ব'সে প্রাণ ভ'রে কেবল দেখ্‌বো!

চ, লতা। আর ব'ল্লিনে, নাচাব খেলাব, ড'ল্‌বো ডলাবো?

চকি। হঁা, তাও কোন্ না ক'র্ব্বো!

ম, লেখা। আর ব'ল্লিনে মা'জ্‌বো ঘ'স্‌বো, তুল্‌বো পা'ড়্‌বো, পেট্রা পূরে রা'খ্‌বো—

চকি। হ্যাঁ তাও ক'র্ব্বো! আবার দরকার মত গয়না ক'রেও গায় প'র্ব্বো!

[কালিন্দীর প্রবেশ ও একতারার সঙ্গে]

গীত।

তারে প'র্ব্বো সই, ক'রে গায় অলঙ্কার!
কালা মোর গলায় দোলা, মুক্তোর মালা, পৈঁছে পলা,
ও লো সই! কান্-বালা আর কণ্ঠ-হার!
কালা মোর বীরবৌলী, চাবি শিক্‌লি, গোট্ মাদুলি, চন্দ্রহার!
কালা আমার, আম্‌লা তেল মাথার!
কালা আমার, কুম্‌কুম্ চন্দন্ গার!

মালা। আমার, মাজন মিশি, ফিতে ঘুন্সি।
কি রসের বসকলি সে আমার! ১।
[প্রস্থান।

চক্রি। বাঃ। ঠিক যেন আমাব মনেব ভাব কেডে নিয়ে গেয়ে গেল।

দূতী। তাতো হ'লো, তোমাদেব আব কাবো কোনো কথা আছে কি?

অঞ্জনী। আছে, আছে আমাব আছে—সবাবি হ'লো, আমাব বাকী?—

বিস। ওরে, কেন কবিস্ মিছে গোল—আমাব কথা শোন—নামে কাজ কি? শ্যামে কাজ কি? প্রেমে দেনা টান—হবে সবাব ভাগ সমান—কেউ ক'র্ব্বেনা মান, কেউ হবে না ম্লান,

সমান ভাগে সবাই তাতে জুড়াবি পবাণ।
শ্যামেব আছে প্রেমেব সুধা সমুদ্র সমান।
সবাই পাবি, সবাই খাবি জুডাবি পবাণ—
তবু খ'সবে না সেই সুধা সিন্ধুব, এক্ বিন্দু প্রমাণ।

আমার মনেব কথা শোন্ বলি—আয়তো ললিতে গাই—

গীত।

আর, চাইনে কিছু, চাইনে কিছু, প্রেম-চাতকিনী।
যা চাবার, তা জানেন আমার শ্যাম গুণমণি!
সজল জলদ রূপে নটবর,
উদয় হইয়ে, হৃদয-অম্বর,
প্রেম-সুধা-ধারা দানে নিরন্তর,
জুড়ান যেন অন্তর খানি! ১।
গোকুল-বাসিনী যত চাতকিনী,
সম-ভাবে সবে প্রেম-পিপাসিনী,
সমান ভাগে তাই, সে সুধা এখনি,
বাঁটিয়ে লব সজনি! ২।

চ, লতা। আমোদ ক'চ্ছো কি, ও দিগে কি কাণ্ড দেখ—কৈ কৈ? কৈ সে সজল জলধর কৈ? কৈ সে নটবর কৈ? কৈ সে সুধার আধার কৈ? আর কি বেঁটে নেবে? কদম্বতলা যে শূন্য!

ললি। শূন্য! সে কি? (চতুর্দ্দিগে সোৎসুক চাহিতে চাহিতে) বটেই তো— কৈ বঁধু কোথায়? কোনো খানেই যে দেখিনে—রাধাই বা কৈ?

চ, লতা। অদৃশ্য! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য! অন্তর্দ্ধান! আশ্চর্য্য অন্তর্দ্ধান!

বিস। তাই তো—এর তাৎপর্য্য কি? হ্যাঁ দূতি?

দূতী। তোরা জানিস্ নে কোথায় গেল—কেন গেল? তোরা অনেকেই তো ঘিরে ছিলি?

ললি ও বিস। আমরা না—আমরা যে গান গাচ্ছিলেম—

চকি ও চ, লতা। আমরাও না—আমরা যে মালা গাঁথ্‌ছিলেম!

শ্যামা। আমিও না, আমি যে বঁধুর রাঙাচরণ দুখানির আশ্চর্য্য মাধুরী দেখ্‌ছিলেম—

দূতী। চরণ দেখ্‌ছিলি, তা সে চরণ কোথায় গেল, দেখ্‌লি নে?

ললি। তায় আবার এক আদ্‌খানি নয়—চা'র্ চা'র্ খানি চরণ!

শ্যামা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবার খানি কেবল চ'ক্ বুজেছিলেম, বলি দেখি, চ'ক্ বুজেও তেম্নি দেখ্‌তে পাই কি না—অন্য দিনে পাই, আ'জ্ হায় তাও পেলেম না—তাই আবার চ'ক্ খুল্লেম, খুলেই দেখি, আর নেই!

দূতী। আ'জ্ সব অহঙ্কারে মত্ত—ভাগ ভাগ ক'রেই উন্মত্ত—আ'জ্ আর চ'ক্ বুজে দেখ্‌তে পাবি কেন! ওরে নিষ্পাপ নির্ম্মল হৃদয় না হ'লে কি চরণ ধন ধ্যানে পায়? এখানে আ'জ্ এসে অবধিই দেখ্‌ছি, সকলের মনেই যেন এই একটা অহঙ্কার হ'য়েছে "আমরাও যা, রাধাও তা—রাধাই বা কেন রাসেশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরী, বঁধুর প্রাণেশ্বরী, প্রেমেশ্বরী হবে?" কেমন, এই গর্ব্বে পর্ব্বে পর্ব্বে সর্ব্ব হৃদয় ফুলে উঠেছিল কি না, সত্যি ক'রে বল্ দেখি! ওরে মন্দভাগিনি অবোধ গোপকন্যাগণ! তোরা এত দিন সঙ্গলাভ ক'রেও ত্রিলোকস্বামী ত্রিভঙ্গের তিল মাত্র মাহাত্ম্য-ভাব বুঝ্‌তে পা'ল্লিনে! শ্রীহরির অঙ্গ-আধারূপিণী সর্ব্বারাধ্যে অনাদ্যে রাধাকেও অনুমাত্র চিন্তে পা'ল্লিনে! তাঁরা অপার দয়ার আধার—দয়াগুণে দাসী ক'রে রেখেছেন ব'লে দর্পান্ধ হ'য়ে

সমভাগী হ'তে চা'স্! ওরে, দর্পে কি দর্পহারী হরি বশ হবার? কেবলই নির্ব্বিকার, নিরহঙ্কার, অবনত, প্রশান্ত প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই তিনি বশীভূত হবার নন! সে কথা বার বার নিত্যই তোদের ব'লে আ'স্ছি, তবু সচঞ্চল অবোধ দল প্রবল রিষানল বশে কেবল গর্ব্ব ভরেই সর্ব্বনাশ বাঁধায়—হায় হায় কি হবে!

সকলে। কি হবে, দূতী, তবে কি হবে—উপায় কি হবে?

বিস। হায় কোথায় যাই, কি করি, কিসে আবার পাই? প্রাণ যে যায়, দূতি, প্রাণ যে ফেটে যায়—এ সময় উঃ! এ দারুণ বিচ্ছেদ যে সয়না!

সকলে। হা কৃষ্ণ! হা গোপীনাথ! হা হৃদয়নাথ! কোথায় গেলে?

গীত।

একবার, দেখা দেও, ওহে দয়াময়্!
তুমি গোপীর জীবন, হে রাধা-রঞ্জন,
তবে কেন হায়, সেই গোপীকায়্, আ'জ্ নিরদয়?
শুনে বংশীরব, এলেম সব, রাসোৎসব আশাতে, হে!
সাধি সে সাধে বাদ, হে কালাচাঁদ,
(আহামরি, হরি কি করিলে?) (এমন হরিষে বিষাদ ঘটালে!)
প্রেম-দাসীদের দহিলে হৃদয়! ১।
এস এস শ্যাম, গুণধাম, মনস্কাম পূরাতে, হে!
পদে অপরাধী, থাকি যদি,
(লঘু দোষে এমন উচিত নয় হে!)
(এত নিদারুণ কি হ'তে হয় হে!)
প্রেমাধিনী জেনে হও সদয়! ২।

ললি। হায়, সখি, রাধার মনেও কি এই ছিল? রেয়ের কি এই উচিত হ'লো? আমরা অবোধ হই, অশান্ত হই, চঞ্চল হই, দর্পান্ধ হই, যা হই,

কিন্তু অধিনী—প্রেমাধিনী—নিতান্তই প্রেমাধিনী! গরব করি, তাও তাঁদের গরবে! তেজ করি, তাও তাঁদের তেজে! আমরা যে দূতি তাঁদেরি!

চ, লতা। হা কিশোরি! হা ব্রজেশ্বরি! হা রাধে! কোথায় গেলে? কেন অদর্শন হ'লে? এমন সুখের নিশি কেনই বা এমন দুখের ক'র্ল্লে? হায়, কেন লুকালে? এমন সময় বঁধুকে নে কেন অন্তর হ'লে? নিকটে যদি লুকিয়ে থাক, তো এখনি দেখা দেও—বিলম্ব যে সয়না! তোমার ছায়া রূপিণী সখীরা যে প্রাণে মরে!

বিস। হায়, এমন সময় কৃষ্ণবিচ্ছেদ নিতান্তই অসহ্য! হা বৃকভানুনন্দিনি! আমরা না তোমার জন্মসখী! আমাদের চিরজীবনের এত সেবা, এত সাধ, এত আশা, এত আনন্দ—সব কি ভেসে গেল? এই মহারাস, এতেও নিরাশ! এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এতটা পরিশ্রম, এতটা উল্লাস, এতটা উৎসাহ সব বৃথা ক'র্ল্লে—সব বিরাগে ফেল্লে! হায় কি ক'র্ল্লে—কি ক'র্ল্লে! ঘোর নৈরাশ্যে ডুবালে—নিতান্তই বঞ্চনা আর বঞ্চিতা ক'র্ল্লে! বঞ্চনার কি আর পাত্র পেলে না? যারা, তুমি হাঁ'ট্‌লে ব্যথা পায়—তোমার একটু মাত্র সামান্য অসুখেও যাদের বুক ফেটে যায়, তাদের সুখ দুখ একটুও ভা'ব্‌লে না—তাদের মুখ একটুও চাইলে না! সত্যই কি আর দেখা পাব না—তখন কি ব'লে মুখ দেখাবে?

ললি। সখি রে! মুখ চেয়ে আর কি হবে—সুখ চেয়ে আর কি হবে—জন্মের শোধ, শোধ বোধ হ'লো—সকল সাধ, সকল আহ্লাদ, সকল আশা ভরসাই ফুরালো! স্বপ্নেও কখনো যা ভাবিনি—কল্পনার কোণেও যা হ'তে পারে ব'লে জানিনি, তাই আ'জ্‌ হ'লো! তা হ'লো তো বেসই হ'লো—গুরুগঞ্জনা ছুঁড়ে ফেলা—স্বামীকে বঞ্চনা করা—সন্তান-বাৎসল্য ভুলে যাওয়া, সকল দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফলই আ'জ্‌ হাতে হাতে ফ'ল্‌লো—এক দিনে বিষফল একেবারেই পেকে উঠ্‌লো! তা হ'ক্‌, তায় আর ক্ষতি কি—মরণের চেয়ে আর গা'ল্‌ কি? যাদের তরে সকল ত্যাগ, তারাই যখন বিনা দোষে ত্যাগ ক'র্ল্লে, তখন এ ঘৃণায় কি প্রাণ আর এক তিলও রাখা যায়? ধিক্‌জীবনে প্রাণ থা'ক্তে ইচ্ছা ক'র্ল্লেও আমরা তারে আর থা'ক্তে দিব না—এস, এস, প্রাণসখীগণ, আ'জ্‌ এই সংকল্প শক্ত ক'রে হৃদে বেঁধে চল, প্রথমে একবার

খুঁজে দেখি গে—চল, কুঞ্জে কুঞ্জে, বনে বনে, পুলিনে পুলিনে, গিরি গুহায়, সর্ব্বস্থানেই আতি আতি, পাতি পাতি, সারা রা'ত্ খুঁজে দেখি গে—না পাইতো নিশার অবসানের সঙ্গেই জীবনের অবসান! কলনাদিনী কালিন্দীর কাল জলে সেই যুগল রূপ, ধ্যানের চ'কে দেখ্তে দেখ্তে ঝাঁপ দিব—

গীত।

সই, ফিরে ঘরে আর নাহি যাব—যমুনাতে ঝাঁপ দিব গো!
প্রাণ ত্যজিব, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে—
আমরা আর এ প্রাণ রা'খ্‌বো না গো!

[সকলের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জ বনের একাংশ।

[শ্রীরাধা উপস্থিত]

রাধা। (স্বগত) হা কৃষ্ণ! হা দয়াময়! হা বল্লভ! কৈ তুমি কোথায়? প্রাণ যে যায়, একবার দেখা দেও! হা নাথ, কি ক'ল্লে! কি ক'ল্লে! এই যে রাধায় সদয় ছিলে, কেন অকস্মাৎ এমন নিদয় হ'লে? এই যে সখীদের কাছ থেকে নির্জ্জনে নিয়ে এলে—এই যে লতামণ্ডপে নিকটে ছিলে—কতই আদর ক'রে ব'ল্‌ছিলে "রাধে! তোমা বৈ কারো নই!" হা নাথ, এম্নি কত কথাই ব'লে প্রেমদাসীর প্রেমের উৎস খুলে দিলে—বুকে রেখে লবঙ্গ ফুলে দাসীকে স্বহস্তে সাজা'লে! এই তো ব'ল্‌ছিলে "সখীদের শিক্ষা হ'য়েছে, আর

না!” তাই কি, প্রাণবঁধু, তাদের কাছে গিয়েছ? না, তা যাওনি—তথায় গেলে প্রেমাধিনীকেও সঙ্গে নে যেতে! তবে কি তোমার বিরহে তোমার রাধা কি করে, এই কৌতুক দেখ্‌তেই নিকটে কোথাও লুকিয়ে আছ? হায়, তা ভেবেই তো উচ্চরবে কত ডা'কলেম—কতই অন্বেষণ ক'র্লেম—নিকটে থা'ক্‌লে কিঙ্করীর এই প্রাণান্ত দুর্গতি কি দেখ্‌তে পা'র্ত্তে? উঃ! কি দুর্গতি! আর যে সয় না, প্রাণ যে আর রয়না—নিতান্তই যে দগ্ধ হয়!

গীত।

হায় কৃষ্ণ কোথা গেলে মরি হায়—প্রাণো যায়!
কোন্ প্রাণে বিরহানলে দহিলে তোমার রাধায়!
বড় সুখের এই সর্ব্বরী, কেন দুখের ক'র্লে হরি?
রাসের সজ্জা উহু মরি, নিরাশের হ'লো!
(আর সয়না সয়না!) (প্রাণ যে রয়না রয়না!)
অকস্মাৎ, হেন বজ্রাঘাত, হানিলে কেন মাথায়? ১।
সাধে বাদ সাধি যদি, বধিতে সাধ গুণনিধি,
তবে রাধার জীবন-নদী, এই দেখ শুকায়!
(মরি মরি হায়) (রাধার কেহ নাই আর!)
বিদায় কালে উদয় হও হে, এ সময় ঠেলোনা পায়! ২।

হায়! তবে কি সত্যই আমি কৃষ্ণনিধি হারিয়েছি? সত্যই কি বঁধু তাঁর রাধাকে ছেড়ে গেছেন? কেন গেলেন? তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! কোথায় গেলেন? তাও তো বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে! এই যে সব তরু লতা—আমাদেরি কুঞ্জের তরু লতা—এরাও কি দেখেনি! এরা অবশ্যই দেখেছে—এদের কেন জিজ্ঞাসা করি না! ওরে তমাল! দেখেছিস্, আমার কৃষ্ণ কোন্ পথে গেলেন? তোরে যে বঁধু বড়ই ভালবাসেন, তাই আমিও ভালবাসি—তাই বলি তমাল, বল্ বল্ শীঘ্র বল্, আমার প্রাণ বড় চঞ্চল,

দেখিয়ে দে—শাখা নেড়ে নয় দেখিয়ে দে—বঁধু কোন্ পথে গেছেন? কৈ রে, কিছুই করিস নে যে—দূর হ—অসময়ে মিত্রও শত্রু হয়, তাই হ'লি নাকি? ঐ যে রে তোর শাখায় ও কে? পাতার আড়ালে তো বঁধুকে লুকিয়ে রাখিস নি? ঐ যে রাঙা পা দুল্‌ছে! না, হ'লো না, ওযে একটা রাঙা পাখী! ঐ না পীতবাস? না, ও যে বেনেবৌ! তবে হায় কোথায় যাই? কার কাছে সন্ধান পাই? ওরে অশ্বথ! ওরে বট! তোরা তো বনস্পতি—কৃষ্ণও তো লোকপতি! বড়তেই বড়র তত্ত্ব রাখে—জানিস তিনি কোথায়? শাখা না'ড়্‌ছিস—তবে জানিস না! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! হে যুথিকে! হে মল্লিকে! জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে না ক'র্ত্তেই সবাই যে এককালেই মাথা নাড়া দিলি! হঁ্যা র‍্যা অশোক! পলাশ! বকুল! তোরাও কি তাই? হা! এই বার প্রিয় কদম্বের দেখা পেয়েছি, সে অবশ্যই ব'ল্‌বে! কদম্ব ও কদম্ব! ফুলকদম্ব! দোলকদম্ব! কেলিকদম্ব! যে কদম্ব হ'স্, তোদের তলায় আমার কালা যে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়া'তে বড় ভালবাসেন, তোরাও কি সেই জগৎমোহন-চূড়াধারী হরি কোন্ দিগে গেলেন, দেখিস নি? ওরে, আমি যে সেই রাধা গোপিনী—যে গোপিনীকে বামে নিয়ে বামে হেলে তোদের তলে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন—আ'জ্ সেই রাধার এই বিপদ দেখেও কি তোরা সহায় হবি নে? ভ্রমর! ও ভ্রমর! ও নিলর্জ্জ মধুকর! আ'জ্ ফুলে ফুলে প্রেমে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিস কি—প্রেমেশ্বর যে অদৃশ্য হ'য়েছেন, সে রহস্য কি এখনও টের পা'স্‌নি? সেই প্রেমময়ের হাব্যাসে তাঁর প্রেমময়ী যে অনাথিনী পাগলিনী হ'য়ে বনে বনে ছুটে ছুটে বেড়া'চ্ছে, তাও কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে? অন্ধ!—একেবারেই অন্ধ!—প্রেমে এত অন্ধ! যাদের প্রেমে এত উন্মত্ত, তারা অকালে আ'জ্ কেন ফুট্‌লো, তাও ভা'ব্‌ছিস নে? আ'জ্ যে রাসবিহারীর মহারাসের কথা ছিল, সেই রাসের উল্লাসেই না এই সব বনকুসুম অকালে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে—তাই না তোরা আ'জ্ অসময়ের সৌরভে মেতে গৌরবে এসে মধু খেতে পা'চ্ছিস? তা সে রাস-বিহারী কোথায়, সে তত্ত্ব কিছু রাখিস? তাঁর অদর্শনে মহারাস যে বন্ধ হয়—উৎসবে যে নিরুৎসব ঘটে! তখন কাজেই যে এই সব ফুল আবার মুদিত হবে—তার কি ক'র্‌লি?

ওরে পতঙ্গরাজ! তোদের তো দিব্য পাখা আছে—ছুখিনী রাধার চেয়ে এখনি তোরা কত দূরে যে ঘুরে ঘেরে দেখে আ'স্‌তে পারিস—কোথায় সেই কালোধন—যার বরণেই তেদের বরণ—যা দেখি, দশ জনে দশ দিগে উড়ে গে দেখে আয় দেখি, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ-কালীয়-বঁধু এখন কোথায়? যা, যা, শীঘ্র যা, আর বিলম্ব না! ও কি রে, তবু যে মধুপানেই মত্ত!

গীত।

ভৃঙ্গ রে তোর একি রঙ্গ আ'জ্! ছি পতঙ্গ-রাজ!
ত্রিভঙ্গ যে ছেড়ে গেছে, শূন্য কুঞ্জ প'ড়ে আছে,
গুঞ্জরব আ'জ্ আমার কাছে, কানে যেন হানে বাজ!
রাসের আশা দিয়ে শ্যাম, আনিয়ে এই কুঞ্জধাম,
না পূরায়ে মনস্কাম, দাসীরে হ'য়েছেন বাম!
হারায়ে সেই হৃদয়-মণি, তোদের রাই মরে এখনি,
এ সময় এই মধুর ধ্বনি, করিতে কি হয় না রে লাজ্! ১।
সদয় যখন্ বংশীধর, ভেবে দ্যাখ্ রে মধুকর,
ক'রেছি কত আদর, শুনে তোর ঐ গুণ্ গুণ্ স্বর!
ধিক্ তোর পতঙ্গ কুলে, অসময়ে তা গেলি ভুলে,
কি ব'লে আ'জ্ ফুলে ফুলে, বেড়া'স্ ধ'রে বরের সাজ! ২।

হা! ক্রমে যে সব অন্ধকার—কিছুই যে আর দেখ্‌তে পাইনে—মস্তক যে ঘোরে—যাই যে নাথ, যাই যে—হা কৃষ্ণ! (পতন)

[বনের অপরাংশে দূতী সহিত সখীগণের প্রবেশ।]

ললি। ওরে ভাই, একটী চিহ্ন পেয়েছি—এই যে সব টাট্‌কা পদাঙ্ক-মালা দেখ্‌ছি—আহা! শ্রীপাদপদ্মের চিহ্নের শোভাই বা কি চমৎকার! আর চিন্তা নাই সখি আর চিন্তা নাই—চোর ধরি আর কি—এই দ্যাখ্ ভাই, সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ—সেই সব সব্-চেনা রেখা—আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর!

বিস। মনোহর—অতি মনোহর! আবার দ্যাখ্ এই দুখানি চরণ-চিহ্নের

বাম পাশে কেমন সুচারু ছোট ছোট কোমল পা দুখানির চিহ্ন দ্যাখ্—কেউ না ব'লে দিলেও এ যে কমলিনী রাধার কোমল পদাঙ্ক, তা দেখেই চেনা যায়—এমন চরণ-কমল কি ত্রিভুবনে আর কারো আছে ?

ললি। এই দ্যাখ্, পাশাপাশি চা'র্‌খানি চরণ-চিহ্ন বরাবর চ'লে গেছে—চল্ চল্ এই পদাঙ্কমালা ধ'রেই চল্, এখনি মনোরথ পূর্ণ হবে!

দূতী। সুধু কি দেখ্‌তে দেখ্‌তে—আয় এই পদাঙ্ক-রেণু (মস্তকে গ্রহণ) মা'খ্‌তে মা'খ্‌তেও যাই! ওরে, এই পদাঙ্কমালার অপার মহিমা—স্বয়ং বিশ্ব-নাথও এর গুণ বর্ণনায় অক্ষম!

বিস। ওরে ভাই, এ যে বিষম গোল—

ললি। কি? কি? কি হ'য়েছে—কিসের গোল?

বিস। ওরে ভাই, এত দূর তো পাশাপাশি চা'র্‌খানি চরণ-পদ্মের চিহ্ন বেস দেখে এলেম, এখানে যে তিনখানি বৈ নয়—বঁধুর দুই, রাধার এক!

দূতী। (ভালরূপে দেখিয়া) ও! বুঝেছি রে ভাব বুঝেছি! আহা, কি মধুর ভাব! রাধাই ধন্য! ওরে বনের পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে তার কোমল রাঙা পায় বুঝি কুশাঙ্কুর কি কণ্টক বিঁধেছিল, তাই হয় তো রাধা যেমন উহু ব'লে পা খানি তুলেছে, অম্নি বঁধু হেঁট হ'য়ে নিজের পদ্মহস্তে সেই রাঙা পা ধ'রে হয় কাঁটা তুলে দেছেন, নয় তো পাদপদ্ম খানি করপদ্মে ধ'রে ধ'রে খানিক দূর নিয়ে গেছেন! এই দেখ্‌ছিস্ নে, রাধাকান্তের পা রাধার দিগে আগের চেয়ে কত নিকটে স'রে এসেছে—এই যে বঁধুর হেঁট হওয়া আর পা ধরার স্পষ্ট লক্ষণ—সেই চেষ্টায় বঁধুর পা একটু এলো মেলো চঞ্চল ভাবে প'ড়েছে আর রাধা যে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক পায় চ'লে গেছেন, তাও বেস বুঝা যা'চ্ছে!

চ, লতা। ও দূতি, এ আবার কি? রাধার পার দাগ যে এখানে বড়ই অস্পষ্ট!

দূতী। আহা! বঁধুর স্কন্ধে কমলিনী সম্পূর্ণ ভর দিয়ে চ'লেছেন, তাই এখানে এত লঘু চিহ্ন!

ললি। কৈ, কৈ, কি হ'লো? এই অবধি এসে আর যে রাধার পদ-চিহ্ন মোটেই দেখ্‌তে পাই নে—কি হ'লো, রাধা তবে কোথায় গেল?

দূতী। (ভালরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) কোথায় আর যাবে—বঁধুর কাঁধে উঠ্‌লো! দেখ্‌ছিস নে, কৃষ্ণ যেখানে রাধাকে ঝাঁকি দে কাঁধে তুলেছেন, সেখানে বঁধুর পদাঙ্ক কত ভারি হ'য়ে বেশী চেপে ব'সেছে!

ললি। ওগো, ঠিক বটে গো, ঠিক বটে—বাঁ কাঁধেই রাই উঠেছে বটে—এই দেখ, দক্ষিণ চরণের চেয়ে বঁধুর বাম পদাঙ্ক কত গুরু!

বিসখা। এই তো সব পদাঙ্কমালা লতা মণ্ডপেই চ'ল্লো—বুঝি গো ঐ খানেই চোর ধরা প'ড়্‌বে!

ললি। তবে নিঃশব্দে, কিন্তু শীঘ্র আয়, গোল করিস নে, চুপে চুপে—

(লতা-মণ্ডপের মধ্যে সকলের উঁকি মারিয়া দেখা)

কৈ, কেউ তো না—লতামণ্ডপ যে শূন্য—হায় তবে উপায় কি?

বিস। (মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক) এই যে এখানে দুইজনেই ছিলেন, তা বুঝ্‌তে পা'চ্ছি—এই দেখ, কত লতা, কত পাতা, কত তাজা ফুলের ছড়াছড়ি—বঁধু হয় তো ফুলের মালা দে কিশোরীর কবরী সাজিয়েছিলেন, তাই এই দেখ, ছেঁড়া মালার সঙ্গে সুকেশিনী রাধার দীর্ঘ কেশ একগাছি জড়িয়ে র'য়েছে!

ললি। তবে তো আরো বিষম ভাবনা—কেনই বা ফুলের সাজ সজ্জা সব ছিন্ন ভিন্ন? হ্যাঁ দূতি, এর ভাব কি?

দূতী। ভাব বড় ভাল নয়—ঐ দেখ, কুসুম-শয্যার ভাব দেখ—প্রেমময়ী তায় শুয়েছিলেন—যেন পথ-শ্রান্তি শান্তি জন্যই শুয়েছিলেন, কিন্তু মস্তক আর হস্ত শয্যায় ছিল না—ফুলের অবস্থা দেখেই তা বুঝ্‌তে পা'চ্ছি—বোধ হয়, মস্তকটী বঁধুর উরুদেশে আর হাত দুখানি তাঁকে বেষ্টন ক'রে ছিল—বুঝি বা সেই অবস্থায় রাধার তন্দ্রা এসেছিল, অম্নি বঁধু আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে রেখে তারে ত্যাগ ক'রে গেছেন! ঘুম ভেঙে প্রাণবল্লভকে না দেখে বিরহ-বিধুরা হ'য়ে কুসুম-সজ্জা, আর লতার অলঙ্কার ছিন্ন ক'রে পাগলিনীর ন্যায় রাধা ছুটে গেছেন! ঐ দ্যাখ্, এখন আর পার দাগ পাশা-পাশি নাই—কৃষ্ণ যে দিগে আগে পদচিহ্ন রেখে চ'লে গেছেন, তারির পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণিহারা ফণিনীর ন্যায় রাধার চঞ্চল পদবিক্ষেপ!

চ, লতা। দূতি, ঠিক ঠিক—তুমিই বুদ্ধিমতী!

ললি। অথবা রাধাকৃষ্ণে অবিচ্ছিন্ন মতি জন্যই এমন পরমা সূক্ষ্মা বুদ্ধি আমাদের প্রিয় সখী বৃন্দাকে আশ্রয় ক'রেছে!

দূতী। চল, চল, এখন এই পদচিহ্নাবলীর অনুসরণে চল—

ললি। ঐ যে বিসখা আগে ভাগেই তা ক'চ্ছে।

বিস। (চিৎকার স্বরে) দূতি! দূতি! শীঘ্র এস, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—রাধা নাই—রাধা জীবিতা নাই—রাধা মৃতা, রাধা পতিতা—(রাধার নাসাগ্রে অঙ্গুলি দিয়া) নাই, নাই, শ্বাস প্রশ্বাস কিছুই নাই—কাষ্ঠ, একেবারে কাষ্ঠ, আড়ষ্ট—হায় কি হ'লো—হায় কি হ'তে কি ঘ'ট্‌লো—রাসলীলা, ব্রজ-লীলা, সকল লীলাই ফুরালো! হায়, একটু জল পেলে তবু দেখি—ললিতে! জল আস্তে বল্—দেও, কেউ বাতাস দেও—হাত পা ঘ'সে দেও—

(সখীগণ-কর্ত্তৃক সুশ্রূষা ও হা হুতাশ)

দূতী। ওরে নির্ব্বোধ সখিগণ! অন্য সুশ্রূষা বৃথা করিস কেন? প্রেম-ময়ীর সুশ্রূষাই কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণ-কথা! ওরে, কর্ণে ওর কৃষ্ণ-নাম শুনা—এখনি সেই মধুর নাম, মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্রের কাজ ক'র্ব্বে—রাধার নির্জীব দেহে জীবসঞ্চারের জন্য অন্য ঔষধ আর কিছুই নাই!

গীত।

ও সখি, আ'জ্ একি ভ্রান্ত দেখি তোদের মন!
জীবন সিঞ্চন করি রাধার জীবন রা'খ্‌তে আকিঞ্চন!
মুষ্টিযোগে এ রোগে ত্রাণ হয় কি কদাচন্?
দশম দশার এ বিকারে, বাঁচাবি যদি রাধারে,
তবে সবে সমস্বরে, যতনে কর্ণ বিবরে,
মধুর কৃষ্ণ নামটী ওরে, করাও রে শ্রবণ!
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী রাধা, কৃষ্ণ-প্রেমেই জীবন বাঁধা,
তাতেই তৃষা তাতেই ক্ষুধা, তাতেই চিত্ত মগ্ন সদা,
বিনা সে নাম পরম সুধা, বৃথা অন্য যতন!

সকলে। (উচ্চ রবে) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! (কেহ কেহ কর্ণমূলে) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

ললি। নিশ্বাস—নিশ্বাস—নিশ্বাস প'ড়েছে, বাঁচ্‌বার বিশ্বাস হ'য়েছে, এস, এস, দূতি, নিকটে এস, চেয়েছে, ঐ চেয়েছে! (রাধাকে ক্রোড়ে ধারণ)

রাধা। (অর্দ্ধোত্থিতা) কৈ কৃষ্ণ কৈ? কৈ সখি কৃষ্ণ কৈ? তোমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'চ্ছিলে, কৈ আমার কৃষ্ণ কৈ? (ক্রমে উত্থান) কৈ সে হৃদয়-সর্ব্বস্ব পরম নিধি কোথায়? সখি, দেখাও একবার—সেই বঞ্চক কৈ? তোমরা আড়াল ছাড়—দেখি, একবার আঁখি ভ'রে ভাল ক'রে দেখি—যে নিঠুর নিদয়, অবলা জনের সরল হৃদয় নিয়ে খেলা করে, সেই হৃদয়হীন চিত্তচোরের বদনখানি এখন কেমন ভাব ধ'রেছে, সর দেখি, ভাল ক'রে দেখি! সখিরে, যে বাজীকর ক্ষণমাত্রে আশার আকাশে—সুখের স্বর্গে তোলে, তখনি আবার নিরাশার সাগরে—বিষাদের গহ্বরে ফেলে, সেই মধুর মায়াবী কঠোর বঁধু কি দেখা দিয়েছে? দিয়ে থাকে তো, দয়া ক'রে দেখাও না সখি! হায়, এখনও কেন তারে আড়াল ক'রে তোমরা ঘিরে রৈলে? এই দেখ, তোমাদের রাধার হৃৎপিণ্ডে হাত দে দেখ—দেখ কি ভীষণ কম্পন! এখন তিলের মধ্যে তার দর্শন না পেলে এ হৃদয়, নিশ্চয় সখি, বিদীর্ণ হয়! তোমরা কেউ যে কথা কও না গো—তবে কি দেখা পাও নি?

দূতী। স্থির হও রাধে, একটু স্থির হও—পাবে, দেখা পাবে, সকলি হবে!

রাধা। হায়, এখনো তবে অদর্শন—এখনও সেই দারুণ বিচ্ছেদ!

গীত।

মরি! এ জ্বালা কেন কালা দেয় গো!
প্রাণসই গো! কত সই গো! কারে কই গো! এলো কৈ গো?
দারুণ বিরহে প্রাণ যায় গো যায় গো!
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয় গো নয় গো!
মাতঙ্গ সরসী-জলে, দলে যথা পদ্ম-দলে,
বিচ্ছেদ্-করী তেমনি দলে, হায় গো হায় গো!

দূতী। রাধে এ অদর্শন—এ বিচ্ছেদ কেন ঘ'ট্‌লো?

রাধা। হা কি ভয়ানক অদর্শন—কি দারুণ মর্ম্মঘাতী বিচ্ছেদ—এখনও মনে হ'লে আর জ্ঞান থাকে না—সুখের স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেই সর্ব্বনাশ—হায়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর দেখা নাই—শুনিছি, সুখের চরম সীমায় উঠ্‌লেই পতন—অভাগিনীর তাই হ'লো গো তাই হ'লো—হায়, কেন হ'লো, তা কিছুই জানি না—আগে তো আমায় নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে চ'লে এলেন—

ললি। কেন এলেন? রাধা কৃষ্ণ দুজনেই তো আমাদের ছেড়ে এলেন—আমরা যে মরি, আমাদের রাধাই কি তা ভেবেছিলেন?

রাধা। আ সখি, রাধাকে তিরস্কার মিছে—রাধা কেবল যন্ত্র বৈ আর কি? সে যন্ত্রের যন্ত্রী সেই জগৎযন্ত্রী কুতন্ত্রী শ্যাম—

দূতী। কুতন্ত্রী ব'লো না—অবশ্যই আমাদের তমঃরূপ ঘোর অপরাধ হ'য়েছিল—কেমন কমলিনি, সত্যবল, তোমায় কি তিনি কিছু বলেন নি?

রাধা। হাঁ দূতি ব'লেছিলেন! হায় যে অপরাধে তোমরা হারিয়েছিলে, অবলা-সুলভ সেই সর্ব্বনেশে আত্ম-গৌরব অপরাধেই এই (বক্ষে করাঘাত) পাপ-হৃদয় আপনার সর্ব্বস্বধন হারিয়েছে—সেই পাপেই সেই হৃদয়নিধি হারা হ'য়ে বনে বনে একাকিনী অনাথিনীর ন্যায় কেঁদে কেঁদে ডেকে ডেকে শেষে জ্ঞান হারিয়ে এখানে প'ড়েছিলেম! হায় সখি, কেন তোমরা অভাগিনীর আবার চেতন জ'ন্মে দিলে? যে চৈতন্যময়ের জন্যই জ্ঞান, চৈতন্য, জীবনের প্রয়োজন; তিনি যখন বিমুখ, তখন আর জ্ঞান চৈতন্যে কাজ কি? হা! এমন দিনে এমন ঘটনা, একি যেমন তেমন যন্ত্রণা! সখি রে, একি কবার কথা, যাঁর আনন্দেই আনন্দ, সেই হৃদয় কান্ত যে এমন দিনে এমন নিরানন্দ ঘটাবেন, এ সখি, নিতান্তই স্বপ্নের অগোচর!

গীত।

মরি হায়! একি ফুটিবার কথা!
সুখে ভাবে নাই মন, সেই হৃদয়-ধন, দিয়েন এমন, মরমে ব্যথা!

রাসের আশা, কি দুরাশা, সহসা হায় হ'লো!
বড় সাধে, ঘোর বিপদে, বিষাদে প্রাণ গেল!
সখি! এ দুঃখ কব কায়! (হিয়া ফেটে যে যায়!)
*(যার সাধে সাধ, সে সাধে বাদ!) (মরি এই যাতনায়!)
যার বলে বল, সে করে ছল, যাই কোথা! ১।
প্রেম-ব্রত, আর জীবন-ব্রত, উদযাপন তাই করি!
বঞ্চিতারে, চিতা জ্বেলে, বাঁচাও সহচরি!
সখি, কর এই উপকার! (অন্তকালে রাধার!)
(সব জ্বালা আ'জ্ জুড়াও আমার!) (উপায় কিছুই নাই আর!)
চিতার ভস্ম দিও নিয়ে শ্যাম যথা! ২।

আ!—আ!—প্রাণ যায়!—সখি—বিদায়! (কম্পিত দেহে উপবিষ্টা)

ললি। (জনান্তিকে) দূতি! একে আশা ভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ-বিরহে অঙ্গ জর জর—তার উপর একি সর্ব্বনাশ—রাধাকে নিয়েই দেখ্ছি ঘোর বিপদ—রাধার ভাব ভঙ্গী দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে—দেখ দূতি, চেয়ে দেখ, রাধার চ'ক্ দুটী যেন জবা ফুল; মুখ যেন পাঙাস্—চন্দ্রাস্য-মণ্ডলে নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান! কথা ক'চ্ছে, কিন্তু রসনা নীরস—ক্রমেই যেন জিভ জড়িয়ে আ'স্ছে—হাত পা দেখ আড়ষ্ট! আহা, সেই বিমল বিধু-মুখ, আ'জ্ একেবারেই নিষ্প্রভ—ঠিক যেন অন্তিম কালের মালিন্যমাখা! কি হবে দূতি উপায় কি?

দূতী। উপায় কৃষ্ণ!

ললি। মন্দ নয়—ব'ল্লে ভাল! সে উপায়ই যদি সাধ্য আর বাধ্য মধ্যে থা'ক্বে, তবে এ সর্ব্বনাশের সূত্রই বা হবে কেন? তবে আর ছাই উপায়ের কথাই বা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে হবে কেন? সে উপায় তো উপস্থিত নাই, তবে এখন উপায় কি?

দূতী। সখি! তুমি আমার কথা তলিয়ে বুঝ্লে না—কেবল কৃষ্ণই যে একমাত্র উপায়, তার আর সন্দেহ নাই—কৃষ্ণ স্বয়ংই হ'ন্, বা কৃষ্ণ অভাবে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গই হ'ক্, এ ভিন্ন কৃষ্ণময়ী কিশোরীকে বাঁচিয়ে রাখার অন্য উপায়

নাই—এ বিচ্ছেদার্ণবে রাধাকে পার করা, সেই মহা তরীই সমর্থ, অন্য কোনো সামান্য প্রবোধরূপ ভেলার কর্ম্ম নয়!

চ, লতা। ঠিক ব'লেছ, তারির কোনো উপায় কর!

বিস। সুধু কথায় কত হবে, আর কতক্ষণ কা'ট্‌বে, সে সঙ্গে সঙ্গীতও চাই!

ললি। সুধু সঙ্গীতেও হবে না—ওরে এখন কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ যেমন শুনানো, তেম্নি দেখানোও চাই—তাই বলি, এস আমরা অভিনয় করি!

বিস। বেস ব'লেছে—ললিতা উত্তম উপায় ব'লেছে—আমার মনেও তেম্নি ভাব যেন উঠ্‌ছিল—চল সব সেজে এসে কৃষ্ণ-লীলার নাট্য করি! কৃষ্ণলীলা চক্ষে দেখ্‌লে কতকটা মিলন-সুখের মতন হ'য়ে রাধা প্রবোধ পাবে!

চ, লতা। সুধু রাধা কেন, সে সুখের ভাগ আমরাই কোন্ না পাব! তাই হ'ক্—তবে আর বিলম্ব না—কি বল দূতি?

দূতী। কর্ত্তব্য—এখনি উচিত!

গীত।

জুড়াতে রাধায়, আর কি উপায়, আয় গো তোরা
আয়, অভিনয় আ'জ্ দেখাব তায়!
একে রাসের আশা ভঙ্গ, শ্যাম বিরহে দহে অঙ্গ,
দেখ্‌লে শ্যামের লীলা-রঙ্গ, তবু যদি সান্ত্বনা পায়! ১।

(আভোগ)

বঁধুর যত মধুর লীলা, অতুল্য সব বাল্য-খেলা,
কংশ-চরের ধ্বংশ-পালা, অংশ কত তায়!
পবিত্র কৃষ্ণ-চরিত্র, চিত্তহারী কি বিচিত্র,
সেজে এসে সে সব চিত্র, নাট্য ক'রে দেখাই আয়! ২।

(রাধার প্রতি) কেমন শ্রীমতি, সব শুন্‌লে তো? তবে আমরা যাই, সেজে আসি? তুমি কাতর হ'য়ো না, স্থির হ'য়ে ব'সো, পবিত্র কৃষ্ণ-চরিত্রের অভিনয় দেখ্‌লে হৃদয়ের পাপ তাপ সব দূরে যাবে, তখন কৃষ্ণ-মিলন অবশ্যই

ঘ'ট্‌বে! তোমায় এই অবস্থায় একা রেখেও যাব না, ললিতা আর বিসখা তোমার কাছে থা'ক্‌লো!

ললি। কিন্তু দূতি, এখানে না—এখানে সাজ্‌বার আর অভিনয় দেখা-বার সুবিধে ভাল হবে না—চল, সেই মালতী-কুঞ্জে যাই—রাধাকে মালঞ্চ-বেদীতে বসিয়ে আমরা কাছে থেকে দর্শক হব, তোমরা রঙ্গ-মঞ্চ খাটিয়ে অভিনয় ক'র্ব্বে!

রাধা। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) চল, তাই চল; এখন তাই ভাল!

[সকলের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালতী-কুঞ্জ।

[বেদীতে শ্রীরাধা, উভয় পার্শ্বে ললিতা ও বিসখা]

ললি। রাধে! বঁধুর বাল্যলীলা তো অতুল্য, আবার শৈশব-লীলাও তেম্নি অদ্ভুত! আমি বড়াইয়ের মুখে যা শুনিছি, তা শুন্‌লে বিস্ময়ে অভি-ভূত হ'তে হয়! মনে কর, একটা প্রকাণ্ড শকট, যাতে নন্দরাণী পীতল, কাঁশা, পাথরের খুব বড় বড় পাত্রে ক্ষীর, শর, দধি, দুগ্ধ, মাখন, ঘোল রা'খ্‌তেন—যা দশজন গয়লার মরদে সরাতে পা'র্ত্তো না—স্তন্যপায়ী কৃষ্ণের এক পদাঘাতেই সেই দুর্জ্জয় শকটখান প'ড়ে খান খান হ'য়ে ভেঙে চূরে গেল! ভয়ঙ্কর শব্দ পেয়ে সকলে যখন ছুটে ঘরে গেল, আর বালকেরা যখন ব'ল্লে "ওমা যশোদে, তোমার গোপাল ক্ষুধার জ্বালায় কাঁ'দ্‌ছিল, তুমি এলে না ব'লে রাগে পা ছুড়েছিল, তাইতেই এই মস্ত শকট প'ড়ে গেছে!" তখন সকলেই অবাক্—যারা ও কথা বিশ্বাস ক'র্ল্লে, তারা তো হবেই; যারা বিশ্বাস ক'র্ল্লে না, তারাও "তবে কিসে ভাংলো" ব'লে অবাক্!

রাধা। প্রাণসখি, তাই ভাল, যতক্ষণ ওরা সেজে না আসে, ততক্ষণ এইরূপে কৃষ্ণ কথাই কও!

বিস। সখি, আমি শুনিছি, এক দিন বালক কৃষ্ণ পাঁচ বালকের সঙ্গে ধূলা খেলা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মাটি খেয়েছিলেন, বালকেরা নন্দরাণীকে তা ব'লে দিলে মা যশোদা তিরস্কার ক'রে কৃষ্ণের মুখ থেকে মাটি বা'র্ ক'র্ত্তে গেলেন; কৃষ্ণ ব'ল্লেন "না, মা, মিছে কথা, আমি তো মাটি খাইনি!" যশোদা ব'ল্লেন, "কেমন খা'স্‌নি হা কর্ দেখি!" কৃষ্ণ যেমন তাঁর সুন্দর-হাস্য-শোভি আস্যখানি ব্যাদান ক'র্ল্লেন, যশোদা সেই বিবৃত মুখ-বিবরে একেবারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবলোক আর ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ কাণ্ডই প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হ'লেন!

ললি। শুন শুন রাই, আরো আশ্চর্য্য শুন;—এক দিন পরম স্নেহবতী মা যশোমতী পুত্রকে স্তন পান করাচ্ছিলেন; হঠাৎ কৃষ্ণের দেহ বড়ই ভারি বোধ হ'তে লা'গ্‌লো; যশোদা আশ্চর্য্য হ'লেন; মহা ভয় পেয়ে মা ষষ্ঠীর চরণে কতই মাননী ক'র্ল্লেন; শেষে অসহ্য হওয়াতে পুত্রকে কোলে থেকে নামিয়ে ভূঁয়ে রা'খ্‌তে বাধিতা হ'লেন; রেখে যেই গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হ'য়েছেন, অম্নি কংশের চর তৃণাবর্ত্ত নামে এক মহা মায়াবী দৈত্য ঘূর্ণাবায়ু রূপে এসে বালককে হরণ ক'রে নে গেল—সেই ঘোরতম চক্রবাত্যার বিক্রমে নিমেষ মধ্যে এত ধূলো উড়্‌লো যে, বৃন্দাবনে কেউ কিছু আর দেখ্‌তে পায় না!

রাধা। তার পর? তার পর?

ললি। তার পর যশোদা মহা ভয়ে ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দেখেন ছেলে নেই—অসম্ভব ধূলি কাঁকরে চক্ষু অন্ধ-প্রায়, চেয়ে থাক্‌বার জো নাই, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বেড়ান আর তারস্বরে চিৎকার ক'রে কাঁদেন! ধূলি-বর্ষণ থেমে গেলে তাঁর ক্রন্দন শুনে নন্দাদি গোপগণ ছুটে এলেন, এসে নন্দনন্দনকে না পেয়ে নিরানন্দে রোদন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চৌদিগে খুঁজ্‌তে লা'গ্‌লেন!

বিস। ও দিগে দুষ্ট দৈত্য কৃষ্ণকে নে কি ক'র্ল্লে?

ললি। ও দিগে দুষ্ট দৈত্য কৃষ্ণকে নিয়ে শূন্যমার্গে উঠেছে; কিন্তু অধিক দূর যেতে না যেতে বালককে ক্রমে যেন পর্ব্বতের ন্যায় ভারি বোধ ক'র্ত্তে লা'গ্‌লো—সে বিষম ভারে ক্রমে তার বহন আর গতিশক্তি রোধ

হ'লো, ফেলে দিতে গেল, ফেল্‌তেও পারে না, কেননা শিশু কৃষ্ণ তাঁর কচি কচি কোমল ভুজ দুখানিতে তার গলা এম্নি শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রেছেন যে, সে বেষ্টন তার কণ্ঠে যেন বজ্রবন্ধনবৎ অসাধারণ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো—কিছু-তেই ছাড়াতে পারে না! ক্রমে সেই বন্ধন আরো দৃঢ়, আরো শক্ত হ'য়ে ক'সে ক'সে চেপে ব'স্‌তে লা'গ্‌লো! বাঁধন যতই কসে, সে ততই অবশাঙ্গ হয়—শেষে তার চক্ষুতারা ভেসে উঠ্‌লো—দৈত্য হাত পা আছ্‌ড়াতে লা'গ্‌লো—তার বদন বিকট হ'লো—জিভ বেরিয়ে প'ড়্‌লো—শেষে শ্বাস-রোধ হ'য়ে মড়ার মতন দড়াম ক'রে ব্রজের মধ্যে প'ড়ে গেল!

[চকিতার প্রবেশ]

ললি। কেন সখি চকিতা, চপলার ন্যায় চপলা হ'য়ে ছুটে এলে যে? কৈ এখনও তোমরা সেজে এলে না?

চকি। সেজে আ'স্‌বো কি, বড়ই গোল বেঁধেছে—

বিস। কি গোল—কিসের আবার গোল?

চকি। শ্যামা সখীতে আর অঞ্জনী সখীতে ঘোর বিবাদ—দুজনেই বেঁটে—দুজনেই কালো—দুজনেই কৃষ্ণ হ'তে চায়! দূতী কিছুতেই মিটুতে না পেরে, রাধার অনুমতির জন্য আমায় পাঠালেন—

রাধা। বেস তো—বালক-কৃষ্ণ তো? তবে মাথায় যে নীচু, সেই হ'ক্!

চকি। দূতী তাই ভেবেই দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করালেন—মেপেও দেখ্‌লেন—উঁচুতে ঠিক সমান হ'লো—বর্ণও সমান কালো—মুখের ভঙ্গীও দুজনেরি এম্নি যে, সা'জ্‌লে দুজনকেই কৃষ্ণের মতন দেখায়! তাই তোমাকে এর মীমাংসা ক'র্ত্তে ব'ল্লেন—তুমি যা ব'ল্‌বে, তাদেরও তাই স্বীকার!

রাধা। এক কর্ম্ম কর, দুজনকেই বাঁশী নিয়ে বাঁকা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতে বল গে, যে বঁধুর মতন ঠিক দাঁড়াতে পা'র্ব্বে, সেই ত্রিভঙ্গ সা'জ্‌বে!

[চকিতার প্রস্থান।

বিস। বেস কথা—আহা ভাবটীও চমৎকার—যে বেশী বাঁকা, তারির জয়—ভাবটী বাঁকা বৈ সোজা নয়!

ললি। তা তো বেস, কিন্তু দুজনেই যদি সমান বাঁকা দাঁড়ায়?

[একতারা হস্তে কালিন্দীর প্রবেশ]

কালিন্দী। বাঁকা যার্ হৃদয়ে আঁকা, বাঁকাতেই যার মন;
বাঁকার মতন দাঁড়িয়ে থাকা, ভার কি তার এমন;
তাই বলি হ'লোনা পাকা, বাঁকা ভঙ্গীর পণ—
বাঁকার ভাবে বাকা হ'য়ে দাঁড়াবে দুজন—
সমান দাঁড়াবে দুজন—
ইটী এক্‌তারার বচন—হবে স্বরূপ এই ঘটন!

[চকিতার পুনঃ প্রবেশ]

চকি। হ'লোনা রাধে, তোমার পরকে কাজ হ'লো না—বাঁকা ত্রিভঙ্গের মতন বাঁকা হ'য়ে বাঁশী ল'য়ে দুজনেই সমান দাঁড়ালে—এক তিলও ভিন্ন হ'লো না!

বিস। কালিন্দী যা ব'লেছে, হ'লো তাই—

রাধা। আচ্ছা, কালিন্দীর উপরেই এর ভার—কালিন্দী যা ব'ল্‌বে, তাই হবে! বাঁকা পরকে তো হ'লো না, সোজা পরক কিসে হয়, কালিন্দি?

কালিন্দী। জগৎকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী যিনি;
দাসীর কাছে সোজা পরক জা'স্তে চান তিনি!
ব্রহ্ম-তন্ত্র, জগৎযন্ত্র, যাঁর হাতে হায় বাজে;
তুচ্ছ এক এক্‌তারার তার, তাঁর কাজে কি সাজে?
তবে যদি, মায়া ফাঁদি, দয়া বাঁধি মনে,
মান বাড়াতে, চান শুনিতে, এক্‌তারার বদনে;
তা হ'লে প্রাণ খুলে বলে এক্‌তারা আমার—
"কেন কৃষ্ণ হ'লেন্ বাঁকা?" তাৎপর্য্য কি তার?
যে সখী তা ব'ল্‌তে পারে, সেই যেন শ্যাম সাজে—
বাঁকার ভাবটী যে না বুঝে—বাঁকায় যে না মজে—
বাঁকা সাজা তার কি সাজে, অভিনয়ের কাজে?
এই যুক্তি, এক্‌তারার উক্তি, ভক্তি-যোগে বাজে!

[দ্রুত প্রস্থান।

রাধা। কালিন্দী মন্দ বলেনি! সখি, ভক্তের হৃদয় কি অপূর্ব্ব সামগ্রী! ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবে, ঐ পরীক্ষাটী আমারও মনে উদয় হ'য়েছিল—কালিন্দী ঠিক যেন আমার মুখ হ'য়ে তা ব্যক্ত ক'রে দিলে! যাও সখি চপলে, তাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা কর গে—যে যা বলে ব'লে যাও!

চকি। "কেন কৃষ্ণ বাঁকা?" আচ্ছা, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র গোপনে করি গে!

[প্রস্থান।

রাধা। আ! কি সুখের যামিনীই আ'জ্ দুখের হ'লো! আহা! বিমল যামিনী-কান্ত আ'জ্ কি ধবল, কি উজ্জ্বল কিরণই বর্ষণ ক'চ্ছে্ন—এ দেখে প্রাণ আরো বিকল হ'চ্ছে! সকল জীবের পক্ষেই তিনি শীতল—অন্য দিন আমাদের পক্ষেও তাই—আ'জ্ কিন্তু আমাদের ভাগ্য-দোষে তাঁরে প্রবল অনল-বর্ষী শত্রু ব'লেই জ্ঞান হ'চ্ছে! হায়, কোথায় বঁধুর মধুর মিলনে আ'জ্ সুখী হব, রাসোৎসব ক'র্ব্বো, না কেবল তাঁর লীলার অনুকরণেই ঘোর পিপাসার শান্তি ক'র্ত্তে হবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[চকিতার পুনঃ প্রবেশ]

সখি চকিতে বল বল, কে কি ব'ল্লে?

চকি। অঞ্জনী উত্তর দিলে "আপন অঙ্গে তিন ভুবন তিন ভাগে দেখা-বেন ব'লেই বঁধু তিন ঠাঁই বাঁকা!"

ললি। উঁহু হ'লো না—ঠিক হ'লো না—ভাব ভালো, তবু যেন মনে প্রাণে লা'গ্‌ছে না!

রাধা। বল বল, শ্যামা কি ব'ল্লে?

চকি। শ্যামা ব'ল্লে "বঁধু প্রেমময়—বঁধু ত্রিভঙ্গের আবার অঙ্গ কি—প্রেমই তাঁর শ্রীঅঙ্গ—প্রেমেই তাঁর অঙ্গ গড়া—প্রেমিকের চক্ষে তো বঁধু আর কিছুই নন, কেবলই প্রেম! প্রেম কখনই সরল নয়—প্রেম নিতান্তই বাঁকা—প্রেমের দৃষ্টিও বাঁকা, প্রেমের কার্য্যও বাঁকা! অথচ সেই বাঁকা প্রেম ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই—প্রেম ভিন্ন জীবন মিথ্যা, অধিক কি বিধাতার সৃষ্টিই বৃথা হয়! সেই প্রেমের আধারই ঈশ্বর! অথবা ব'ল্‌তে গেলে, ঈশ্বরই মূর্ত্তিমান প্রেম! এই অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ বৈ আর

কি? কৃষ্ণই সেই প্রেমময় ঈশ্বর—তাই বঁধুর শ্রীঅঙ্গ বাঁকা—তেমন বাঁকা না হ'লে কি আমাদের হৃদয়ে চির-আঁকা থা'ক্তে পা'র্ত্তেন?"

ললি। বেস ব'লেছে, ঠিক ব'লেছে, শ্যামা সখীই ঠিক ব'লেছে, শ্যামাই শ্যাম চিনেছে—প্রেম চিনেছে!

রাধা। যাও চপলে, তবে শ্যামা সখীকেই সেই প্রেমময় বাঁকা সেজে আ'স্তে বল গে!

[চকিতার প্রস্থান।

ললি। আয় ভাই বিসখা, আমরা ততক্ষণ সেই বাঁকা প্রেমময়ের বাঁকা প্রেমের গান গেয়ে বাঁকার বিচ্ছেদানল ঢাকা দে রাখি—

গীত।

প্রেম যে বাঁকা, তাইতে বাঁকা, মোদের বাঁকা মদনমোহন!
সই, প্রেম-অবতার, তায় জেনো সার, প্রেম তার আকার,
প্রেম তার জীবন!
শ্রীমুখে প্রেম-সুধা মাখা, বঁধুর বচন প্রেমেই ছাঁকা, গমনে প্রেম,
চরণ বাঁকা, প্রেমেই আঁকা বাঁকা নয়ন! (সেই বাঁকার!)

বিস। ঐ দেখ রাই, ওদের রঙ্গভূমির পট উঠ্‌লো—ঐ দেখ, প্রমোদা সখী যশোদা সেজে আ'স্‌ছে—বা! ঠিক সেজেছে—আবার ধরণ ধারণ চলন ভঙ্গীও ঠিক তেম্নি!

[পটোত্তোলন ও গৃহমধ্যে যশোদার প্রবেশ]

যশো। (স্বগত) কৈ কৃষ্ণ কৈ? গৃহ যে শূন্য—রোহিণী দিদী কি এখনও বাছাকে ঘরে আনেন নি? একি, হঠাৎ আ'জ্ মাই চুল্‌কোয় কেন? বাছা ভাল থা'ক্‌লে হয়!

[কৃষ্ণকে কোলে লইয়া রোহিণীর প্রবেশ]

রোহি। যশোদে! নে ভাই তোর গোপালকে নে, কত ক'রে ঘুম পাড়িয়েছি—

যশো। ঘুমিয়েছে? তবে ঐ যে বিছানা পাতা, শোয়াও-

রোহি। না, বিছানায় না—কোলে নেও—জাননা, বিছানায় শোয়ালেই উঠে পড়ে!

যশো। ছেলের এই এক কু-অভ্যেস হ'য়েছে—দেও, কোলেই দেও—

রোহি। (ক্রোড়ে দানকালে) যেমন শিখিয়েছ, তেম্নি হ'য়েছে! কোল থেকে, বুক থেকে নামাতে চাইতে না, এখন ছেলের দোষ দিলে কি হবে!

[দুই নব্যা প্রতিবাসিনীর প্রবেশ]

১মা। ওমা নন্দরাণি, গোকুলে এক বিদেশিনী এসেছেন—আহা এমন রূপ জন্মে আর দেখিনি—যেন কৈলাসের ভগবতী!

২য়া। না গো মা, তেমন দেবী-মূর্ত্তি না—হ্যাঁ খুব রূপবতী বটে; ব'ল্লেন "আমি ব্রাহ্মণী—নন্দরাণীর কাছে যাব" আমরা তাই সঙ্গে ক'রে আ'ন্‌লেম—ঐ আ'স্‌ছেন—

রোহি। শুনিছি, দক্ষিণ বনের পারে এক ব্রাহ্মণ-পল্লী আছে, বুঝি সেই গ্রামেরই কেউ হবেন—

যশো। তবে কি হবে গা, গোপাল কোলে, আমার যে ওট্‌বার জো নেই—দিদি! তুমিই আগ্‌বাড়িয়ে আনো, আসন দেও, অভ্যর্থনা কর—

[ব্রাহ্মণী-রূপিণী পুতনার প্রবেশ]

রোহি। আসুন, আসুন, বড় ভাগ্য, এই আসনে বসুন—(প্রণাম)

ব্রাহ্ম। তুমিই বুঝি নন্দরাণী? (উপবেশন)

রোহি। না মা, আমি না, তিনি ঐ, গোপাল ওঁর কোলে—

যশো। কি করি মা, কোলে নৈলে গোপাল আমার ঘুমোয় না—মার্জ্জনা কর মা, এই ব'সে ব'সেই প্রণাম করি, পার ধূলো দিন্—গোপালকে আশীর্ব্বাদ করুন!

ব্রাহ্ম। তোমার মঙ্গল হ'ক্, গোপালের যা ক'রে যাব, তা দেখ্‌তেই পাবে বাছা! যার তার মুখে শুনি, তোমার অপরূপ এক পুত্র হ'য়েছে—তার আশ্চর্য্য কালো রূপে নাকি গোকুল আলো ক'রেছে—আমাদের পুরুষেরা বলেন, এ পুত্র সামান্য নয়, কংশের বৈরি—রূপও যেমন, গুণও

নাকি তেম্নি অদ্ভুত হবে! তাই শুনেই বাছা, তোমার বাছাকে দেখ্‌তে এলেম! তা আশ্চর্য্য রূপই দেখ্‌ছি বটে! দেও দেখি একবার কোলে ক'রে বুক জুড়ুই! (হস্ত প্রসারণ, কৃষ্ণকে গ্রহণ, কৃষ্ণের রোদন)

যশো। আমার ভাগ্যে নাই—হ'লো না মা—বুঝি তোমার পবিত্র কোলে অবোধ ছেলে থা'ক্‌লো না—চুপ্ কর বাবা, কেঁদো না, এই যে আমি—হা পাগল গোপাল, এমন সাক্ষেৎ ষষ্ঠী দেবীর কোলেও কান্না—

ব্রাহ্ম। কিছু ভেবো না নন্দরাণি, আমার বুকে গোপালের কান্নার ওষুদ আছে—একটীবার মুখ দিলেই থা'ম্‌বে, আর্ কাঁ'দ্‌তে হবে না!

রোহি। মাইতে বুঝি খুব দুধ—কোলে বুঝি ছেলে ?

ব্রাহ্ম। এমন দুধ তো নয়—সাক্কেৎ বিষ—মর্ সাক্কেৎ অমের্‌তো! (কৃষ্ণের মুখে স্তন দান) ওগো আমি দুধের ভরে ভাল ক'রে চ'ল্‌তে পারিনে —যার বাড়ী যাই, ভাল ছেলে পেলেই মাই টানাই—একবার টা'ন্‌লেই তারে আর মার মাই খেতে হয় না!—ওগো, একি, গোপাল তোমার কাম্‌ড়ায় যে—যাই যে—ছাঁড়্ ছাড়্ গোপাল ছাড়্—আর টানিস্‌নে—একি টান্—ওগো এমন টান্‌তো কখনো ভুগিনি—এ যে বড়ই বিষম টান—এ টানে যে মগজ পর্য্যন্ত টান প'ড়্‌ছে—ন্যাও ন্যাও যশোদা ছেলে ন্যাও—যাই, যাই, প্রাণ যায়—

(যশোদা-কর্তৃক কৃষ্ণকে আকর্ষণ ; কৃষ্ণ-কর্তৃক এক হস্তে মাতাকে প্রত্যাখ্যান, অন্য হস্তে ব্রাহ্মণীর গ্রীবা বেষ্টন)

যশো। এস বাবা এস, আমার বাপ ধন এস, মার মাই খাও, ব্রাহ্মণীকে ছেড়ে দেও—

১মা প্র। সে বাম্‌নী আর কৈ গো? ওমা, ওর ওকি বিকট মূর্ত্তি হ'লো! দেখ দেখ, ওর চ'ক্ মুখ কেমন ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌লো—দেখ দেখ, কৃষ্ণ যতই টা'ন্‌ছে, ততই মাই বা'ড়্‌ছে—মাই যেন নেক্‌ড়ার মতন ঝুলে প'ড়্‌ছে!

যশো। দিদি, একি হ'লো—একি সর্ব্বনাশ গো—কোন্ মায়াবিনী ডাইনী আ'জ্ ব্রাহ্মণী সেজে এলো—কি হ'লো গো কি হ'লো—এ যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—ডাক্ ডাক্, ডাক্‌না রে কেউ উপনন্দকে ডাক্ না—(চিৎকার স্বরে) ওগো পুরুষেরা কে কোথা, শীঘ্র এস গো শীঘ্র এস—সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌লো—

গোপাল গেল, আমার জীবনধন গোপাল গেল—হায়, হায়, এ সময় গোপ-রাজ মথুরায়—সেই সঙ্গে অনেক লোকজন—কি হবে গো, কি হবে?

রোহি। (কৃষ্ণকে টানিতে টানিতে) হায়, তাই জেনেই তো দুষ্ট কংশ এই রাক্ষসীকে পাঠিয়েছে!

পুত। ছাড়্ ছাড়্—যাই যাই, ছাড়্ ছাড়্, হাড়্ পর্য্যন্ত চুষে খেলে—রাক্ষুসে ছেলে রাক্ষুসীর রক্তও চুষে খেলে—বিষে ম'লো না, গলা টিপ্‌ছি, তাতেও মরে না—তিন জনে প্রাণপণে টা'ন্‌ছি, তবু ছাড়াতে পারি নে—কেমন ছেলে—খেলে, খেলে—আমি পুতনা রাক্ষুসী, ইন্দির চন্দর আমায় ভয় করে, এই একটা কচি ছেলে আমায় খেলে—আমি কোথায় ওরে খাব, না রাক্ষুসীকে ও খেলে! এমন ছেলে জা'ন্‌লে আ'স্‌তেম না, কংশের কথা শুন্তেম না! (ছেলে বুকে বিকট ভঙ্গীতে ইতস্ততঃ ধাবিতা) ছাড়্ ছাড়্, যাই যাই রে—(সকলের চিৎকারের মধ্যে ঘোর চিৎকার শব্দে পতন!)

যশো। ওমা কি হ'লো, ছেলে গেল, দিদি দেখ কি, সর্ব্বনাশ হ'লো!

[উপনন্দাদির দ্রুত প্রবেশ]

উ, নন্দ। কি? কি? কি হ'লো? একি? এ বিকটা কে? ও বাবা, একি দাঁত! এ যে একটা রাক্ষসী দেখ্‌ছি—এ এখানে এলো কেমন ক'রে?

যশো। সব ব'ল্‌বো অকন, ঠাকুরপো! ছেলে তোলো, রাক্ষসীর বুক থেকে আগে ছেলে তোলো—

উ, নন্দ। (কৃষ্ণকে তুলিয়া) ভয় নেই, আর ভয় নেই—এই দেখ গোপাল হা'স্‌ছে—এই দেখ, তোমার কোলে যেতে হাত বাড়াচ্ছে—নেও, নেও, ছেলে নেও—(কৃষ্ণকে প্রদান) আমি দেখি, রাক্ষসী ম'রেছে কি না—হ্যাঁ এই যে ম'রে গেছে—কে মা'র্‌লে? কিসে ম'লো?

রোহি। সব ব'ল্‌বো, এখন রাক্ষসীর এই মড়া নিয়ে পোড়াও গে—

উ, নন্দ। ধর্ তো ভাই সব্ ধর্ তো—এ পাপ কি এক তিলও আর ঘরে রা'খ্‌তে আছে—ধর্—চল্—

[শব লইয়া গোপগণের প্রস্থান।

যশো। দিদি! চল, আমরাও গোপালকে পাঁচ ফুলের জলে নাইয়ে

আপনারাও যমুনায় নেয়ে পবিত্র হ'য়ে পাঁচ এয়ো নিয়ে মা কাত্যায়নীর মন্দিরে পূজো দিই গে!

[সকলের প্রস্থান।

(সখীদের রঙ্গভূমির পটক্ষেপণ)

রাধা। সত্যই আমার বুক কাঁ'প্‌ছিল—অভিনয় ব'লে বোধ ছিল না—এম্নি ক'রে তবে পুতনা-বধ হ'য়েছিল! পাপিয়সী রাক্ষসী কি বিপদেই ফেলেছিল! এ যদি দুষ্টদমন কৃষ্ণ না হ'য়ে অন্য শিশু হ'তো, তবেই তো সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিল!

ললি। ঐ দেখ রাধে, আবার ওদের রঙ্গভূমির পট উঠ্‌লো—আবার অভিনয়ের যশোদা কৃষ্ণের হাত ধ'রে টেনে আ'ন্‌ছেন—এবার আর শিশু নন, বালক-কৃষ্ণ! পশ্চাতে রোহিণী দেবী আর সুগন্ধা। হয় তো কৃষ্ণ কোনো দোষ অপরাধ ক'রেছেন—বঁধু তো বাল্যকালে ঘোর দুরন্ত ছিলেন—তাই হয় তো মা শাসন ক'চ্চেন!

[কৃষ্ণের করাকর্ষণে যশোদার প্রবেশ—
পশ্চাতে রোহিণী ও সুগন্ধা]

যশো। তোমায় এত বোঝাই, এত শেখাই, তবু তোমার রোগ গেল না!

রোহি। কেন, আ'জ্‌ আবার কি ক'রেছে?

যশো। আমার মাথা ক'রেছে—সব মাখন শর দই ক্ষীর নষ্ট ক'রেছে! ও দিদি, এই আমি কুট্‌নো কুট্‌ছিলেম, আমার কাছে ব'সে কেমন শিষ্ট শান্ত হ'য়ে খেলা ক'চ্ছিলো—এই বুঝাচ্ছিলেম, বলি "ছি বাবা, অমন ক'রে, না বলা না কওয়া, আমার ঘরে, কি কারো ঘরে, চুরি চামারি ভাঙা চুরো ক'রো না—তুমি চাইলেই তো পাও—কত খাবে খাও, ঘরে তো অপ্রতুল নেই!" দিদি, এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, দুধ উথ্‌লে উঠ্‌লো দেখে দৌড়ে গিয়েছি মাত্র, অম্নি হাবা'তে ছেলে ঘরে ঢুকেছে, যত পেরেছে খেয়েছে, চা'র্‌দিগে ছড়িয়েছে, তাড়া তাড়িতে কতক ভাঁড় কোঁড়ও ভেঙেছে, আবার জান্‌লার লোহার জাল ভেঙে বানর গুনোকে ডেকেছে—তারা তো জামই, ও

ডা'ক্‌লেই দলে দলে ছুটে আসে—সেই এক পলের মধ্যেই সেই এক পাল বানরকে সেই সব অপূর্ব্ব সামিগ্রী খাওয়াচ্ছে! আরো সব যেতো, ভাগ্যিস তাদের কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ শুন্তে পেলেম, তাই ছুটে গে এই ছ'ট্‌কি মেরে সে গুনোকে তাড়িয়ে দে ওরে ধ'র্ত্তে গেলেম—ও ছুটে পালালো—আমিও পেছন পেছন ছুট্‌লেম—আমি কি দিদি ওর সঙ্গে ছুট্‌তে পারি? হাঁপিয়ে মরি—চুল খুলে, পায় কাপড় জড়িয়ে, ঘেমে খুন হই! তার পর কাঁদো কাঁদো মুখে ডেকে যেই ব'ল্লেম "গোপাল! মাকে দুঃখু দিয়ে কি সুখ পা'স্—তোর কি দয়া মায়াও নেই?" আর অম্নি লুট্‌ ক'রে আপনি এসে ধরা দিলে, তাই এই ধ'রে আ'ন্‌লেম!

রোহি। ছেড়ে দেও, আ'জ্‌ ছেড়ে দেও, এমন কাজ আর ক'রো না বাপ!

যশো। তোমার বড় মার উপ্‌রোধে আ'জ্‌ তোমায় ছা'ড়্‌লেম, নৈলে মা'র্ব্বো ব'লেই আ'জ্‌ মনে ক'রেছিলেম!

[কয় জন বিভিন্ন বয়স্থা ও বিভিন্ন বেশা
প্রতিবাসিনীর প্রবেশ]

১মা। ওগো বাছা নন্দরাণি! বলি, তোমার বৃন্দাবনে আমাদের কি আর থা'ক্তে দেবে না গা?

যশো। ও মা সেকি—এমন শক্ত কথা কেন বাছা?

১মা। তা বৈ কি, তুমি না হও তোমার ছেলে—

২য়া। ওগো সিধে কথা কওনা, বাঁকা চুরো কেন? নন্দরাণীর কি সাধ, ছেলের স্বভাব মন্দ আর আমাদের ঘরকন্না নষ্ট হ'য়ে যায়?

১মা। তবে সাদা কথায় তোমার গোপালের দৌরাত্ম্যে আমরা আর টেঁক্‌তে পারিনে—

যশো। কেন গা মা, আমার দুধের গোপাল এমন কি ক'রেছে যে, অমন কথাটা ব'ল্‌ছো?

১মা। কি ক'রেছে! কি ক'রেছে ব'ল্‌বো কি, একবার দয়া ক'রে পায় পায় আমার ঘরে এসে দেখে যাও যে—কি না ক'রেছে!

যশো। দেখ্‌তে হবে না, আমি বুঝ্‌তেই পা'চ্ছি, তবু শুনি কি ক'রেছে?

১মা। ওমা, আমি যবে চাবি দে যমুনায় জল আ'ন্তে গিছি, এসে দেখি তোমার নন্দদুলাল—আহা! দেখ্‌লেই যারে আনন্দ হয়—নিত্য নিত্য যারে দেখ্‌বার তরে, যে কাজে থাকি, চ'ক্ কিন্তু ওর খেল্‌তে যাবার পথ পানে চায়—যারে আমরা পেটের সন্তানের চেয়েও ভালবাসি—যারে দেখ্‌লেই যার ঘরে যা থাকে, ওর মুখে দে প্রাণ জুড়ুই—অধিক কি মা, যারে এক দিন না দেখ্‌লে যেন কি অমূল্য নিধি হারিইছি জ্ঞানে মন কাঁদে, ওমা একি কম দুঃখের কথা, সেই প্রাণের গোপাল কি না আমাদের এত ক্ষেতি করে!

৩য়া। ওমা, আমরা যে কত সহ্য কবি, তা ব'ল্‌তে পারি নে! তবে নাকি আ'জ্ কা'ল্ বড় বাড়াবাড়ি ক'রেছে—বড় অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—তাই এই কুড়ুনী মাসীর কথায় আমরা দল বেঁধে এলেম—মেরো ধ'রো না, কিন্তু মানা ক'রে দিও—আমাদের মানা শোনেনা ব'লেই তোমায় বলা! এখন বল মাসি, তোমার আ'জ্ কি ক'বেছে?

১মা বা কুড়ুনী মাসী। ওগো, আ'জ্ আর আমার কিছুই রাখে নি—পাঁচ পাঁচটী বাছুর খুলে দে পাঁচ পাঁচটী গাই পিইয়ে দেছে, এক ছটাক দুধ পাব, সে জো আর রাখেনি!

যশো। দুঃখু ক'রো না মা, আমি দুধ দেব অকন্!

কু, মাসী। তা যেন আ'জ্ তুমি দিলে, এমন তো নিত্যই আমাদের সকলের বাড়ীতেই করে, কিন্তু অন্য দিন সব না, আ'জ্ একেবারে সব কটা বাছুর ছেড়ে দেছে—এসে দেখি তাবা বাঁট্ টা'ন্‌ছে, আর ও হাত তালি দে না'চ্‌ছে! আবার ঘর পানে চেয়ে দেখি, চাবি ভাঙা—

যশো। চাবি ভেঙেছে? তবে বাছা, চোরের কাজ, আমার গোপাল নয়—আমার দুধের গোপাল—ওর ননীর হাত—ঐ কচি হাতে কি শক্ত লোহার কুলুপ ভাঙে গা?

কু, মাসী। ওমা, ও কথা ব'লো না—ঐ কচি হাতে সব হ'তে পারে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ও পাড়ার সেই পাগলা ষাঁড়—যার ভয়ে ছেলে বুড়ো দৌড়ে পালায়—তোমার দুধের গোপাল ঐ ননীর হাতে অনাসে তার শিং ধ'রে মাথা গুঁজড়ে দিলে, সেটা গাঁ গাঁ ক'রে কোন্ দেশে ছুটে পালালো!

৩য়া। চাবি ভেঙেছে কি না, ঐ দেখনা—গো-চোরের মতন ঐ আড়ে আড়ে চা'চ্ছে, আর মুচকে মুচকে হা'স্‌ছে!

কু, মাসী। ওমা, দোর খোলা দেখে ছুটে ঘর ঢুকে দেখি, কিছুই নেই মা, আমার ব'ল্‌তে আর কিছুই নেই—ক্ষীর, শর, দই, মাখন, কিছুই নেই—হাঁড়ি উপুড়, ভাঁড় উপুড়, ঘড়া উপুড়, ক'ল্‌সী কাৎ, জালা কাৎ, গামলা ভাঙা, শিকে ছেঁড়া, তাক্ কটা ফাক্—যা যা নাগা'ল্ পাইনি, উদুখল উপুড় ক'রে পেড়েছে, ছিঁড়েছে, ভেঙেছে!

যশো। কিন্তু বাছা, আমার এই কচি বাছা কি এত সব একা খেলে—এও কি হয় গা? ওর সঙ্গী কেউ ছিল কি?

কু, মাসী। সঙ্গী! সঙ্গী ছিল বৈ কি—মানুষ না, বানরের দল—গোপাল তবু যা হ'ক্ কিছু খেয়ে দেয়ে বাইরে এসে বাছুর খুলে রঙ্গে আছে, তারা খা'চ্ছে, ছড়া'চ্ছে, ভাংচে, চুরচে, ওলট পালট লঙ্কাকাণ্ড ক'চ্ছে! ও মা, ব'ল্লে না পেত্যয় যাবে, ঘরে প্রায় একখানিও আস্ত কাপড় নেই—বিছানাও তাই! আবার পালের গোদাটা ক'রেছে কি, আমার সেজ্ পেতে বাসরের বরের মতন মজা ক'রে ব'সে র'য়েছে!

২য়া। ওমা, ওখানথেকে ঐ সব ক'রে তার পর আমার নিকুনো চুকুনো পরিস্কার ঘরের মেঝেয় ব'সে কি ক'রে এসেছে, ওরেই জিজ্ঞাসা কর—

৩য়া। ওগো, আমার ঘরেই আগে গিছ্‌লো, আমি এসে প'ড়্‌লেম ব'লে আর কিছু তো পারিনি, তবু আস্‌বার সময় চিম্‌টি কেটে আমার ঘুমোন্ত ছেলেটাকে কাঁদিয়ে দে এলো!

৪র্থী। ওগো, তোমরা ব'ল্লে তো আমিও বলি—কা'ল্ দুপর বেলায় খেয়ে দেয়ে তক্তাপোষের ওপর শুয়ে আছি, চুলগুনো শুকোবে ব'লে ঝুলিয়ে দিছি, মিন্সে মেঝেয় শুয়ে ছিল—তারও তো জানো লম্বা লম্বা চুল—গোপাল এম্নি দুষ্টু ছেলে, তার চুলে আর আমার চুলে বেঁধে রেখে এয়েছে—যেমন তেমন বাঁধন নয়, শণ দে খুব শক্ত ক'রে বেঁধেছে! আমরা ঘুম ভেঙে উঠে চুলোচুলি ঠুলোঠুলি ক'রে মরি—মিন্সে গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচায়—ঠাকুঝি এসে খুলে দিলে, তবে ত্রাণ পাই—লজ্জায় ম'রে যাই! (সকলের হাস্য)

যশো। তোমরা হা'স্‌ছো, কিন্তু আমার কান্না পা'চ্ছে—এত বড়

যোগ্যতা—আ'জ্ আদর টাদর সব ঘুস্‌ড়ে দেব—আ'জ্ মেরে খুন ক'র্ব্বো! (কৃষ্ণকে ধারণার্থ ধাবিতা) কৃষ্ণ রে, আর যে আমি পারি নে—

ললি। (জনান্তিকে) রাধে! দেখ দেখ, মা যশোদা কৃষ্ণকে ধর্ব্বার জন্য ডা'ন্ হাতখানি বাড়িয়ে ছুট্‌ছেন—আ'জো নন্দরাণীর কি মধুর মনোহর কান্তি—ঠিক যেন রাজহংসী দল্‌মল্ ক'রে ছুট্‌ছে! যশোদার সাধ্য কি ধরেন? কিন্তু মার কষ্ট কি কৃষ্ণ আর দেখ্‌তে পারেন? ঐ দেখ মা যেই ব'লেছেন, কৃষ্ণরে আর যে আমি পারি নে, অম্নি আপন-ইচ্ছায় ধরা দিলেন!

রাধা। সখি! যিনি ব্রহ্মাণ্ড-ভার অবলীলায় ধরেন, তিনি ধরা না দিলে কার সাধ্য তাঁরে ধরে? হায়! মা যশোদার কি ভাগ্য, যাঁরে যোগী ঋষি শিব ব্রহ্মা কল্পান্ত সাধনেও ধ'র্ত্তে পারে না, তাঁরে ধ'রে কোপের ভরে ঐ বাঁ'ধ্‌ছেন দেখ! আহা! বঁধুর কি মুগ্ধকর মধুর ভাব! বঁধু কেবলই প্রেম-ভক্তির বশ—বঁধু প্রেমিকের কাছে—ভক্তের কাছে কুমারের মাটি, সে যে ভাবে গ'ড়্‌বে পিট্‌বে, বঁধু তাই হবেন!

বিস। এ যে অভিনয়, তা কি তোমরা ভুলে গেলে?

রাধা। আমার তো সখি, অভিনয় ব'লে বোধ হ'চ্ছে না—যা হ'ক্, এই সকল তো ঘ'টেছিল, তাই না সখীরা নাট্যচ্ছলে দেখাচ্ছে, তা হ'লেই হ'লো!

ললি। শোনো, শোনো, যশোদা কি ব'ল্‌ছেন—

যশো। আ'জ্ তোমায় কি সাজা দিই, তা দেখতে পাবে—কেন, এখন কান্না কেন? এখন এই ললিত মুখখানি দেখ্‌লে আর বোধ হয় না যে কিছু জানে—যেন অতি শিষ্ট শান্ত সুবোধ ছেলে! এত কপট, এত মায়াবী, আ'জ্ মেরে তোমার মায়া ঘুচোবো! (প্রহারোদ্যতা ও রোহিণীকর্ত্তৃক হস্ত-ধৃতা)

সকলে। না, না, মেরো না—

২য়া। অমন শ্রীঅঙ্গে হাত তুলো না!

যশো। (রোহিণীর প্রতি জনান্তিকে) দিদি, হাত ধ'র্ত্তে হবে না, আমি কি প্রাণ থা'ক্তে আমার নীলমণির গায় হাত তুল্‌তে পারি? (প্রকাশ্যে) বেঁচে গেলি, গোপাল, আ'জ্ বেঁচে গেলি—তোর চ'কে জল দেখে হাত বিকল হ'লো—আর এঁ'রা সকলে মানা ক'র্লে'ন, দিদী হাত ধ'র্লে'ন, তাই! যা হ'ক্ কিন্তু আ'জ্ আর তোমায় ছেড়ে দেবনা, বেঁধে রা'খ্‌বো!

কৃষ্ণ। (স্বগত) তা তো রেখেছ্ই!

যশো। কি ব'ল্লি? বিড় বিড় ক'রে যাই বল বাছা, আ'জ্ আর ছা'ড়্ছিনে! (বন্ধন করিতে করিতে) এই প্রকাণ্ড উদুখলে শক্ত ক'রে তোমায় বেঁধে রাখি—সুগন্ধা, দড়ি দে তো, কাপড়ে ভাল হ'লো না। (দড়ি গ্রহণ ও বন্ধন) কৈ রে সুগন্ধা, এতেও যে কুলোয় না, আরো রজ্জু দে—হ'লো না—ঘরে দড়ি আছে সব নিয়ে আয়। (সুগন্ধা কর্তৃক আনয়ন ও রজ্জুরাশি অর্পণ) আশ্চর্জ্জি! এত রা'শ্ রা'শ্ দড়িতেও যে কুলোয় না—দিদি, এর ভাব কি?

কু, মাসী। বুঝি ভাল ক'রে জড়াতে পা'চ্ছো না—আচ্ছা, আমাদের যার ঘরে যত দড়ি আছে আনি—আয় তো সব যাই—

[প্রতিবাসিনীগণের প্রস্থান।

সুগন্ধা। মা, এর্ ভাব কি এখনো বুঝ্তে পা'চ্ছো না? মাগো! আমি জানি, তোমার গোপাল সামাগ্যি গোপাল নন—সামাগ্যি ছেলে হ'লে কি পুতনা আর তৃণাবর্ত্ত মরে? মাগো! একবার ভাল ক'রে তোমার নীলমণির মুখ পানে চেয়ে দেখ দেখি, এমন আলো করা কালোরূপ কি নরলোকে কোনো ছেলের কখনো হ'য়েছে, না হ'তেই পারে? আর, বুকে ঐ পায়ের দাগটী কি? আবার, যখনি আমি তোম্মার গোপালের পা দুখানি ধুইয়ে মুছিয়ে দিই, তখুনি পায়ের তলায় ধ্বজার মতন, ডাঙসের মতন, আর বজ্রের মতন কি সব অসম্ভব চিহ্ন দেখে মা অবাক হই! মাগো! তোমার বড় কপাল, তাই এমন গোপাল কোলে পেয়েছ—তোমার গোপাল মানুষ নয় মা! গোপালের ভাতের সময় আমি উঁকি মেরে দেখেছিলেম, গর্গঋষি—যখন কেউ কাছে ছিল না—তোমার গোপালের কাছে ঘাড় নুইয়ে যোড়হাতে স্তব ক'রেছিলেন! ছ মাসের ছেলে গোপাল, অম্নি মুখ টিপে চ'ক্ টিপে যেন মানা ক'র্লেন, এম্নি ভাবটী দেখ্তে পেলেম!

[রজ্জু লইয়া প্রতিবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ]

কু, মাসী। এই নেও মা, পাড়া ঝাঁটিয়ে দড়ি এনেছি—এত দড়ি যে, আমরা এত নোকে বৈতে পারিনে! শুনে নোক ছুটে আ'স্ছে!

যশো। দেও তো মা, এইবার দেখি। (কুড়নীর সাহায্যে বন্ধন)

২য়া। ওমা, তবু যে কুলোয় না—কি আশ্চর্জ্জি!

যশো। কৃষ্ণরে! আর যে পারিনে রে! একি তোর মায়া, না কোনো দেব্‌তার ছল? তোর মা যে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌লো!

কৃষ্ণ। (স্বগত) আর না—মার কষ্ট আর দেখা যায় না—বন্ধন নিতে হ'লো! (প্রকাশ্যে) কেন মা, এই যে, এই বার ঐ গেরোটা দেও দেখি, কেমন না হয়!

সকলে। হ'য়েছে হ'য়েছে, এইবার হ'য়েছে!

সুগন্ধা। এখন আর হবেনা কেন—এখন গোপালের নিজের ইচ্ছা হ'লো, তাই হ'লো!

যশো। যাও বাছা সকল, যার যা কর্ম্মে যাও—আর আমার গোপালের অত্যাচার সৈতে হবে না! আবার যদি কখনো কিছু করে, তখনি এসে অবিশ্যি আমায় ব'লে দিও, তখন নীলরতন, কেলে সোনার আদর আর থা'ক্‌বে না! (কৃষ্ণের প্রতি) থাক বাছা বন্ধনে থাক—যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল!

[কৃষ্ণব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) তোমার বন্ধন সৈতেই হবে—তোমার স্নেহ-বন্ধনের কাছে এই সামান্য রজ্জু-বন্ধন কোন্ তুচ্ছ! দেখ্‌ছি, এই বন্ধনে আর এক পরম ভক্তের মানস সিদ্ধ হবে—দেবর্ষি নারদ আমার অদ্বিতীয় ভক্ত; কুবেরের দুই গর্ব্বান্ধ পুত্রকে তিনি শাপ দিয়ে এই যে যমলার্জ্জুন গাছ দুটী ক'রে রেখেছেন, তাদের সেই শাপ-বিমোচনের ভার তো আমারই উপর আছে; সুতরাং তাঁর বাক্য রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য—তার উপযুক্ত সময়, সুযোগ, উপলক্ষ, সবই উপস্থিত! ঐ দুটো গাছও তো বেস পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি আছে, অথচ দুটোর মধ্যে দে আমার যাবার পথও বেস র'য়েছে—বল্ ক'রে টেনে এই উদূখলটাকে উল্টে ফেলি—আমার আকর্ষণে এটা কা'ত্ হ'য়ে ঐ দুটো গাছে আড়াআড়ি ভাবে গে যেই ঠেক্‌বে, অম্নি আমি এম্নি জোরে টা'ন্‌বো যে গাছ দুটো উপ্‌ড়ে প'ড়ে যা'ক্! দেখে ব্রজবাসীরাও অবাক্ হবে, যক্ষকুমারেরাও উদ্ধার পাবে, এক চেষ্টায় দুই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হবে; তাই করি!

(তদ্রূপ অনুষ্ঠান, মহা শব্দে বৃক্ষদ্বয়ের পতন; বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে দিব্য দুই দেব-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

মূর্ত্তিদ্বয়। (করযোড়ে) হে অখিলপতে কৃষ্ণ! প্রণাম! হে আদ্য! হে অনাদ্য! হে অন্ত! হে অনন্ত! হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! তুমিই ধন্য!

গীত।

নমস্তে প্রপন্ন-দীন-পতিত-জন-তারণ!
নমস্তে অখিলপতে—নিখিল বিশ্ব-কারণ!
গুণাতীত, গুণান্বিত ; মায়াময়, মায়া-বর্জ্জিত ;
অরূপ, অসিত-রূপ, নব-নীরদ-বরণ!
শ্রীনন্দ-নন্দন-রূপে ভকত-চিত-রঞ্জন!
ত্বংহি, কৃতান্ত-ভয়-ভঞ্জন!

হে দয়াময়, নিজ করুণায় সদয় হ'য়ে অধম যক্ষদ্বয়কে হায় কি কঠোর অভিশাপেই আ'জ্ মুক্ত ক'র্লে! আমরা কুবেরের পুত্র নলকুবর আর মণিগ্রীব। তপোধনের দারুণ শাপে শত বৎসর স্থাবর-দারু-দেহে ছিলেম—আ'জ্ অভয়-চরণ-গুণে সকল ভয় দূর হ'লো! অধুনা, অনুমতি হয় তো স্বস্থানে গমন ক'রে সন্তপ্ত পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্রের সহিত মিলিত হই গে!

কৃষ্ণ। তথাস্তু! যাও, আমি সব জানি—তোমাদের শুভ হ'ক্—যাও, ত্বরায় বিমান-পথে অদৃশ্য হও—বৃক্ষপতন-শব্দে ত্রস্ত হ'য়ে ঐ সব আ'স্ছে!

[প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক যক্ষদ্বয়ের শূন্যে প্রস্থান।

আমার হাত বাঁধা, তবু হাত-তালি দে নাচি! (করতালি সহিত নৃত্য)

[এক দিগে নন্দাদির, অন্য দিগে যশোদাদির প্রবেশ]

নন্দ। ওরে, কিসের এই ভয়ানক শব্দ র‍্যা? এমন শব্দ কিসে হ'লো? অ্যাঁ! এত কেলে বুড়ো গাছ দুটো প'ড়ে গেল! আবার একি, আমার প্রাণ-কৃষ্ণই বা সে দুটো গাছের ভেতর কেন? ওকি, হাত বাঁধা যে—কে বাঁ'ধ্লে—কার এত বড় বুকের পাটা? যশোদে! এ দেখ্ছি, তুরির কাজ! রে দুর্ম্মতি! রে কুবুদ্ধি! রে অজ্ঞান অবলা! ছেলে যে গিছ্লো—এখুনি যে নীলমণি-ধন হারিয়েছিলি! হায়, তোর নিতান্তই মন্দবুদ্ধি ঘ'টেছে! (বন্ধন মোচন)

যশো। (সরোদনে) হায় হায় কি হ'লো—কেন এমন হ'লো—কিবা ভা'ব্‌লেম, কিবা ঘ'ট্‌লো! সুমতি কুমতি সকলি ভগবতী—কেন মা এমন কুমতি দিলেন? দেও গো দেও, আমার কোলে দেও—দেখি বাছার গায় কোথাও লেগেছে কি না—

সুগন্ধা। লা'গ্‌বে কেন? নাচন হ'চ্ছিল, দেখ্‌লে না! ওমা আমি যাব কোথায়—কাণ্ডখানা তোমরা ভাল ক'রে দেখ, ঐ অত বড় উদুখলটাকে ঐ টুকু ছেলে অনাসে উল্টে ফেলেছে; ফেলে অতটা দূর টেনে নে গেছে; গিয়ে কেমন কৌশলে গাছ দুটোর গায়ে আড়া আড়ি ভাবে বাঁধিয়েছে; বাঁধিয়ে আবাব এম্নি জোরে টান দিয়েছে যে, অত বড় গাছ দুটো মড়্ মড়্ ক'রে উপ্‌ড়ে প'ড়ে গেছে!

যশো। (গোপালকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতে করিতে) নে সুগন্ধা, আর জ্বালা'স্‌নে, এই এক রত্তি গোপাল আমার, ওর টানে গাছ প'ড়্‌লো—তুই পাগল হ'লি নাকি?

সুগ। ওমা, এখন তো ডাগর হ'য়েছে, মাইটানা ছেলে তবে এক লাথিতে তত বড় শকটখানা ফেলে দিছ্‌লো কেমন ক'রে? আমি মা পাগল নই, তুমিই বাৎসল্যের মায়ায় ভুলে যাও—তোমার ছেলে যে কি অতুল্য পরম ধন, তা দেখেও দেখ না!

নন্দ। সে যা হ'ক্, চল সব এখন কৃষ্ণের কল্যাণে দেবীর পূজা দিই গে—তোমরা আয়োজন নে যাও, আমি বামুন আর বাদ্যকর নে যা'চ্ছি!

[সকলের প্রস্থান।

(সখীদের রঙ্গভূমির পটক্ষেপণ)

ললি। দেখ্‌লে শ্রীমতি, বঁধুর অদ্ভুত বাল্যলীলা দেখ্‌লে?

বিস। অদ্ভুত ব'লে অদ্ভুত—যার পর নাই অদ্ভুত! সখি, আমি শুনিছি, এক দিন এক ফল-বিক্রেতা "ফল নেবে, ফল নেবে" ব'লে ডেকে যা'চ্ছিল; সর্ব্ব-ফলদাতা হরি, মা যশোদার কাছ থেকে আঁ'জ্‌লা পূরে কড়ি নে গে তারে দিলেন; সেই ভাগ্যবান তখন ভগবানের রূপমাধুরী দেখে স্তব ক'রে ভক্তিভরে আঁ'জ্‌লা-পূরে ফল দিলে, কড়ি নিলে না; সে অম্নি দেখ্‌তে পেলে,

তার ফলের ঝাঁকায় আর ফল নাই—সকল ফলই রত্ন হ'য়ে উঠেছে! সে তাও দূরে ফেলে বঁধুর পায় জড়িয়ে প'ড়্লো—তার পর লোক জন এলো ব'লে কৃষ্ণ তার কানে কানে কি ব'লে দিলেন, সে ঝাঁকা নে চ'লে গেল!

রাধা। কানে কানে হয় তো এই ব'লে দিলেন যে, এখন এই রত্ন নে ঐহিক সুখ-ভোগ আর দান ধ্যান ধর্ম্মাচরণ ক'র্‌গে যা, যথাকালে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবি! বোধ হয়, এই প্রবোধ পেয়েই সে আনন্দে চ'লে গেল!

বিস। উরির কিছু দিন পরেই না মহাবন ত্যাগ ক'রে আসা হয়?

(সখীদের রঙ্গভূমির পটোত্তোলন)

ললি। ও ভাই, দেখ দেখ, সেই উদাসিনী কালিন্দী অভিনয় ক'র্ত্তে আ'স্‌ছে—একতারাটীও হাতে আছে!

বিস। চুপ কর, কালিন্দী কি বলে শুনি—

[কালিন্দীর প্রবেশ]

কালি। (স্বগত)

ঐ যে কানাই, ঐ যে বলাই—গলাগলি দুটী ভাই,
বনমালায় সেজে গুজে বনে হ'তে আ'স্‌ছে!
একটীর অঙ্গ ধবল কিবা, একটীর অঙ্গে নীলের নিভা,
দেখ্‌তে আহা, হীরা পান্না, যেন মিশ খা'চ্ছে!
বলাই দাদার হাতে শিঙা, কানুর হাতে বাঁশের চোঙা,
যার রবে যম হ'য়ে ঘোঙা, কোণে ব'সে কাঁ'দ্‌ছে!
একতারা তোর কপাল ভালো, দেখ্‌লি যুগল শাদা কালো,
যমের বড়াই গোল্লায় গেল, (সে) দণ্ড তুলে রা'খ্‌ছে!
পোড়ারমুখি! যা না ছুটে, প'ড়্‌গে না পায় ভুঁয়ে লুটে!
তুই ব'ল্‌ছিস, হৃদয় ফেটে, এখন যে হায় যা'চ্ছে—
দুটী ভাইতে হেসে খেলে, আ'স্‌ছে বটে হেলে দুলে,
বিপদ যে কালিন্দী-কূলে, তাকি আহা জা'ন্‌ছে!

[কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। কি বিপদ কালিন্দি?

বল। ভাই কৃষ্ণ! আমারও মন কেমন ক'চ্ছে—সেই যে তারা তৃষ্ণা পেয়েছে ব'লে জল খেতে চ'লে গেল—গোধন সবও নিয়ে গেল—কৈ, এখনও তো ফিরে এলো না!

কালি। ঐ দেখ সব বিষে জারা, চেতন হারা, গড়া গড়া শুয়ে!
ধড়া চূড়া, আহা মরি, সব লোটাচ্ছে ভুঁয়ে!

বল। (দেখিয়া) তাই তো বটে ভাই, সত্যই ঐ কালীয় হ্রদের কূলে সব রাখাল, সব ধেনুপাল, গড়া গড়া শুয়ে—চল ভাই, কাছে যাই!

কৃষ্ণ। কেন কালিন্দি, এমন কেন হ'লো, তা ব'ল্‌তে পার?

কালি। কালীয় দহে, কালীয় নাগের কাল্‌কূট-মাখা জল,
পান ক'রে সব প্রাণ হারিয়ে প'ড়ে ঢলাঢল!
সবাই প'ড়ে—কারো ধড়ে জীবন-পাখী নাই!
ছুটোছুটি দুটী ভাইকে ব'ল্‌তে এলেম তাই!

[প্রস্থান।

বল। হা কৃষ্ণ! কি শুনি! কৃষ্ণরে, উপায় কি হবে?

কৃষ্ণ। দাদা! ব্যাকুল হ'য়ো না—কিছুমাত্র চিন্তা ক'রো না—এস, এস, নিকটে যাই—(উভয়ে পরিক্রমণ) এখনি আমি বিষহরি হ'য়ে নাগের বিষ হরণ ক'র্ব্বো—এখনি অমৃত-দৃষ্টিতে আমার প্রাণের গোপালগণকে বাঁচাবো—বাঁচিয়ে এখনি দেখ্‌বো সে কেমন কালীয় নাগ—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার প্রাণাধিক প্রিয় গোপালগণকে সংহার করে! আ'জ্ আমি তার সর্ব্ব গর্ব্ব-খর্ব্ব না করি তো দর্পহারী নাম বৃথা ধরি! পাপিষ্ঠ সবংশে বহু কাল ধ'রে এই হ্রদের জল দূষিত ক'রে রেখেছে—খল বিষধরের গরলে জল যেন টগ্‌বগ্ ক'রে দিন রা'ত্ ফুট্‌ছে—জীব মাত্রেই তার ত্রিসীমায় যেতে পারে না—উপর দে পাখীটী উড়ে গেলেও ঝট্‌পট্ ক'রে প'ড়ে প্রাণ হারায়—প্রাণের গোপ-বালকেরা তা জা'ন্তো না, তাই সেই জল পান ক'রেছে—তা এক প্রকার ভালই হ'য়েছে—এই ছলে সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট অহিকে নষ্ট ক'র্ব্বো, নয় তো তারে সবংশে রমণক দ্বীপে তাড়িয়ে দে হ্রদের জল আবার নির্ম্মল ক'র্ব্বো—এ না ক'রে আমার জলগ্রহণ নয়! (রাখালগণের নিকট গমন)

গীত।

উঠ রে উঠ রে ও ভাই, আমার প্রাণের সব রাখাল রে!
চেতন-হারা, প'ড়ে ধরা, কেন তোরা বিহ্বল রে?
ব্রজের রাখাল তোরা সরল, কে তোদের দিলে রে গরল?
ধেনু বৎস প'ড়ে সকল, হেরে অঙ্গ হ'লো বিকল!
গোপাল বিনে গোপাল নির্ব্বল, লীলা খেলা ফুরালো রে! ১।
দেখে হৃদয় ফাটে দুখে, চেয়ে তাই অমৃত চ'কে,
তোদের কানাই তোদের ডাকে, আর কি রে ভাই শুয়ে থাকে,
হা রে, রে, রে, ব'লে মুখে, সুখে সবে গা তোলো রে! ২।

("হা রে, রে রে, আবা, আবা, ধবলী!" এই রবে রাখাল সব উঠিয়া নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ বলরামকে বেষ্টন)

ছিদাম। আয় কানাই, আয় রে ভাই, তোর বুকে বুক দে প্রাণ জুড়াই!

সুবল। কানাই রে! তোর গুণে ম'রে প্রাণ পাই—এমন গুণের ভাই আর কোথা পাব রে ভাই? আয় আয়, আয় ভাই, কোল দে পরাণ জুড়াও!

কৃষ্ণ। (সকলকে আলিঙ্গন করিয়া) আয় ভাই, ঐ গাছ তলায় ছায়ায় সব যাই—তোরা এখন বড়ই দুর্ব্বল, এই র'দ্‌-পোড়া বালীর চড়ায় আর না! (সকলকে তরুতলে লইয়া গিয়া) তোরা ভাই একটু বিশ্রাম ক'রে ধেনু নে বাড়ী যা—আ'জ্‌ আর গো-চারণ কাজ নাই—আমি এই কেলিকদম্ব হ'তে ঝাঁপ দে হ্রদে পড়ি—দুষ্ট অরিষ্ট কালীয়কে দমন করি!

(বেগে কেলি-কদম্ব আরোহণ ও ঝম্প দিয়া হ্রদে পতনপূর্ব্বক অদৃশ্য হওন)

রাখালগণ। হায় হায়, সর্ব্বনাশ হ'লো রে সর্ব্বনাশ হ'লো—কি হ'লো রে কি হ'লো!

ছিদাম। বলাই দাদা! এস গো, উপায় কর গো, সর্ব্বনাশ হ'লো গো!

সুবল। ও দাদা! দাদা! সর্ব্বনাশ হ'লো যে—আমরা দেখ্‌লেম গো বলাই দাদা, কানাই যেমন ঝাঁপ দে জলে প'ড়্‌লো, অম্নি দুর্জ্জয় নাগ লাফ

দে এসে তারে গিলে ফেল্লে—হায় কি হবে? কি হবে? ওরে কেউ ছুটে যারে পিতা নন্দকে ডেকে আন্ রে—

[জনৈক রাখালের বেগে প্রস্থান।

রাখালগণের গীত।

ভাই রে ভাই, কি ক'ল্লি রে ভাই, কোথায় গেলি জীবন কানাই!
কাল্‌কুট্-ভরা কালীয় হ্রদে, ঝাঁপ দে কেন প'ড়্লি রে ভাই?
না দেখে তোর কালো বরণ, আঁধার দেখি এ তিন ভুবন,
হিয়ার মাঝে ক'চ্ছে কেমন, (পাল্টা) বুকের ভেতর
ক'চ্ছে কেমন, দম ফেটে ভাই ম'রে যে যাই! ১।
তুই যে পরাণ মোরা কায়া, বেড়াই পিছে হ'য়ে ছায়া,
এত যে তোর দয়া মায়া, সব কি ভুলে গেলি রে ভাই? ২।
ছা'ড়্বে যদি ভেবে ছিলে, গরলে কেন বাঁচালে?
কেন রা'খ্লে দাবানলে? ক্ষুধা পেলে কার বদন চাই? ৩।
কে বাজাবে মোহন বেণু, কার রবে আর চ'র্ব্বে ধেনু?
একটু দাঁড়া প্রাণের কাণু, ঝাঁপ দিয়ে তোর সাথে এই যাই! ৪।

ছিদাম। চল গো দাদা তাই করি গে—দলে বলে ঝাঁপ দে প'ড়ে কৃষ্ণের তত্ত্ব করি গে—যা থাকে কপালে!

বল। না, না, তা ক'র্ত্তে হবে না, তাতে কেবল কৃষ্ণকে আরো কষ্ট পেতে হবে—তোরা কৃষ্ণের তরে এত ভাবিস কেন? কার গুণে ম'রে আবার প্রাণ পেলি, তাও কি ভুলে গেলি? ওরে! কোটি কালীয় নাগ গিলে ফেল্লেও কৃষ্ণের কি ক'র্ত্তে পারে?

[যশোদা ও গোপগণের প্রবেশ]

যশো। কৈ রে বলাই কৈ, তোদের সাথে আমার প্রাণ-গোপাল কৈ? আমি যে রে বলাই, তোর হাতেই সুঁপে দে গোপালকে গোঠে পাঠাই—

বল্ বল্ শীঘ্র বল্, সে প্রাণের গোপালকে কোথায় রা'খ্‌লি ? ওরে, কালীদহের কি কথা নে ব্রজে আ'জ্ কানাকানি হ'চ্ছে—আমায় কেউ বলে না—আমায় দেখে মুখ ঢেকে সব চ'লে যায়—কি হ'লো রে কি হ'লো ? ওরে, সব নীরব কেন ? কেউ যে কোনো উত্তর দিস্ নে—হায় রে, রাখাল সকলের চ'কে জল, তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে রে ? হা গোপাল ! প্রাণ-গোপাল ! যশোদার নয়ন-তারা ! কোথায় গেলি ? বলাই ! সত্য বল্, কি হ'য়েছে ?

গীত।

দুখিনীর ধন, অন্ধের নয়ন, সে নীলরতন, কৈ রে বলাই ?
তোদের সনে, বল্ রে কেনে, আ'জ্ দেখিনে, তোদের কানাই ?
সে যে আমার দুধের গোপাল,
সাধ ক'রে সেজেছে গোপাল,
জানে না চরাতে গোপাল, তোর সাথে যায় তাইতে পাঠাই ! ১ !
বলাই রে তোর মলিন বদন, রাখালগণ করিছে রোদন,
হেরে যে প্রাণ করে কেমন, সে ধন যেন হারাই হারাই ! ২ !
কালীদহের কি কাহিনী, কানাকানি ব্রজে শুনি,
ছুটে এলেম পাগলিনী, যা ভেবেছি হ'লো কি তাই ? ৩।
বাপ্‌রে গোপাল কোথায় গেলি, সত্যই কি জলে ডুবিলি,
তা হ'লে তায় অঙ্গ ঢালি, এ জ্বালা এখনি জুড়াই ! ৪।

(হ্রদে পতনোদ্যতা—বলাই কর্ত্তৃক ধৃতা)

রাধা। হা কৃষ্ণ ! হা প্রাণবল্লভ ! কোথায় গেলে ? সখি ! বিদায়—আমিও মা যশোদার সঙ্গে হ্রদে ঝাঁপ দে জীবন জুড়াই ! (ধাবিতা, পতনোদ্যতা, সখীকর্ত্তৃক ধৃতা)

[দূতী প্রভৃতি সখীগণের দ্রুত প্রবেশ]

দূতী। রাধে ! শ্রীমতি ! কি কর—কি কর—ফেরো, ফেরো—একি

ভ্রম—একি প্রেমোন্মাদ! এ যে অভিনয়! কৈ কালীয় হ্রদ? কৈ মা যশোদা? সব যে নাট্য—সব যে প্রতিরূপ—সব যে অভিনয়!—কিন্তু—

[নাগের মস্তকোপরি নৃত্যের পর হ্রদ হইতে কৃষ্ণের উত্থান]

কিন্তু আহা! সত্য সত্য ঐ দেখ, নিজে কৃষ্ণ দয়াময়! দয়াময়ই বল, আর নিঠুর নিদয় বঞ্চকই বল, চেয়ে দেখ ঐ কৃষ্ণ স্বয়ং উদয়—কোথায় সাজা-কৃষ্ণ-শ্যামা-সখী অভিনয়ের কালীয় দমন ক'রে উঠ্‌বে, না সত্য সত্যই সেই ছলে শ্যামার স্থলে তোমার সত্যিকার মদনমোহন শ্যাম এলেন! ঐ দেখ, ঐ অভিনয়ের হ্রদ থেকে হা'স্‌তে হা'স্‌তে উঠে আ'স্‌ছেন! যা, যা, ছুঁড়ীরা, এ সব অভিনয়ের সাজ আর কাজ নাই—যা যা সব আপন আপন সাজ গোজ রাসের তরে প'রে আয়—তোদের মনোহর অতঃপর মনোরথ পূরাতে এসেছেন—অভিনয়ের কৃষ্ণের স্থলে স্বয়ং এসে দেখা দিয়েছেন—তোদের দর্প চূর্ণ ক'রে কাঁদিয়ে কাটিয়ে শেষে অদর্শন রূপ মায়া ঘুচিয়ে আপন কায়ায় দর্শন দিয়েছেন! যা, যা, অভিনেত্রী ছিলি যারা, সে সাজ ছেড়ে ত্বরায় ফিরে আয়, আর বিলম্ব না—

[অভিনেত্রীগণের প্রস্থান।

আর যারা আপন সজ্জায় আছিস, তারা আয়—ধর্ ধর্, চরণ ধর্, কর্ ধর্, নিয়ে চল্—সেই রাসস্থল—(রাধার প্রতি) আয় গো আয় রাধে, আয় একবার তেম্নি ক'রে আবার বামে দাঁড় করাই—আবার যুগল রূপ দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই!

(সখীগণ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের হস্ত ধারণ—দূতী কর্ত্তৃক রাধাকে বামে স্থাপন—রাধার রোদন)

আহা! কাঁদ্ কাঁদ্ রাই, তোর এমন হর্ষের কান্না যেন জন্ম জন্ম দেখি! আর যদি অভিমানে কাঁদিস, তাও একবার একটু কাঁ'দ্‌তে পারিস! (কৃষ্ণের প্রতি) বঁধু হে! আ'জ্ যে কান্না কাঁদিয়েছ, তাতে জেনেছি, তুমি নিতান্তই নিদয়—তোমার হৃদয়ে তিলমাত্র দয়ার ছায়াও নাই—কে তোমার দয়াময়

নামটী রেখেছিল, তারে পাই তো তার কান ধ'রে জিজ্ঞাসা করি, যে, এই কুটিল ত্রিভঙ্গ অঙ্গের কোন্ খান্টায় দয়া দেখ্লি ? হ্যাঁ দয়াময় ! হ্যাঁ নিদয় ! এমন দিনে হায় এই কি উচিত হ'য়েছিল ?

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি ক'র্ব্বো ভাই, রাখাল জা'তের কি সকল সময় রাজকন্যার সঙ্গে রস রঙ্গ সাজে ? কি কবি বল, গয়লা জা'ত্ আগে গরু বাছুর দেখ্তে হয়—রাধার একটু ঘুম এয়েছে, এমন সময় শুনি, কেলে গাইটে হারিয়েছে ব'লে রাখালেরা তারে ডেকে ডেকে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কাজেই ভাই ছুটে গেলেম—খুঁজে খুঁজে এখন পেলেম—পেয়ে ভা'ব্লেম, বলি যাই দেখি, একবার দেখে আসি, তোমরা সব বিরক্ত হ'য়ে বাড়ী গে ঘুমিয়েছ, কি এখনও বনে আছ—এসে দেখি, কালীয়দমন ! অম্নি ভাই সাজাকৃষ্ণ শ্যামা সখীকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি তোমাদের ধিনিকৃষ্ণ আপনিই কালীয়-হ্রদ থেকে উঠ্লেম !

ললি। আমরা বিরক্ত হ'য়ে বাড়ী যাব—বাড়ী গে আ'জ্ ঘুমাবো—কি নিদারুণ ভাব ! কি নিষ্ঠুর ! কি নিষ্ঠুর !

দূতী। আমাদেরও যে, ভাই, কেলে এঁড়েটা হারিয়েছিল, আমরা কি তারে না খুঁজে ঘরে গে ঘুমুতে পারি ? প্রেম-রজ্জু ব'লে এক রকম শক্ত দড়ি আছে, আমরা সেই শক্ত দড়ি দে তারে বেঁধে রেখেছিলেম, তবু সেই বা'র্-হুট্‌কো চোরা এঁড়ে তেমন দড়িও ছিঁড়ে পালিয়েছিল—আমরাও ভাই সারা রা'ত্ বনে বনে ঘুরে ঘুরে ডেকে ডেকে খুঁজে খুঁজে এখন এই পেলেম—এখন রাধার হৃদয়-গইলে এবার তারে ভাল ক'রে বেঁধে তবে স্বস্তি পাব—এবার রাধে এম্নি বাঁধন বেঁধে রেখো, আর যেন তেমন ক'রে দড়ি ছিঁড়ে পালাতে না পারে ! (রাধার অভিমান ও রোদন দর্শনে) আর এখন কাল-ব্যাজ ভাল নয়—এখন মান টান ক'ল্লে আর রা'ত্ থা'ক্‌বে না ! হারা মাণিক পাওয়া গেল, সেই ভাল, চল চল, রাসমণ্ডপে ল'য়ে চল, এখনও রজনী অনেক আছে—মহারাস দেখ্‌বে ব'লে ত্রিভুবনের কোটি নয়ন জেগে আছে—এখনও কেউ নিরাশ্বাস হয় নি—এ দিগে যে এত কাণ্ড সব হ'য়ে ব'য়ে গেল, তা বড় কেউ টের পায় নি—চল চল, আর না—বল বল সব হরি বল—রাধা শ্যামের জয় গাও ! চল্ ছুঁড়ীরে না'চ্‌তে না'চ্‌তে গাইতে গাইতে চল্—

[সজ্জা পরিবর্ত্তনের পর অভিনেত্রীগণের পুনঃ প্রবেশ]

সকলে। (উচ্চরবে) জয় জয়, রাধাশ্যাম্‌কি জয়!

গীত।

এ কুঞ্জে সই, এখন থেকে আর কি ফল বল না?
ঐ কালো হার গলায় গেঁথে, রাস-মণ্ডপে যাই চলনা!

মিছে আর কেন বিলম্ব, শুভ কাজ কর আরম্ভ,
আম্র-সার আর পূর্ণকুম্ভ, জয় গেয়ে কাঁকে তোলো না! ১।

হারা-নিধি দিলেন বিধি, আনন্দে নাচিছে হৃদি,
উথলিছে আশা-নদী, প্রেমের জীবন তায় ঢালো না! ২।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

রাসস্থল।

[সিংহাসনে রাধা কৃষ্ণ উপবিষ্ট ; পার্শ্বে ও পশ্চাতে সখীগণ দণ্ডায়মানা ; কেহ কেহ চামরাদি ব্যজনে ও গন্ধাদি দানে নিযুক্তা ; সখী চকিতার প্রবেশ]

চকি। (ললিতার প্রতি জনান্তিকে) সখি! রাস হ'য়ে গেল নাকি ?

ললি। সে কিরে—তুই না থা'ক্‌লে আমরা রাস ক'র্ব্বো ! মরণ তোমার, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? দেবরাজ ইন্দ্র, ইন্দ্রানী সচীর সঙ্গে এসে কত কাণ্ড ক'রে গেলেন, কিছুই দেখ্‌তে পেলি নে ! তাঁদের সঙ্গে আবার আশ্চর্য্য-মূর্ত্তি কত দেব দেবী—তাঁরা যে কত প্রকার বিচিত্র বিচিত্র যান, বাহন, বসন, ভূষণে এসেছিলেন, তা আর কি ব'ল্‌বো—দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয় !

চকি। আমার অদৃষ্টে নাই, কি ক'র্ব্বো—সবে এই অবসর পেলেম—সে যা হ'ক্, তাঁরা কতক্ষণ ছিলেন—কি ব'ল্লেন—কি ক'র্লেন ?

ললি। বেশীক্ষণ ছিলেন না—এসেই প্রথমে স্তুতি নতি ; তার পর রাধা শ্যামের কণ্ঠে পারিজাত-হার পরানো ; তার পর অনেক বিনয় ক'রে ঐ অমূল্য অতুল্য সিংহাসনে তাঁদের বসিয়ে যুগল রূপ দেখে প্রেম-পুলকে এই ব'লে চ'লে গেলেন যে, তাঁরা ব্রহ্মার সহিত শূন্য হ'তে মহারাস দর্শন ক'র্ব্বেন, এখন আর অধিক ক্ষণ থেকে ব্যাঘাত ক'র্ব্বেন না ! সেই সময় অপ্সরা দুজন কি চমৎকারই না'চ্‌লে গাইলে !

[কালিন্দীর প্রবেশ]

কালিন্দী। **বৃন্দাবনে রাজার সাজ, রাখাল-রাজার গায় ;**
শুন্তে যেন কেমন কেমন, দেখ্‌লে কান্না পায় !

বৃন্দাবনে রাজ-সিংহাসন, কদম-তলা ছেড়ে;
শুন্তে যেন কেমন কেমন, দেখ্‌লে নয়ন পোড়ে!
বৃন্দাবনে পারিজাত ফুল, বন্‌ফুলের হার ফেলে;
শুন্তে যেন অসঙ্গত, দেখ্‌লে পরাণ জ্বলে!
ভক্তের দেওয়া হাজার হ'ক্, তবু যেন ধার!
আপ্‌নার বস্তু নয় তোমার শ্যাম—আপ্‌নার নয় তোমার!
ধড়া, চূড়া, কুঞ্জ-কুসুম, আর গুঞ্জ হার;
বৃন্দাবনে এই সব কেবল, শোভা পায় তোমার—
কৃষ্ণ, শোভা পায় তোমার—রাধে, শোভা পায় তোমার!
বৃন্দাবনে অপ্সরার তান, গোপিনীর গান ফেলে;
শুন্তে যেন কেমন কেমন—কানে বিষ ঢালে!
একতারার কানেতে বিষ ঢালে—
ও সে মুখ ফুটে তাই বলে—
ও তায় পরাণ নাহি গলে—
ও তায় হৃদয় স্থধুই জ্বলে!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) কালিন্দী মন্দ বলি নি—আর কেন রাজা সেজে কষ্ট-ভোগ! চৌদিগে কদম্‌তরু, তমালতরু, মাধবী-লতা, ফুলের সৌরভ! রাসস্থল অতি বিমল—অতি পরিপাটি—অতি শোভাময় ক'রেছ! যে দিগে চাই, সকলই অতি অপূর্ব্ব সাজিয়েছ! এমন স্থলে এমন সময় ঐ বিচিত্র রাসমণ্ডপে সকলে মণ্ডলী ক'রে পরস্পরে হাত ধ'রে ধ'রে ঘুরে ঘুরে না'চ্‌বো, গাবো, বিলাস ক'র্ব্বো, রসে ম'জ্‌বো—অঙ্গে অঙ্গে মিশ্‌বো—কটাক্ষে কটাক্ষে চাইবো—প্রেম্-দৃষ্টিতে গ'ল্‌বো, তা না হ'য়ে এই ঢঙের উপর রাজাই ঢঙে সং সেজে ব'সে থা'ক্‌লে কি হবে! আবার, সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মধুর প্রেমে মত্ত হ'য়ে সবাই আ'জ্ আপন ভুল্‌বে—শত হৃদয়কে আ'জ্ একটী ক'রে তুল্‌বে—"আমিই কৃষ্ণ" এই ভাব্‌টী সবাই আ'জ্ ভা'ব্‌বে—তোমরা যে গোপী, তোমরা যে সখী, তোমরা যে নারী, তোমরা যে দেহ-ধারী, তোমরা যে পরস্পরে ভিন্ন, তোমরা যে আমা হ'তে ভিন্ন—তোমরা

যে রাধাশ্যাম হ'তে ভিন্ন—তোমরা যে প্রেমের মূর্ত্তি ছাড়া অন্য, সে সব সামান্য ভাব এককালে আ'জ্ ভুলে যাবে, তবেই আমাকে পাবে—তবেই সবে কৃষ্ণময় হ'য়ে নির্ম্মল প্রেমানন্দ—বিমল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ ক'র্ব্বে!

চ, লতা। আমরা তা পা'র্ব্বো?

দূতী। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লে অবশ্যই তা পা'র্ব্বে!

কৃষ্ণ। তোমরা তা পা'র্ব্বে—তোমরা সামান্যা নও—আমার ইচ্ছা-বলে অবশ্যই তা পা'র্ব্বে! তা হ'লেই হবে "রাস!" তারেই বলে "মহারাস!" সুধুই সামান্য বিলাস আর সামান্য সুখের অভিলাষ জন্যই এই মহা-রাস নয়! যাতে ভক্ত ভাবুক মাত্রেরি পবিত্র প্রেমোল্লাস আর মনোভিলাষ পূর্ণ হবে, এস, সেই ভাবে এই মহারাস-বিলাসের অনুষ্ঠান করি! এস, প্রিয়তমে রাসেশ্বরি রাধে! এস, প্রিয়তমে সখীগণ! এস, এস, সেই অপূর্ব্ব লীলা করি--

সখীগণ। তাই তাই তাই, বঁধু! তাই তাই তাই!
চল চল যাই, বঁধু! চল চল যাই!
যা ব'ল্ছো শ্যাম্ ক'র্ব্বো হে তাই, যা ব'ল্ছো হ'ক্ তাই!
কেবল যেন ভালোরূপে কালো ধন আ'জ্ পাই—
সবাই কালো ধন আ'জ্ পাই!
আর কিছু বুঝিনে বঁধু—আর কিছুই না চাই!
কেবল যেন ভাল রূপে কালোধন আ'জ্ পাই!
সবাই কালো ধন আ'জ্ পাই!
কৃষ্ণময় তো হ'য়ে আছি, কঠিন তাতে নাই—
তাতে কঠিন কিছুই নাই!
কেবল যেন ভালোরূপে কালোধন আ'জ্ পাই—
সবাই কালোধন আ'জ্ পাই!

ললি। প্রাণ-বঁধু! এ সব উত্তম ব্যবস্থা হ'লো, কিন্তু আমাদের একটী সাধ আছে! তুমি সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্ব-চিত্তগামী, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের মনের তত্ত্ব বুঝেছ—বিরক্ত হ'য়ো না—বিরূপ হ'য়ো না—সে সাধ অহঙ্কারে নয়, দর্পে নয়, রাধার প্রতি রিষেও নয়—রাধা গোলোকেশ্বরী, রাধা ব্রজেশ্বরী,

রাধা সর্ব্বেশ্বরী, রাধা তোমার প্রেমেশ্বরী—আমাদেরও হৃদয়েশ্বরী, তাই ব'ল্‌ছি, সে ভাবে নয়—তবু আ'জ্ আমাদের ইটী বড়ই প্রাণের সাধ যে, আ'জ্ রাসের সময় সবাই তোমায় সমভাবে পাই—তুমি সর্ব্বশক্তিময়, তুমি ইচ্ছাময়, তুমি ইচ্ছা ক'র্লে না হয় এমন কিছুই নাই—সুতরাং কিসে তা ঘ'ট্‌বে, কেমনে তা ক'র্ব্বে, তা আমরা জানিনে, কিন্তু তোমার প্রেম-দাসীদের এই বাসনাটী আ'জ্ পূরাতেই হবে!

জনৈক সখী। হ্যাঁ বঁধু! রাসের সময় আমি তোমার হাত ধ'র্ব্বো!

অন্য। বঁধু! আমিও তোমার হাত ধ'র্ব্বো—কাছে থা'ক্‌বো!

অন্য। বঁধু! আমিও তোমার হাত ধ'রে না'চ্‌বো!

অন্যান্য সকলে। (প্রত্যেকে পৃথক) বঁধু আমিও হাত ধ'র্ব্বো!

(কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রতি সখীর উত্তরে সাদরে চিবুক ধারণ-পূর্ব্বক সম্মতি-দান—প্রত্যেকের আনন্দ-বিকাশ—সমষ্টির জয়োল্লাস রব)

বিস। (দূতীর প্রতি) দূতি! আ'জ্ দেখ্‌ছি, উভয় স্কন্ধ হ'তে বঁধুর শত শত হস্ত না বেরুলে আর চ'ল্‌ছে না!

দূতী। সখি! তোমার ভুল হ'চ্ছে, শত শত হাত বেরুলেও তো বঁধুর এক স্থানে স্থিতি ভিন্ন শত স্থানে যাবার জো নাই, তাতে এককালে সকলের হাত ধ'রে মণ্ডলাকারে না'চ্‌বেন কি ক'রে? তাই বেস বুঝ্‌তে পা'চ্ছি, বঁধু শত-হস্ত হবেন না—শত কৃষ্ণ হবেন!

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে) ঠিক বুঝেছ দূতি, ঠিক বুঝেছ—দেখ্‌ছি, শত কৃষ্ণই হ'তে হ'লো—যত গোপাঙ্গনা, তত কৃষ্ণ! এই যে উল্লাস-গোল হ'চ্ছে, আবার এই যে গান গাবারও উদ্যোগ দেখ্‌ছি, সেই গান শেষ না হ'তেই, গোলের মধ্যে কেউ দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই, বহু কৃষ্ণ হই—প্রতি কৃষ্ণ এসে প্রতি সখীর হাত ধরি, তা হ'লেই ঠিক হবে!

দূতী। তবে এই রাজ-বেশ ত্যাগ কর—জামা জোড়া পাগ ফেল—কালিন্দীর কথা মতে ধড়া চূড়ায় সেজে আবার রাখালরাজ হও!

কৃষ্ণ। বনমালা, পীতধড়া, পীতবাস, সবই এই জামা জোড়ার ভিতরে লুকানো আছে, উপরের এই জামা জোড়া খুলে ন্যাও, আর মাথার পাগটী খুলে চূড়াটী বসিয়ে দেও, তা হ'লেই যে রাখাল, সেই রাখাল হব!

[সখীদের নৃত্য গীতের মধ্যে বহু কৃষ্ণের প্রবেশ]

সখীদের গীত।

আম্‌রা আ'জ্ বঁধু হব রে!
মধুর রাসে বঁধু হ'য়ে বঁধু পাব রে!
আম্‌রা যে ভাই গোপের বধূ, তা ভুলে আ'জ্ প্রাণে সুধু,
ভা'ব্‌বো ধ্যানে আম্‌রাই বঁধু—সেই মাধব রে!
লোকে দেখ্‌বে দেহ ভিন্ন, অন্তরে ভাব কিন্তু অন্য,
জগতের উল্লাসের জন্য, না'চ্‌বো গাব রে!

(প্রতি কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রতি গোপিনীর প্রতি হস্ত প্রতি করে ধারণ)

[সকলের মণ্ডলাকারে অবস্থিতি—ক্রমে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ]

(ক্রমে মণ্ডলাকারে নৃত্য)

[শূন্য হইতে পুষ্প-বৃষ্টি—দুন্দুভী বাদ্য]

(চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি)

[কালিন্দীর প্রবেশ]

দূতী। দেখ কালিন্দি, কি অপূর্ব্ব অলৌকিক দৃশ্য! এমন অপার আনন্দের সময় তোমার আর তোমার একতারার নীরব থাকা ভাল দেখায় না—বাজাও, গাও—এস, আমিও আ'জ্ তোমার সঙ্গে, তোমার একতারার সঙ্গে মিশে গান গাই! (নৃত্যশীলা সখীদের প্রতি উচ্চরবে) ওরে রাসবিলাসিনীরা! আমরা এই গান গাই, তোরা ধূয়া ধরিস!

(দূতী ও কালিন্দী-কর্ত্তৃক)

গীত।

বঁধুর কত লীলা মরি গো!
রসের বৃন্দাবনে আ'জ্ রসের রাস হেরি গো!

সঙ্গে যত সহচরী, চৌদিগে মণ্ডলী করি,
যত নারী তত হরি হেরি গো! (আহা মরি)
প্রতি গোপীর করে ধরি, নর্ত্তন-তাণ্ডব-কারী,
জয় জয় জয় রাসবিহারী গো! ১।
শত শত নিতম্বিনী, নাচিছে যত রঙ্গিণী,
তত শত নাচে বংশীধারী গো! (মরি মরি!)
হেলে দুলে তালে তালে, কি ঠমকে হেসে খেলে,
পায় পায় যায় সারি সারি গো! ২।
লম্বিত ললিত বেণী, চুম্বিতে ধায় ধরণী,
ভুজঙ্গিনী-শ্রেণী যেন হেরি গো! (মরি মরি!)
প্রতি বেণী পাশে চূড়া, গুঞ্জ আর কুঞ্জ-হার বেড়া,
হায় হায় তায় কি মাধুরী গো! ৩।
অসংখ্য স্বর্ণ নুপূর, মধুর বাজে ঘুঙ্গুর,
কিবা রুণু ঝনু ধ্বনি করি গো! (মরি মরি!)
যত শ্যাম তত মুরলী, একত্রে বাজে এই বলি,
"জয় জয় জয় রাই কিশোরী গো!" ৪।
গমনে রাজহংসী যেন, চঞ্চল কটি জঘন,
নিতম্ব-কম্পন মনোহারী গো! (যত সখীর)
প্রতি পদে নব ভঙ্গী, হাব ভাব লীলা সঙ্গী,
যায় যায় চায় ফিরি ফিরি গো! ৫।
অপাঙ্গ অনঙ্গ শর, শ্যামাঙ্গ তায় জর জর,
থর থর সিহরি সিহরি গো! (কাঁপে হরি)
কুটিল কটাক্ষ বাণ, করিয়ে প্রতি সন্ধান,
প্রাণ মন জ্ঞান লয় হরি গো! ৬।

ত্রিভঙ্গ অঙ্গ পরশে, অবশ তনু আবেশে,
রসে ভাসে বাসে না সম্বরি গো! (যত সখী)
বিলাস-আশ-বিভোলে, অলসে নয়ন ঢুলে,
চায় তায় হয় মন চুরি গো! ৭।
নিরখি নাচিছে শিখী, কুহরে কোকিল পাখী,
সুখে 'কৃষ্ণ' ডাকে শুক সারী গো! (মধুর রবে)
পুষ্প-বৃষ্টি করি ঘন, গাইছে ঐ দেবগণ—
"জয় জয় জয় রাধা হরি গো!" ৮।

নেপথ্যে। জয় জয় রাসেশ্বরী রাসবিহারীকি জয়!

[ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ]

গীত।

(দেবগণের উক্তি)

জয় শ্রীগোবিন্দ, মুরারি মুকুন্দ, প্রেম-মকরন্দ-অরবিন্দ শ্যাম!
কিবা রস-মাধুরী, কি বিলাস-লহরী, মধুরাস আমরি,
লীলা অনুপম্!
জয় শ্রীরাসেশ্বরী, সহ সব্ সহচরী, জয় শ্রীব্রজপুরী,
নিত্যানন্দ ধাম!

(সখীগণের উক্তি)

কেবা রাসেশ্বরী, কেবা সহচরী?
কেন দেব ভাবো ভিন্ন ভাব করি?
আমরা রাসবিহারী প্রেমময় হরি—তন্ময় এরাস জন-অভিরাম!

(দেবগণের উক্তি)

(তাই) ত্রিলোক-পালক পাসরি গোলোক,
হ'য়েছেন ভূলোক-আনন্দ-আলোক,
মরি কি মাধুরী শ্রীনন্দ-বালক,
গোপিনী-রঞ্জক ত্রিবঙ্কিম ঠাম !

(সখীগণের উক্তি)

তন্ময় এ মহারাস, সর্ব্ব রস পরিণাম !

(পটক্ষেপণ)

সমাপ্ত।